চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 336 Wednesday, 8 November, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ৩৩৬ সংখ্যা ✱ ২১ কার্তিক, ১৪৩০, বুধবার, ৮ নভেম্বর, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

নিযোগে দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়া যুব তৃণমূল কংগ্রেসের হুগলি জেলার প্রাক্তন সভাপতি কুন্তল ঘোষের ফ্ল্যাটে মঙ্গলবার হানা দিল ইডি। ...বিস্তারিত পাতা ৩

দীর্ঘদিন ধরে প্রেম, কিন্তু বিয়েতে অনীহা প্রেমিকের! বিয়েতে অনিচ্ছা, পরিবারের অপমান- সব মিলিয়ে অসহ্য পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল। ...বিস্তারিত পাতা ৫

কাছাড় জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর মহকুমায় অসম পুলিশ এবং আসাম রাইফেলস-এর যৌথ অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ৩০ হাজারটি নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট। ...বিস্তারিত পাতা ৬

বিশ্বকাপে আরও অনেক বোলারই ভাল খেললেও ধারাবাহিক ভাল খেলার বিচারে বুমরা বাকিদের ছাপিয়ে গিয়েছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

সাড়ে ১২ বছরে ২২ বিল আটকে রয়েছে রাজভবনে

পরিসংখ্যান দিয়ে জানালেন স্পিকার বিমান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ নভেম্বরঃ কেন বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে সই করছেন না রাজ্যপালরা? কেন আদালত পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে সেই মামলা? পঞ্জাব সরকারের করা একটি মামলায় এই ভাষাতেই বার্তা দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিলে সই না করায় তোপের মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্যপালদের। সুপ্রিম কোর্টের সেই পর্যবেক্ষণ কি এ রাজ্যেও প্রভাব ফেলবে? তেমনটাই আশা করছে রাজ্য। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন, ''আশা করি রাজ্যপালরা এই পর্যবেক্ষণ মানবেন।'' বাংলাতেও বেশ কয়েকটি বিল পড়ে রয়েছে। সেই তালিকার কথা উল্লেখ করে স্পিকারের জানিয়েছেন, বিল যাতে সই করা হয়, সেই আবেদন ফের জানানো হবে রাজ্যপালকে। স্পিকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর মোট ২২টি বিল আটকে আছে রাজ্যপালের কাছে। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ''রাজ্যপালের এক্তিয়ার নেই বিল আটকে রাখার। সংবিধানে বলা আছে। সুপ্রিম কোর্ট এর পর্যবেক্ষণ আশা করি সব রাজ্যপালরা মানবেন।'' বর্তমান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের কাছে বেশি বিল আটকে আছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''উনি তো অনেক লোক নিয়োগ করছেন। বিল-এর ত্রুটি বিচ্যুতি দেখার জন্যও লোক নিয়োগ করা উচিত। ওঁর

সংশয় যদি কিছু থাকে আমাদের মতামত নিতে পারেন। জনগণের জন্য বিল পেশ করা হয় বিধানসভায়। সেই বিধানসভাকে মর্যাদা দিতে হবে রাজ্যপালকে।'' জানা গিয়েছে, ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিনটি বিল পড়েছিল রাজভবনে, ২০১৬ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ৪টি বিল সই না করা অবস্থায় পড়েছিল, ২০২১ থেকে এখনও পর্যন্ত আরও ১৫টি বিল পড়ে আছে। সব মিলিয়ে ২২টি বিল পড়ে আছে বলে জানিয়েছেন স্পিকার। সি ভি আনন্দ বোস জমানায় বিল আটকে আছে ৬টি। শুধুমাত্র বাংলায় নয়, বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যপালরা বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল কেন আটকে রেখেছেন, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ এই নিয়ে সতর্ক করেছে রাজ্যপালদের। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই যাতে বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়, সেই বার্তাই দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালদের। পঞ্জাবের আপ সরকারের তরফে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ জানানো হয়েছিল সে রাজ্যের রাজ্যপাল বনওয়ারিলাল পুরোহিতের বিরুদ্ধে। পঞ্জাব সরকারের অভিযোগ, সে রাজ্যের বিধানসভায় পাশ হওয়া ২৭টি বিলের মধ্যে মাত্র ২২টিতে সই করেছেন রাজ্যপাল। অর্থ ও শিক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিলেও সই হয়নি বলে দাবি করা হয়েছে।

প্রাথমিকের টেট নিরাপত্তায় বড় পদক্ষেপ নিচ্ছে পর্ষদ!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ নভেম্বরঃ আগামী ১০ই ডিসেম্বর রয়েছে প্রাথমিকের টেট। আর সেই টেটকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করতে চায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তার জন্য ইতিমধ্যেই গতবার থেকেই বেশ কয়েক দফা পরিকল্পনা নিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। যার মধ্যে রয়েছে হ্যান্ড মেড মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার ও পরীক্ষার্থীদের ফ্রিস্কিং করা। এবার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আরও এক ধাপ এগোতে চায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদ সূত্রের খবর নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে এবার পরীক্ষার্থীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যবহার করতে চায় পর্ষদ। পর্ষদ সূত্রে খবর আপাতত গোটাটাই পরিকল্পনা স্তরে রয়েছে। যদিও প্রাথমিকের টেটে যখন আবেদনপত্র নেওয়া হয়েছে তখন আধার কার্ডের কপিও নেওয়া হয়েছিল। সেই আঁধারে রয়েছে পরীক্ষার্থীদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট। তার সঙ্গে সেই পরীক্ষার্থীদের অর্থাৎ আশা পরীক্ষার্থীদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলিয়ে দেখা হতে পারে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে আসল পরীক্ষার্থী না নকল পরীক্ষার্থী তা বুঝে যাবার আরও একটি উপায় বা পথ নিতে পারে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। যদিও এই পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার ক্ষেত্রেও খরচের হিসেব ভাবাচ্ছে পর্ষদকে। তার কারণ গতবারের মতো এবারও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের ঢোকা ও বেরোনোর জায়গায় সিসিটিভি বাধ্যতামূলকভাবে লাগাতে চলেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করলে আরও নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা যাবে প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে বলেই মত পর্ষদের আধিকারিকদের। পর্ষদ সূত্রে খবর চলতি সপ্তাহের মধ্যেই পর্ষদ নিরাপত্তার ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। যদিও এই বিষয় নিয়ে পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। অন্যদিকে কিভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে প্রাথমিকের টেট আগামী ১০ই ডিসেম্বর নেওয়া হবে সেই বিষয়ে গাইডলাইন প্রস্তুতির কাজও শুরু করেছে পর্ষদ। প্রসঙ্গত গতবারের তুলনায় এবারে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেকটাই কমেছে প্রাথমিকের টেটে। এর পিছনে কারণ হিসাবে অবশ্য প্রাথমিকের টেটে বিএড উত্তীর্ণরা আবেদন করতে পারবেন না এই কারণ কেউ উল্লেখ করেছে পর্ষদ। তবে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম হলেও নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখতে চাইছে না পর্ষদ।

মেয়াদের শেষলগ্নেও মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ উপাচার্যের

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৭ নভেম্বরঃ 'আপনার সাহিত্য কীভাবে স্বীকৃতি পায় তা সহজেই বোধগম্য', এই ভাষাতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৫ পাতার ব্যঙ্গাত্মক চিঠি দিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করতে 'চারিত্রপূজা', 'কর্মী রবীন্দ্রনাথ', 'শান্তিনিকেতনের স্মৃতি'- এই বইগুলো থেকে উদ্ধৃতিও তুলে ধরলেন তিনি। এই চিঠির কথা প্রকাশ্যে আসার পরেই বোলপুরের তৃণমূল সাংসদ অসিত মাল দাবি করলেন, শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বভারতীকে যত রকমভাবে পারছেন কলঙ্কিত করছেন এই উপাচার্য। ফলক বিতর্কে তৃণমূলের আন্দোলনের ১২ দিন। ১৭ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো। তারপরেই শ্বেতপাথরের তিনটি ফলক বসিয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। সেই ফলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নাম থাকলেও ব্রাত্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরেই সরব হয়েছেন মমতা। তাঁর নির্দেশে ১২ দিন ধরে মঞ্চ তৈরি করে ধরনা বিক্ষোভ করছে তৃণমূল। ৮ নভেম্বর শেষ হচ্ছে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর চাকরির মেয়াদ। তার আগে এদিন তিনি ফের মুখ্যমন্ত্রীকে ৫ পাতার চিঠি দেন।

ঘাট সাজবে প্রদীপের আলোয়, বারাণসীর আদলে এবার কলকাতায় দেব দীপাবলি!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ নভেম্বরঃ কলকাতাতেও এবার দেব দীপাবলি। বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের আদলে শহর কলকাতায় পালন করা হবে দেব দীপাবলি। হাজার হাজার প্রদীপে সেজে উঠবে তিলোত্তমার গঙ্গার ঘাট। আগামী ২৫ এবং ২৬ নভেম্বর বাজে কদমতলা ঘাটে দেব দীপাবলি পালিত হবে বলে কলকাতা পুরসভা সূত্রের খবর। উৎসবে আমন্ত্রণ জানানো হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। কলকাতা পুরসভার তরফে সেই আমন্ত্রণপত্র নবান্নে পাঠানো হবে। দেশের বিভিন্ন অংশে কার্তিক পূর্ণিমার দিন পালিত হয় দেব দীপাবলি। এবছর তা পালিত হবে ২৫ ও ২৬ তারিখ। ওইদিনেই বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির চত্বর ও ঘাট চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো করে সেজে ওঠে। লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে পালিত হয় এই দেব দীপাবলি। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ সেই দৃশ্যের সাক্ষী থাকতে আসেন। এবার ঠিক সেই আদলেই প্রায় দশ হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে কলকাতার গঙ্গার ঘাটে উৎসবটি পালন করা হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা আছে বলে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে নতুন করিডোর উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি দেব দীপাবলির দিনে কাশীর ঘাটের ছবি নিজের এক্স হ্যান্ডলে টুইটও করেছিলেন। আর এবার কলকাতায় কার্তিক পূর্ণিমায় দেব দীপাবলিকে ঘিরে ফুটে উঠবে এক টুকরো কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের আলোকময় ছবি। প্রসঙ্গত, চলতি বছরে বেনারসের ঘাটে আরতির আদলেই কলকাতার বাজে কদমতলা ঘাটে শুরু হয়েছে গঙ্গা আরতি। কথিত রয়েছে, কার্তিক মাসই হল আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের শেষ মাস। কার্তিক পূর্ণিমায় মহাদেব অর্ধনারীশ্বর রূপে ত্রিপুরাসুরকে বধ করেছিলেন। তাই দিনটি হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী মানুষজন গুরুত্বের সঙ্গে পালন করেন। যা অনেকে 'শিব দীপাবলি' বলেও উল্লেখ করেন। মূলত এই দিনটি দেশের হিন্দি বলয়ে জাঁকজমক করে পালিত হয়। এই দিনটি পালনের জন্য দীপাবলি উৎসবের পর এই কার্তিক পূর্ণিমায় বারাণসী, কাশীর ঘাটগুলি অজস্র প্রদীপে আলোকিত করা হয়। এবার মহানগরেও দেখা মিলবে সেই আলোর উৎসবের মনোরম দৃশ্য।

'জ্যোতিপ্রিয় খোলামেলা মানুষ, ওর কথার সারবত্তা রয়েছে, এত জোর দিয়ে যখন বলছেন'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ নভেম্বরঃ রেশন দুর্নীতিতে ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পাশে দাঁড়ালেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ইডির তরফে জ্যোতিপ্রিয়র বিরুদ্ধে খাদ্য দুর্নীতির যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা ঠিক নয় বলেই মনে করেন স্পিকার। মঙ্গলবার বিধানসভায় সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যে নির্দোষ, নিজে বারেবারে একই কথা বলে আসছেন। আমারও মনে হয়, ''জ্যোতিপ্রিয় যে কথাবার্তা বলছেন তার একটা সারবত্তা রয়েছে। এত জোরের সঙ্গে বলছেন, দেখা যাক, আগামী দিনে কী হয়। তবে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক অনেক খোলামেলা মানুষ। মনে হয় না, এই ধরনের কাণ্ডে ওর কোনও ইনভলমেন্ট থাকতে পারে।'' রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, জ্যোতিপ্রিয়র পাশে দল যে আছে, মন্ত্রীর বাড়িতে ইডির জেরা পর্ব থেকেই সেটা বারে বারে স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার বিধানসভার স্পিকারও জ্যোতিপ্রিয়র পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে কার্যত ক্লিনচিট দিলেন বলেই মনে করা হচ্ছে। গত ২৬ অক্টোবর সকাল থেকে দিনভর জেরা শেষে মধ্যরাতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতার করে ইডি। সিজিওতে ঢোকার সময় সেদিন জ্যোতিপ্রিয় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে, বিজেপি ও শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছিলেন। সোমবার আদালত ফের সাত দিনের ইডি হেফাজতে পাঠিয়েছে মন্ত্রীকে। সোমবারও আদালত থেকে বেরানোর সময়ও নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন জ্যোতিপ্রিয়। তবে দলের আর এক মন্ত্রী অখিল গিরির মন্তব্যকে অবশ্য সমর্থন জানাননি স্পিকার। সম্প্রতি রাজ্যপালকে উদ্দেশ্য করে কুকথা বলার অভিযোগ ওঠে রাজ্যের কারা প্রতিমন্ত্রী অখিল গিরির বিরুদ্ধে। সোমবার অখিল গিরির ওই ভিডিও স্যোশাল সাইটে টুইট করেন শুভেন্দু। একই সঙ্গে সাংবিধানিক পদাধিকারিক সম্পর্কে কুকথা বলার অভিযোগে অবিলম্বে অখিল গিরিকে মন্ত্রীপদ থেকে অপসারণের দাবি জানিয়ে রাজ্যপালকে চিঠিও দেন বিরোধী দলনেতা। অতীতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্পর্কে কুকথা বলার অভিযোগ উঠেছিল

অখিলের বিরুদ্ধে। চিঠিতে ওই প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন শুভেন্দু। এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে স্পিকার বলেন, ''রাজ্যপাল সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য না করাই বাঞ্ছনীয়। এমনটা না বললেই ভাল করতেন।' একই সঙ্গে একের পর এক বিল আটকে রাখার ঘটনায় রাজ্যপালকে তোপ দেগেছেন স্পিকার। তিনি বলেন, ''রাজ্যপালের এক্তিয়ার নেই এভাবে বিল আটকে রাখার। সংবিধানে সেটা স্পষ্ট বলা আছে। তবু ২২টি বিল আটকে আছে রাজ্যপালের কাছে। রেকমেন্ডেশন থাকলে ফেরত পাঠাতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ আশাকরি রাজ্যপাল মানবেন।''

আরও পিছিয়ে গেল এথিক্স কমিটির বৈঠক!

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বরঃ আজ নয়, আগামী বৃহস্পতিবার বসতে চলেছে এথিক্স কমিটির বৈঠক। যদিও কমিটির ভূমিকা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। এদিন সকালে সোশ্যাল সাইটে তিনি এই বিষয়ে তোপ দেগেছেন। সেই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন কার্যত স্বেচ্ছাচারিতা চলছে। প্রসঙ্গত, গত ২রা নভেম্বর টাকার বদলে প্রশ্ন বিতর্কে সংসদের এথিক্স কমিটিতে হাজিরা দেন মহুয়া। সেদিনের বৈঠকে তাঁকে অশালীন, অনৈতিক এবং ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল সাংসদ। তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে সরব হন অন্য বিরোধী সাংসদরাও। তাঁরাও

অভিযোগ করেন, এথিক্স কমিটিতে 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' হয়েছে। যার পালটা আবার অভিযোগ আসে বিজেপির তরফ থেকে। বিজেপি দাবি করে, মহুয়া-সহ বিরোধী সাংসদরা এথিক্স কমিটির গোপনীয়তা ভঙ্গ করেছেন। যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মহুয়া যেদিন তোপ দাগেন সেদিনই আবার এথিক্স কমিটির পরবর্তী বৈঠকের দিক ঠিক হয়ে যায়। এদিন অর্থাৎ ৭ নভেম্বর ফের এথিক্স কমিটির বৈঠক বসার কথা ছিল। সেটা পিছিয়ে গেল আগামী ৯ নভেম্বর। সেদিনই ঠিক হতে পারে মহুয়ার ভাগ্য। দুই দিন আগেই 'এক্স' হ্যান্ডেলে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র দু'টি পোস্ট করেন। বিজেপি-কে নিশানা করে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র লেখেন, 'বিজেপি আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করার কথা ভাবছে, এটা জেনে আমি শিহরিত হচ্ছি। ওঁদের এই ভাবনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।'

১০ হাজার 'মোদি মিত্র'র সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী, বাংলায় বিজেপির নজরে মুসলিমরা

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বরঃ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নরেন্দ্র মোদির 'সবকা সাথ' ভাবমূর্তি আরও বড় পরিসরে তুলে ধরতে নতুন কৌশল নিচ্ছে বিজেপি। জানুয়ারির ২২ তারিখ অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। হিন্দু মন জয়ে এখনও পর্যন্ত সেটাই বিজেপির মেগা কর্মসূচি। তবে এবার সংখ্যালঘুর মন জয়েও সমান আগ্রহী পদ্ম শিবির। রাম মন্দির উদ্বোধনের এক মাস আগে প্রধানমন্ত্রী তাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১০ হাজার মানুষের মুখোমুখি হবেন। তাদের বেশিরভাগই মুসলিম। দিল্লির কোনও স্টেডিয়ামে এজন্য বিশেষ সমাবেশের আয়োজন করা হচ্ছে। বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চা গোটা দেশ থেকে বাছাই করা এই ১০ হাজার জনকে বলছে 'মোদি মিত্র।' এই মোর্চাই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংখ্যালঘুদের মুখোমুখি বৈঠকের আয়োজক। মোদি মিত্ররা সংখ্যালঘুদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপির সেতু বন্ধনের কাজ করছেন। বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার জাতীয় সভাপতি জামাল সিদ্দিকীর বক্তব্য, সংখ্যালঘু সমাজের এই ১০ হাজার মানুষ বিজেপির কর্মী নন। সমর্থকও নন অনেকেই। তবে প্রত্যেকেই নরেন্দ্র মোদি সরকারের সাড়ে নয় বছরের কর্মসূচির দ্বারা উপকৃত। সিদ্দিকী জানান, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি তাদের কথা জানাতে পারবেন। সমস্যা, অভাব থেকে পরামর্শ, সবই বিনিময় করতে পারবেন তাঁরা। সবশেষে প্রধানমন্ত্রী তাঁর কথা বলবেন। সূত্রের খবর, সাড়া দেশের সংখ্যালঘুদের এই কর্মসূচিতে শামিল করা হলেও বিজেপি কয়েকটি রাজ্যকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সেই তালিকায় এক ও দুই নম্বরে আছে যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর প্রদেশ। বাংলায় ২৮ শতাংশ মুসলিমের সিংহভাগ বাংলাভাষী। এ রাজ্যে সংখ্যালঘু মন জয় না করে ক্ষমতার পালাবদল অসম্ভব, অতীতে একাধিকবার তা প্রমাণিত হয়েছে। বাংলায় বিজেপিও সেই অঙ্ক মাথায় নিয়ে এগোচ্ছে। এ রাজ্যে মোদি সরকারের কল্যাণ প্রকল্পে উপকৃতদের লম্বা তালিকা তৈরি করেছে বিজেপি। দলের রাজ্য কমিটির এক নেতার কথায়, দুর্ভাগ্যের হল, বাংলায় সংখ্যালঘু মোর্চা অত্যন্ত দুর্বল এবং নিষ্ক্রিয়। তাদের না আছে সংগঠন, না আছে কর্মসূচি। এই পরিস্থিতিতে মূল দলকেই দায়িত্ব নিতে হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রক থেকে উপকৃতদের তালিকা সংগ্রহ করে পার্টি যোগাযোগ করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু মানুষ নরেন্দ্র মোদির সময়ে সরকারি সুবিধা পাওয়ার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলেছেন। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, নরেন্দ্র মোদিকে সামনে রেখে বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার এই কর্মসূচির পিছনে শুধুই ভোটের অঙ্ক নেই। ব্যক্তি মোদির ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের ভাবনাও আছে। গুজরাত দাঙ্গায় সুপ্রিম কোর্ট প্রধানমন্ত্রীকে ক্লিন চিট দিয়েছে। এবার সংখ্যালঘুদের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে ধারণা বদল চাইছে দল। এই ব্যাপারে সরকারের কর্মসূচিই বিজেপির হাতিয়ার। পদ্ম শিবিরের এক নেতার কথায়, মোদি সরকারের কল্যাণ প্রকল্পের সুবিধা দল, ধর্ম, জাত নির্বিশেষে সকলে পেয়েছে। সংখ্যালঘু মহল্লায় বঞ্চনার অভিযোগ নেই সরকারের বিরুদ্ধে।

জন্মদিনে বাড়ির বাইরে এলেন অভিষেক, অনুরাগীদের সঙ্গে করলেন শুভেচ্ছা বিনিময়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ নভেম্বরঃ সোমবার ঘড়ির কাঁটা রাত ১২টা ছুঁতেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছা জানানোর ঢল নেমেছিল সোশ্যাল সাইটে। ভোরের আলো ফুটতে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের দীর্ঘায়ু কামনা করে বিভিন্ন মন্দিরে পুজার্চনার আয়োজনও করা হয়। সকাল থেকে অভিষেকের বাড়ির সামনেও নেমেছিল দলীয় কর্মী, সমর্থকদের ঢল। তৃণমূল নেত্রী সহ দলের মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ সহ নেতৃত্ব, সকলেই শুভেচ্ছা জানান তাঁকে। দুপুরে কয়েক মিনিটের জন্য বাড়ির বাইরে আসেন অভিষেক। হাত নেড়ে অনুরাগীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ও করেন তিনি। রীতিমতো বাজনা বাজিয়ে সাংসদকে শুভেচ্ছা জানান অনুগামীরা। মঙ্গলবার ৩৬ এ পা দিলেন অভিষেক। জন্মদিনকে ঘিরে বাড়িতে বিশেষ কোনও পদ রান্না করা হয়েছিল কিনা, তা জানা যায়নি। তবে দলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ডকে ঘিরে নৈহাটি থেকে ডায়মন্ডহারবার কর্মীদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। অভিষেকের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে নৈহাটির বড় মা কালী মন্দিরে পুজো এবং যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল। একইভাবে সকাল থেকেই শুভেচ্ছা বার্তা ও পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে ডায়মন্ড হারবার। কলকাতা থেকে জেলা, রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-কর্মসূচির মধ্য দিয়ে অভিষেকের জন্মদিন পালন করেন কর্মীরা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, একুশের ভোটের প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে চোট লাগার পর অভিষেক একাই চষে বেরিয়েছিলেন রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ। এমনকী চলতি বছরের শুরুতে পঞ্চায়েত ভোটের আগে অভিষেকের নবজোয়ার যাত্রা সাড়া ফেলেছিল রাজ্যজুড়ে। ১০০ দিনের বকেয়া টাকার দাবিতে গত ২ ও ৩ অক্টোবর দিল্লিতে তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচির নেতৃত্বেও ছিলেন অভিষেক। এমনকী কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দেখা করতে না চাওয়ায় দিল্লি থেকে রাজভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন। টানা ৫দিন রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসেছিলেন অভিষেক। ওই মহলের মতে, আন্দোলনের মাধ্যমে ইতিমধ্যে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন অভিষেক। দলের অন্দরেই পুরনো এবং নব্যদের মধ্যেও বেড়েছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা। সে কারণেই অন্যবারের চেয়ে এবারে তাঁর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে কর্মীদের বাড়তি উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

মলয়কে ডেকে বৈঠক মমতার, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হাইকোর্টের পিপি বদল, সরতে পারেন এজিও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ নভেম্বরঃ কলকাতা হাইকোর্টের সরকারি আইনজীবী তথা পাবলিক প্রসিকিউটরকে(পিপি) বদলি করা হল। শ্বাশত গোপাল মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ওই পদে আনা হল দেবাশিস রায়কে। একই সঙ্গে সরানো হতে পারে হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের বর্তমান এজি তথা অ্যাডভোকেট জেনারেলকেও। বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল হলেন সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। একটি সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার সকালে তিনি তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সৌমেন্দ্রনাথবাবুর পরিবর্তে পুনরায় অ্যাডভোকেট জেনারেল করা হতে পারে কিশোর দত্তকে। অতীতে কিশোরবাবু এজি পদে ছিলেন। তা ছাড়া আলোচনায় উঠে আসছে আরও বেশ কয়েকটি নাম। সোমবার রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে ছিলেন মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ও রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তথা এডিজি সিআইডি রাজশেখরণ। পরে আইন মন্ত্রী মলয় ঘটককে বৈঠকে ডেকে নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রের মতে, কলকাতা হাইকোর্টে উপর্যুপরি মামলায় রাজ্য সরকার যেভাবে ধাক্কা খেয়েছে তাতে আইন মন্ত্রীর ভূমিকা নিয়েও খুশি নন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবারের বৈঠকে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটককের সঙ্গেও একপ্রস্থ আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, এর পর আইনজীবী কিশোর দত্তের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক। কিন্তু শুরুতে কিশোরবাবুকে ফোনে পাননি আইনমন্ত্রী। তার পর দূত মারফ বার্তা দেওয়া হয় যে রাজ্য সরকার তাঁকে ফের অ্যাডভোকেট জেনারেল করার কথা বিবেচনা করছে। কিশোরবাবু শেষমেশ তাতে রাজি হন কিনা এখন সেটাই দেখার।

'সবাই চোর, ও একা সাধু', স্ব-পুত্র আয়কর নোটিস পেয়েই মুখ খুললেন মন্ত্রী অখিল গিরি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ নভেম্বরঃ রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরি ও তাঁর পুত্র সুপ্রকাশ গিরিকে নোটিস পাঠাল ইনকাম ট্যাক্স বা আয়কর বিভাগ। আগামী ১৩ নভেম্বর তাঁদের হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন ইমেল মারফত আয়কর দফতরের নোটিস পান মন্ত্রী ও তাঁর পুত্র। আয়কর নোটিস প্রসঙ্গে মন্ত্রী কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে মন্ত্রী পুত্র তথা কাঁথি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, ''সম্প্রতি বিজেপির কিছু নেতা আমাকে ও আমার বাবাকে নিয়ে কিছু উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন। হতে পারে তাতেই প্রভাবিত হয়ে এই নোটিস। যাই হোক আমরা স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ তদন্ত চাই।'' সম্প্রতি রাজ্যপালকে কুকথা বলার অভিযোগ ওঠে রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরির বিরুদ্ধে। সোমবার এই বিষয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি লিখে অবিলম্বে অখিলকে পদ থেকে অপসারণের দাবিও জানিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তারপরই ইনকাম ট্যাক্সের এমন নোটিসের নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সম্ভবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না অখিল পুত্র। সোমবার সোশ্যাল সাইটে রাজ্যের কারা প্রতিমন্ত্রী অখিল গিরির একটি ভিডিও ক্লিপিংস পোস্ট করেছিলেন শুভেন্দু। দুরন্ত বার্তা অবশ্য ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি। শুভেন্দুর পোস্ট করা ভিডিওয় অখিল গিরিকে

রাজ্যপালের উদ্দেশে নাম না করে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'এত হম্বিতম্বি কীসের? আমরা পারি না কি? কলার ধরে ১০ মিনিটে তোমাকে জেলে ঢুকিয়ে দিতে পারি আমরা, আমাদের কাছে যে কাগজ আছে। নবান্নতে যা কাগজ আছে। আমরা দেখছি।' রাজ্যপালের উদ্দেশে অখিলকে আরও বলতে শোনা যায়, 'সিভি আনন্দ বোসের ব্যাপারটা আমরা জানি না কি? কেন কুণাল ঘোষের পুজো উদ্বোধন করতে গেছ আমরা জানি না কি? হোয়াটসঅ্যাপে কী আছে তোমার? তুমি কেন মুখ্যমন্ত্রীকে ডেকেছ ১০ তারিখে আমরা জানি না? তোমার তদন্ত আমরা ধরব। ছাড় পাবে না আমাদের কাছে। আমাদেরও আইবি (গোয়েন্দা) আছে। আমাদেরও ফাইল রেডি।' এর আগে রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে কুকথা বলার অভিযোগ উঠেছিল অখিল গিরির বিরুদ্ধে। সেই সময় দলেরও সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন তিনি। রাজ্যপালকে লেখা চিঠিতে শুভেন্দু ওই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লিখেছেন, রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে আক্রমণ করেন এমন কারও মন্ত্রীর পদে থাকার অধিকার নেই। তাঁকে ওই পদ থেকে অপসারণ করা উচিত। রাজ্য যাতে ওই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে, সেই সম্পর্কে আপনার কড়া সুপারিশ করা উচিত। নোটিশ পেয়েছেন স্বীকার করে মন্ত্রী অখিল গিরি বলেন, ''নিয়ম মেনেই পদক্ষেপ নেওয়া হবে। নোটিশের উত্তর দেব।'' একইসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর ট্যুইট প্রসঙ্গে মন্ত্রীর মন্তব্য, ''সবাই চোর, ও একা সাধু''। অবশ্য একইসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ''আমি শুভেন্দুর মন্তব্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাই না। তবে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি যা কটূক্তি করেছেন তার নিন্দা করি।''

শুটিং করতে দিয়ে বিপুল লক্ষ্মীলাভ রেলের

দুরন্ত বার্তা,৭নভেম্বরঃসূত্র বলছে শুটিং করার জন্য প্রযোজকদের প্রথম পছন্দ শিয়ালদহ স্টেশন।শিয়ালদহের পরের পছন্দ কলকাতা স্টেশন। এর পরের পছন্দের তালিকায় আছে হাওড়া ও আসানসোল স্টেশন। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে পূর্ব রেল শুটিং থেকে পেয়েছিল ৭ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে পূর্ব রেল শুটিং থেকে আয় হয়েছিল ১৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে পূর্ব রেল শুটিং থেকে পেয়েছে (ডিসেম্বর পর্যন্ত) ১৮ লক্ষ টাকা।প্রসঙ্গত, সিনেমা, সিরিয়াল ও ওয়েব সিরিজের জন্য ভাড়া নেওয়া হচ্ছে স্টেশন বিল্ডিংও। আপাতত যাত্রীসংখ্যা ও গুরুত্ব নিরিখে স্টেশন তিন প্রকার। প্রথম শ্রেণির স্টেশনে শুটিং করতে হলে লাইসেন্স ফি ২ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণির স্টেশনে শুটিং করতে হলে লাইসেন্স ফি দেড় লক্ষ টাকা। তৃতীয় শ্রেণির স্টেশনে শুটিং করতে হলে লাইসেন্স ফি এক লক্ষ টাকা। স্টেশনের পাশাপাশি সাধারণ রোলিং স্টক নিলে দিতে হবে ৪ লাখ ৭৪ হাজার টাকা। রোলিং স্টকে স্পেশালাইজেশন চাইলে দিতে হবে সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা। রোলিং স্টক ও স্টেশন-সহ নিতে হলে দিতে হবে ১৫ লক্ষ টাকা।এছাড়া বিমা করা থাকে রেলের। প্রযোজক সংস্থাই করে। রোলিং স্টকে ১০ কোটি। স্টেশনের জন্য ২ কোটি। যত ব্যক্তি শুটিংয়ে থাকবেন তাঁদের মাথাপিছু ১ লক্ষ টাকা করে ধার্য। আয় হলেও রয়েছে আশঙ্কা।এক রেলকর্তার কথায়, আয়ের জন্য শুটিংয়ে স্টেশনের ব্যবহার বহু দিনের রীতি। দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর আগে হাওড়া স্টেশনে শুটিং করেছিলেন মুম্বইয়ের অনিল কাপুর। শুটিং দেখতে যাত্রী উসাহ ছিল এতটাই যে ক্যাবওয়েতে থাকা প্রইভেট গাড়ির উপর চড়ে যায় শ'য়ে শ'য়ে যাত্রী। গাড়ির ছাদ দুমড়ে-মুচড়ে যায় বেশ কয়েক ডজন গাড়ির। অভিযোগে বেশ কয়েক বছর রাশও টানা হয় শুটিংয়ে ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে। ফের সমস্যার মুখে পড়তে হবে না তো? এই আশঙ্কায় এখন রেলকর্তারা।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বরঃআন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড ব্যারেল প্রতি ৮৫ ডলারের কাছাকাছি এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রতি ব্যারেল ৮১ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনো পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ছিল ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৯.৬২ টাকা প্রতি লিটার। একই সময়ে, মুম্বইতে পেট্রোল প্রতি লিটার ১০৬.৩১ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকা। একইভাবে, কলকাতায় পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে ১০৬.০৩ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটারে ৯২.৭৬ টাকায়। যেখানে চেন্নাইতে পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের দাম প্রতি লিটার ৯৪.২৪ টাকা।আন্তর্জাতিক বাজারে, ব্রেন্ট ক্রুড সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনের শুরুতে ০.২৭ ডলার বা ০.৩২ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৪.৯১ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টাররমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮০.৬৪ ডলারে লেনদেন করছে, যা ০.২২ ডলার বা ০.২৭ শতাংশ কমেছে।

ঈশ্বরের ভাষা...

সোমিন্দ্র কুমার(জ্যোতিষী, বাস্তুবীদ,ট্যারোট কার্ড রিডার, গুপ্ত সাধক)-ঈশ্বরের ভাষা সংস্কৃত নয়,নয় ইংরেজি,বাংলা,উর্দু।তার ভাষা শুধু yes।সবকিছুতে হ্যাঁ। ... ভালো তে হ্যাঁ, খারাপে ও হ্যাঁ। তিনি সিদ্ধান্ত ছেড়েছেন আমাদের হাতে brain আর heart দিয়ে। আমি ভালো নেবো না খারাপ নেবো।তিনি সব কিছুতে খুশি হন আমাদের পাইয়ে দেওয়ার মধ্যে । এ এক গভীর ষড়যন্ত্র ও রাজনীতি। এই রাজনীতির পিছনে থাকে কূটনীতি । এই কূটনীতির মালিক অদৃশ্য থেকে আমাদের কার্মিক ফল প্রাপ্ত করছেন। কারোর সর্বনাশ আবার কারোর পৌষ মাস আসল কথা হলো সৃষ্টি আর বিনাশের মধ্যে জৎগতের মঙ্গল সাধন করে চলেছেন তিনি। তিনি বলতে কে সেই আমি।আমিতেই সব। শব,সমাধি ,সৃষ্টি।আকারহীন ''আমিতে'' সকার হয়ে বাস করার অনুভূতিগুলো সব ঘুরে বেড়ায় যাযাবরের ন্যায়। " সুপ্রভাত .... একটু অনুভূতির প্রকাশের চেষ্টা মাত্র ।। সংগৃহীত- samiha basu(fb acount)

এমন একটি সরকার বেছে নিন যা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রচার করেঃঅনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর ঃ এমন একটি সরকার বেছে নিন যা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রচার করে বলে মঙ্গলবার মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। মঙ্গলবার তিসগড় ও মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর এক্স হ্যাণ্ডেলে পোস্ট করে এমন একটি সরকার বেছে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন যারা নাকি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রচার করবে।মঙ্গলবার এক্স-এ পোস্ট করে তিনি লেখেন, ছত্তিশগড় আজ গণতন্ত্র উদযাপন করছে। আমি ছত্তিশগড়ের প্রথম পর্বের সমস্ত ভোটারদের নিজেদের এবং তাদের সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, আমাদের রাজ্যকে দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারি থেকে মুক্ত করতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রচার করতে সমাজের প্রতিটি শ্রেণীকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ভোট দিতে অনুরোধ করছি। ভোট দিয়ে সরকার বেছে নিন।

যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ভোট দিতে পারলেন না মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী

ইম্ফল, ৭ নভেম্বর ঃ মিজোরামে বিধানসভা নির্বাচন শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ৪০টি কেন্দ্রে মোট ১২৭৬টি বুথে ভোট চলছে। ভোট উপলক্ষ্যে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে মিজোরামকে। রাজ্যের সীমানা সিল করে দেওয়া হয়েছে। নির্বিঘ্নে ভোট দিতে সকাল-সকাল বুথে যথেষ্ট ভিড়। যদিও এদিন যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ভোট দিতে পারলেন না মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা।মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী এদিন সকাল সকাল ভোট দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আইজলের বুথ থেকে বেরিয়ে তিনি জানান, তিনি ভোট দিতে পারেননি। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ভোট দেওয়া সম্ভব হয়নি। বুথ থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, সকালের কাজ সেরে পরে এসে ভোট দেবেন। ভোটকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে জোরামথাঙ্গা এ-ও জানিয়েছেন, তাঁর দল এমএনএফের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ের বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। বিজেপির সঙ্গে তাঁর দলের কোনও যোগ নেই বলেও তিনি জানিয়েছেন।মঙ্গলবার সকাল ৭টা থেকে মিজোরাম বিধানসভার ৪০টি আসনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সকাল ৯টা পর্যন্ত রাজ্যে ১৩.২৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। দুই ঘন্টার মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পড়েছে হানহাথিয়াল এবং লওয়াংতলাইতে ২০-২০ শতাংশ। মিজোরামের ৪০টি আসনের জন্য মোট ১৭৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনে ৮.৫৭ লক্ষেরও বেশি ভোটার প্রার্থীদের নির্বাচনী ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। মিজোরামে ১২৭৬ টি ভোটকেন্দ্রে সকাল ৭টা থেকে ভোট শুরু হয়েছে এবং বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলবে।

টাইম্‌ড আউট বিতর্ক!জোড়া ছবি দিয়ে প্রমাণ করলেন ' ছিলেন না'

দুরন্ত বার্তা,৭নভেম্বরঃ বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রথম বার এমন ঘটনা ঘটল,বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টাইম্‌ড আউট হয়েছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথেউজ।স্বাভাবিক ভাবেই এই ভাবে আউট হওয়া মেনে নিতে পারছেন না শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার। তিনি জানালেন যে, তাঁর কাছে প্রমাণ রয়েছে। ছবি দেখিয়ে প্রমাণ দিলেন যে, তিনি আউট ছিলেন না।সোমবার মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা। এই দুই দল মুখোমুখি হলেই ক্রিকেটের সঙ্গী হয় বিতর্ক। ক্রিকেটবিশ্ব নতুন ধরনের একটা আউট দেখল। মাঠে ব্যাটার দেরি করে নামার অভিযোগে আউট চাইল ফিল্ডিং দল। নিয়ম মেনে আউট দিলেন আম্পায়ারও।উল্লেখ্য, সোমবার শ্রীলঙ্কার সাদিরা সমরবিক্রম আউট হওয়ার পরে খেলতে নামেন ম্যাথেউজ। নির্ধারিত সময়েই মাঠে নেমেছিলেন। কিন্তু ব্যাট করতে যাওয়ার আগে হেলমেট পরার সময় ম্যাথেউজের হেলমেটের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে যায়। ফলে তিনি নিজের দলের ডাগআউটের দিকে ইঙ্গিত করে বিকল্প একটি হেলমেট আনতে বলেন। সেই হেলমেট আনতে যে সময় লাগে, তার মাঝেই আম্পায়ারের দ্বারস্থ হন শাকিব। দাবি করেন, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গিয়েছে। তা হলে কেন ম্যাথেউজকে আউট দেওয়া হবে না? আম্পায়ার আউট দিয়ে দেন।সোমবারের ঘটনা প্রসঙ্গে ম্যাথেউজ সমাজমাধ্যমে লেখেন, চতুর্থ আম্পায়ার ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে যে, আমার হেলমেটের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে যাওয়ার আগে ৫ সেকেন্ড ছিল। আমার মনে হয় সুরক্ষা সবার আগে। হেলমেট ছাড়া ব্যাট করা উচিত হত না।আম্পায়ারের দেওয়া আউটের সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না ম্যাথেউজ। তিনি সমাজমাধ্যমে দু'টি ছবি পোস্ট করে দেখান যে, সমরবিক্রম আউট হওয়ার পর থেকে তাঁর স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে যাওয়া পর্যন্ত ১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড সময় লেগেছিল। অর্থা ৫ সেকেন্ড সময় ছিল ম্যাথেউজের কাছে। কিন্তু স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে যাওয়ায় তিনি ব্যাট করতে পারছিলেন না। সেই ছবি পোস্ট করে ম্যাথেউজ লেখেন, ক্যাচ নেওয়া এবং আমার হেলমেটের স্ট্র্যাপ ছিঁা যাওয়ার মধ্যে কতটা সময় লেগেছিল তার প্রমাণ রইল।আইসিসি-র নিয়ম বলছে, একজন ব্যাটার আউট হওয়া বা অবসৃত হওয়ার ২ মিনিটের মধ্যে নতুন ব্যাটার অথবা নন-স্ট্রাইকারকে এসে বল খেলার জন্যে তৈরি থাকতে হয়, যদি না আগে থেকে নতুন ব্যাটার আম্পায়ারের কাছে ' আবেদন করে থাকেন। এই নিয়ম না মানা হলে, সংশ্লিষ্ট ব্যাটারকে ' আউট' দেওয়ার অধিকার রয়েছে আম্পায়ারের।

সোমবার ট্যাক্সি পরিষেবা বন্ধের জেরে ব্যাপক যাত্রী হয়রানি

দুরন্ত বার্তা,৭নভেম্বরঃ রাস্তায় যানশাসনের নামে ট্যাক্সিচালকদের নানা কারণে মামলায় জড়িয়ে হয়রান করার অভিযোগে সোমবার পথে নেমেছিলেন বাম শ্রমিক সংগঠন এআইটিইউসি-র ট্যাক্সিচালকেরা। তাঁদের ১২ ঘণ্টা পরিষেবা বন্ধ রাখার ডাকে এ দিন শিয়ালদহ, হাওড়া, কলকাতা স্টেশন ছাড়াও মধ্য এবং উত্তর কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় পরিষেবা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। সকাল ১০টার পর থেকেই গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন ছাড়াও উত্তর এবং মধ্য কলকাতার বিভিন্ন বাজার এলাকায় হলুদ ট্যাক্সি পেতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়তে হয় যাত্রীদের। গিরিশ পার্ক, গণেশ টকিজ, বড়বাজার, পার্ক সার্কাস, গড়িয়াহাটের একাংশ, শিয়ালদহ স্টেশন চত্বর-সহ একাধিক এলাকায় হলুদ ট্যাক্সি পেতে গিয়ে নাজেহাল হতে হয়েছে যাত্রীদের। বহু জায়গাতেই প্রয়োজনের তুলনায় কম সংখ্যক ট্যাক্সি চোখে পড়েছে। দিন বেলা ১২টার কিছু আগে থেকে ট্যাক্সিচালকেরা লেনিন সরণি সংলগ্ন রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জড়ো হতে শুরু করেন। দুপুর ১টা নাগাদ ওই রাস্তা থেকে ট্যাক্সিচালকদের মিছিল শুরু হয়। মিছিলের জেরে সাময়িক ভাবে নির্মলচন্দ্র স্ট্রিট এবং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের একাংশে যানজট দেখা দেয়। কয়েক হাজার ট্যাক্সিচালক লালবাজারের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁদের ফিয়ার্স লেনের কাছে ব্যারিকেড করে আটকে দেয়। ট্যাক্সিচালকেরা তখন রাস্তায় বসে পড়েন। এই ঘটনায় বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট সাময়িক ভাবে অবরুদ্ধ হয়। পরে সংগঠনের পক্ষ থেকে যানশাসনের নামে ' নির্যাতন' বন্ধের দাবিতে ছ'দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ট্যাক্সিচালকদের যথেচ্ছ মামলায় জড়ানোর বিরোধিতা ছাড়াও উপযুক্ত পার্কিংয়ের ব্যবস্থার দাবি এবং দূষণ পরীক্ষার নামে গাড়ির ইঞ্জিনের ক্ষতি করার অভিযোগ জানানো হয়। পুলিশ সব দাবি খতিয়ে দেখছে বলে খবর।

শব্দবাজির ' তান্ডব'!মৃত ঘোড়া, আহত পুলিশকর্মী

দুরন্ত বার্তা,৭নভেম্বরঃ গত রবিবার কলকাতায় বিশ্বকাপের ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচে বিপক্ষের শেষ উইকেট পড়ার পরেই শুরু হয়েছিল মাঠের বাইরে শব্দবাজির ' যার জেরে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল ঘোড়সওয়ার পুলিশের একটি ঘোড়ার। দুর্ঘটনায় আহত হয়ে দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই ঘোড়সওয়ার পুলিশকর্মীও। তাঁদের মধ্যে এক জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। জখম দু'জন দর্শকও।সূত্রের খবর, ম্যাচ শেষ হতেই ক্লাব হাউসের উল্টো দিকে পলাশি গেট রোডে ফাটানো হয় দেদার শব্দবাজি। কিছু ক্ষণ ধরে নাগাড়ে প্রবল শব্দে ফাটতে থাকে সেই সব বাজি। যার জেরে পুলিশের ঘোড়াগুলি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। মৃত ঘোড়াটির দেহের ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, আতঙ্কে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয় বছর পাঁচেকের ' অব রিজন্স'। খেলা চলাকালীন ইডেনের বাইরে ঘোড়াগুলির কাছাকাছি ছিলেন কলকাতা পুলিশের পশু চিকিৎসক সুরজি বসু। তিনি ওই রাতে মৃত ঘোড়াটির দেহের ময়না তদন্তও করেন। সুরজিতের কথায়, ' গেট রোডে ছ'জন ঘোড়সওয়ার পুলিশ ছিলেন। খেলা শেষ হতেই তীব্র আওয়াজ ও আলোর ঝলকানিতে ঘোড়াগুলি ভয় পেয়ে ছোটাছুটি শুরু করে।'' তিনি জানান, দর্শক ও পুলিশকর্মীদের আঘাত করে তিনটি ঘোড়া একাধিক গাড়ি ও মোটরবাইকের উপরে উঠে পড়ে। তিনি বলেন, ' থেকে বেশি আহত ঘোড়াটিকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেছিলাম। রাত ১০টা ৪০ মিনিটে সেটির মৃত্যু হয়।'' পুলিশ জানিয়েছে, আরও তিনটি ঘোড়া আহত হয়। একটি ঘোড়ার পেটে সেলাই হয়েছে। তিনটি ঘোড়ার চিকিৎসা চলছে। ঘোড়াগুলির আঘাতে পুলিশকর্মী, দর্শকেরাও জখম হন।এই ঘটনায় পুলিশের অনুমতি ছাড়াই ইডেনের বাইরে সিএবি কর্তৃপক্ষ দেদার শব্দবাজি ফাটিয়েছেন বলে অভিযোগ। যদিও সিএবি-র পাশাপাশি পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সরব হয়েছেন পশুপ্রেমী ও পরিবেশকর্মীরা। তাঁদের সাফ কথা, ' বাইরে বেআইনি ভাবে শব্দবাজি ফাটানোয় সিএবি দোষী হলে পুলিশ দ্বিগুণ দোষী। চোখের সামনে শব্দবাজি ফাটলেও পুলিশ কেন তা বন্ধ করল না?''পুলিশের একাংশের বক্তব্য, ঘোড়সওয়ার বাহিনী ইডেনের বাইরে পার্কিং লটে ডিউটি করছিল। সেখানে যে বাজি ফাটানো হবে, তা তারা জানত না। ফলে, ওই এলাকায় বাজি মজুত হয়েছে কি না, তা-ও জানা ছিল না। দুর্ঘটনার পরে সরব হয়েছে একাধিক পশুপ্রেমী সংগঠন। তারা প্রশ্ন তুলেছে, শব্দবাজির তাণ্ডবের এই ঘটনার পরে পুলিশ কেন এখনও সিএবি-র বিরুদ্ধে মামলা রুজু করল না? পশুপ্রেমী দেবশ্রী রায় বলেন, ' আনন্দের জন্য সিএবি যে কাণ্ডটা ঘটাল, তাতে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপ করার কথা। পুলিশ থাকলেও তারা কেন বাজি ফাটানো বন্ধ করল না?''সিএবি-র প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ তথা কলকাতা পুরসভার পুরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে অবশ্য অভিযোগ করছেন, ' সিএবিতে থাকাকালীন ইডেনের খেলায় শব্দহীন বাজি ফাটানো হয়েছিল। রবিবার রাতে সমস্ত নিয়মই লঙ্ঘন হয়েছে।''

কেদার দর্শনার্থীদের হাতে চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন রাহুল

দুরন্ত বার্তা,৭নভেম্বরঃ এ বার জনসংযোগকে জোড়ালো করতে চায়ে পে চর্চার সাহায্য নিলেন রাহুল গান্ধী। ব্যক্তিগত সফরে উত্তরাখণ্ডের শৈবতীর্থ কেদারনাথে গিয়েছেন ওয়েনাড়ের সাংসদ। সেখানে সোমবার সকালে তাঁকে দর্শনার্থীদের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিতে দেখা গেল। এই নিয়ে অবশ্য রাহুলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। বিজেপিকে পাল্টা আক্রমণ করেছে কংগ্রেসও।হেলিকপ্টাকে চেপে সোমবার ভোরে কেদারনাথে পৌঁছন রাহুল। তাঁকে স্বাগত জানান মন্দিদরের পুরোহিত, সেবায়েত এবং উত্তরাখণ্ড কংগ্রেসের কর্মীরা। রাহুলের মাথায় ছিল নীল রঙের টুপি, গায়ে জ্যাকেট। হঠাই একটি চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে পড়ে অন্য দর্শনার্থীদের চা দিতে থাকেন রাহুল। তিনি নিজে হাতে সকলকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিচ্ছেন শুনে দোকানের সামনে ভিড় জমে যায়।কংগ্রেস সূত্রের খবর, রাহুলের এই উত্তরাখণ্ড সফর তাঁর ভারত জোড়ো যাত্রা কর্মসূচির বর্ধিত অংশ। এর আগে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে গিয়ে সেখানকার ' কাজে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। সোমবার সকালে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে কেদার-যাত্রার কয়েকটি ছবি পোস্ট করে রাহুল লেখেন, কেদারনাথ যাত্রার সময়ে দর্শনার্থীদের চা দিলাম। রাহুল আরও লেখেন যে, আজ আমি উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ ধামে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি পুজো দিয়েছি। হর হর মহাদেব।পাঁচ রাজ্যে ভোটের আগে রাহুলের এই কেদার-সফর নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক থেমে থাকেনি।বিজেপির অভিযোগ, ভোটের স্বার্থেই রাহুলের এই কেদার-দর্শন। বিজেপিকে পাল্টা আক্রমণ করে কংগ্রেসের তরফে বলা হয়, প্রকৃত সদ্বুদ্ধি বিজেপিরই প্রয়োজন। বিজেপি মনে করে, ওরা বাদে সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত। আসলে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা বিজেপিতে গিয়ে আশ্রয় পেয়ে থাকেন।

রশ্মিকার বিকৃত ভিডিও ভাইরাল!আইনি ব্যবস্থার দাবি অমিতাভের

দুরন্ত বার্তা,৭নভেম্বরঃ অভিনেত্রী রশ্মিকা মঃদনার একটি ভিডিয়ো নিয়ে তোলপা। সোশালমিডিয়া থেকে বলিউড। ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, একটি কালো পোশাক পরে লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে আসছেন অভিনেত্রী। তাঁর পরনের সেই পোশাক সাহসী তো বটেই, তবে বেশ কুরুচিকর। পোশাকের ডিপ নেকলাইনের কারণে স্পষ্ট রশ্মিকার বক্ষবিভাজিকা। দৈর্ঘ্যের নিরিখে অভিনেত্রীর উরু পেরোয়নি সেই পোশাক। সাধারাণত এমন পোশাকে কখনও দেখা যায় না অভিনেত্রীকে। সেই ভাবনা থেকেই প্রথমে সন্দেহ জাগে অভিনেত্রীর অনুরাগীদের মনে। জানতে পারা যায়, এই ভিডিয়োর মহিলা আদপে রশ্মিকা নন। অন্য এক মহিলার ভিডিয়োয় কারসাজি করে অভিনেত্রীর মুখ বসানো হয়েছে। এই তথ্য জানার পরেই অপরাধীর বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির দাবি জানাতে শুরু করেন রশ্মিকার অনুরাগীরা।সেই একই দাবিতে সরব হয়েছেন অমিতাভ বচ্চন ও। অপরাধীর বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপের পক্ষে সওয়াল করলেন বিগ বিড় মাজমাধ্যমের রশ্মিকার ওই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ার কিছু ক্ষণের মধ্যে জানতে পারা যায়, ওই ভিডিয়ো আসলে কৃত্রিম মেধা তথা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)-এর কারসাজি। এআইয়ের সাহায্যেই জারা প্যাটেল নামক এক মহিলার ভিডিয়োয় রশ্মিকার মুখ বসানো হয়েছে। অর্থা ভিডিয়ো মুখ রশ্মিকার হলেও তাঁর পরনের পোশাক আদপে তাঁর নয়। গোটা ঘটনাটি আসল ভিডিয়ো সমেত সমাজমাধ্যমের পাতায় পোস্ট করা হলে তা রিপোস্ট করে বিগ বি আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। সমাজমাধ্যমের পাতায় বিগ বি লেখেন, ' বিষয়টা খুবই গুরুতর, এবং এ নিয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।'উল্লেখ্য, ২০২২ সালে রশ্মিকার বলিউডে আত্মপ্রকাশ অমিতাভের হাত ধরেই। ' ছবিতে বিগ বির মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রশ্মিকা।

খলিস্তানপন্থীদের লক্ষ্য ১৯ নভেম্বর, অপচেষ্টা রুখতে তৎপর ভারত সরকার

মুম্বাই, ৭ নভেম্বরঃআগামী ১৯ নভেম্বর বিশ্বকাপ ফাইনাল আয়োজিত হবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে।কিন্তু ওইদিন ফাইনাল নিয়ে আচমকাই দেখা গিয়েছে জটিলতা। কানাডা থেকে খলিস্থানপন্থী আতঙ্কবাদী নেতা গুরপাটবন্ত সিং পান্নুন ওইদিন নাশকতার হুমকি দিয়েছেন। গঠনটির নাম পান্নুন শিখস ফর জাস্টিস। খলিস্তানপন্থী এই সংগঠনকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে নিষিদ্ধও করা হয়েছে। এর একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে অন্তর্জালের দুনিয়ায়। সেখানে পান্নুন বলেছেন, শিখদের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি ওইদিন এয়ার ইন্ডিয়া ব্যবহার না করতে। ১৯ নভেম্বর থেকে বিশ্বব্যাপী নিষেধাজ্ঞা জারি হবে। এয়ার ইন্ডিয়া পরিষেবা দিতে পারবে না। ১৯ নভেম্বরের পর এয়ার ইন্ডিয়ায় যাতায়াত করলে জীবনের ঝুঁকি থাকতে পারে।গুরপাটওয়ান্ত সিং পান্নুনের হুমকি কেবল মাত্র এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান পরিষেবার জন্য নয়, নাশকতার হুমকি দেওয়া হয়েছে রাজধানী দিল্লীর ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও।

জেলাস্তর হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর আয়োজন

মালদা,৭নভেম্বরঃজেলাস্তর হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর আয়োজন। মঙ্গলবার দুপুরে মালদা শহরের অতুল মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় জেলা শিল্প কেন্দ্রের সভাকক্ষে হস্তশিল্পের প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জলন করে তিন দিনব্যাপী জেলাস্তর হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক দেবাহুতি ইন্দ্র, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, মালদা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রেজিনা মুর্মু, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হস্তশিল্পী বিপদ ভঞ্জন সাহা, শিল্পী মঞ্জু শর্মা সহ অন্যান্য আধিকারিক ও শিল্পীরা।জানা গিয়েছে, শতাধিক শিল্পী হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। শিল্পীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার। কাঠ,শোলা, কাপড়, বাঁশ,সুতো,মার্বেল ডাস্ট সহ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী দিয়ে হস্তশিল্প তৈরি করে প্রদর্শনীতে অংশ নেন জেলার শতাধিক শিল্পীরা। শিল্পীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা আয়োজন করার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান অনুষ্ঠানে আগত

কেন্দ্রীয় সরকারের সারের উপর ভর্তুকি তুলে নেওয়ার দাবিতে গঙ্গারামপুরে ঠেঙ্গাপাড়াতে পথ অবরোধ সিপিআইএমের

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুরঃসারাভারত কৃষকসভা ও সারাভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের উদ্যোগে সারের কালোবাজারি বন্ধ করা, সারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ভর্তুকি তুলে নেওয়ার বিরুদ্ধে ১০০দিনের কাজ চালু করতে হবে, সরকারি মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ফসল কিনতে হবে ও ক্ষেতমজুর দের বিভিন্ন দাবি নিয়ে মঙ্গলবার সকালে ঠ্যাঙ্গাপাড়া বাজারে পথ অবরোধ হলো।উপস্থিত ছিলেন কৃষকসভার পক্ষ থেকে গঙ্গারামপুর থানা কমিটির সম্পাদক কমরেড মনীন্দ্র নাথ সরকার, কমরেড বাবুল চন্দ্র রায়, বাবলু রায়, মিলন ভৌমিক,ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের জেলা সভাপতি সুবীর কুমার দাস, এবং তাদের এই আন্দোলনকে সংহতি জানিয়ে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা অচিন্ত্য চক্রবর্তী, কমরেড পার্থ সরকার, অধ্যাপক সমিতি ও শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদ ই আমন, কমরেড সুশান্ত বিশ্বাস, যুবদের পক্ষ থেকে রতন সন্যাসী সহ আরও অনেকেই। মূলত গঙ্গারামপুরে ঠেঙ্গাপাড়াতে এই পথ অবরোধের জেরে মালদা বালুরঘাট ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পরে এবং যার ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য সিপিএমের তরফে পথ অবরোধ তুলে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অনুপম

দুরন্ত বার্তা,৭নভেম্বরঃ পূর্ব বর্ধমানের কালনার বাঘনাপাড়ায় এক বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে এসে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অনুপম।তিনি বলেন-এখন বঙ্গ বিজেপিতে পদ মানেই গোলাম হয়ে যাওয়া। অনুপম পদাধিকারী কয়েকজন নেতাকে নিশানা করেন। বছরের পর বছর অবহেলা করার কারণে বিজেপি কর্মীরা আরও হিংস্র হয়ে উঠছে, বলেও দাবি করেন। কারণ হিসাবে পদাধিকারীদের কাঠগড়ায় তোলেন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুপম বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের তীব্র নিন্দা করেন। বলেন, এখন যা বঙ্গ বিজেপির অবস্থা, পদ মানেই হচ্ছে আপনি তাদের গোলাম হয়ে গেলেন। পান থেকে চুন খসলেই আপনি শোকজ, নাহলে সাসপেন্ড, নাহলে পদ চলে যাবে। এরপরেই তিনি প্রশ্ন তোলেন, ' সবাই কি চাকর হতে ভালোবাসে নাকি?'এদিন ঘরের শত্রু বিভীষণদের ঝাটা মেরে বের করে দেওয়ার নিদান দেন অনুপম। বলেন, লোকসভা ভোটের মুখে আমাদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ। আমাদের মধ্যে যেন কোনও চোর না থাকে। ঘরশত্রু বিভীষণদের ঝাঁটা মেরে বের করতে হবে। নাহলে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি পশ্চিমবঙ্গে যে ৩৫ টি আসন দখলের কথা বলেছেন তা স্বপ্নই থেকে যাবে।তার আরো সংযোজন আপনারা চোখ-কান খোলা রাখলে দেখবেন বেশ কিছু নেতা আছে। আমাদের বোলপুরেও আছে। দিনে বিজেপি, রাতে তৃণমূল নেতার বা।তে মাংস-ভাত খাচ্ছেন। আরও কিছু খাচ্ছেন। এসব দোঁ-আঁশলাগিরি বন্ধ হওয়া দরকার।এর পরেই অনুপম বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিয়ে জানান, যেসব পার্টি কর্মীর ক্ষোভ, বিক্ষোভ রয়েছে তাঁদের নিয়ে বসা ও কথা বলা উচিত। যদিও এদিনের বিজয়া সম্মিলনীতে কাটোয়া সাংগঠনিক জেলা বিজেপি নেতৃত্বকে দেখা যায়নি। বিজেপি জেলা সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, আজ দলের কোনও কর্মসূচি ছিল বলে আমার জানা নেই। উনি জাতীয়স্তরের নেতা। ওনার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে করতে পারেন। উনি দলের বিরুদ্ধে কিছু বললে সেটা ওঁর ব্যক্তিগত

নাট্য দলের বিজয়া সম্মেলন

আশিস কুমার ঘোষ,হাবড়াঃশ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠীর উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবারও নাট্যকর্মীদের বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল উত্তর হাবড়া সেবা সংঘের বিবেকানন্দ ভবনে। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব সুতপেস চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন নাট্যকার, নির্দেশক দিলীপ ঘোষ। অভিনেতা সুজয় রাহা, মাধুরী ঘোষ, বিউটি সরদার,শ্রাবনী সরদার সঙ্গীত,নৃত্য, আবৃত্তি ও আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত করে তোলেন। সবশেষে মিষ্টিমুখের আয়োজন ছিল।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৮নভেম্বর ঃবুধবার, ২১কার্তিক মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৮নভেম্বরঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২১কার্তিক মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২০কার্তিক মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২১কার্তিক মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২১.০৬ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৯শতকরা এবং ৫১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার স্বাস্হ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন। আপনি আজ অজানা উৎস থেকে অর্থ অর্জন
বৃষভ রাশিঃআপনাদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা সাম্প্রতিককালে সময়ের বেশি খাটছেন এবং তাও আবার আপনার শক্তি হারিয়ে- আজকের
মিথুন রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেএ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি আজকে ভাল অর্থ উপার্জন করবেন- কিন্তু খরচ বৃদ্ধির ফলে আপনার সঞ্চয় করা কঠিন হবে।
কর্কট রাশিঃসংসারে শান্তি। বাড়িতে অতিথি আসতেপারে।
সিংহ রাশিঃআজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন।
কন্যারাশিঃআপনি সাধারণত যেরকম দেখেন তার থেকে কম শক্তি নিজের মধ্যে দেখতে পাবেন- অতিরিক্ত কাজে যাবে।
তুলা রাশিঃআপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। কোন নতুন অর্থনৈতিক
বৃশ্চিক রাশিঃঅন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্হ্যের বিকাশ ঘটতে পারে।
ধনু রাশিঃ হৃদরোগীদের জন্য কফি ছাড়ার পক্ষে এটি সঠিক সময়। পরবর্তী যে কোন ব্যবহার আপনার হার্টে অহেতুক (অপ্রয়োজনীয়) চাপ সৃষ্টি করবে।
মকর রাশিঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। আপনার বাসস্থান সংক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক হবে না।
কুম্ভ রাশিঃআজকের দিনে বিশ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনি রক্ষণশীল বিনিয়োগে বিনিয়োগ করে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। সংসারে শান্তি।
মীন রাশিঃআজকের দিনটি একটি বিশেষ দিন যেহেতু ভালো স্বাস্হ্য আপনাকে লক্ষ্যণীয় কিছু করতে সক্ষম করবে। দিনের পরেরভাগে টাকাপয়সার অবস্থার উন্নতি হবে। জিভকে সংযত করতে হবে যাতে বয়স্ক গুরুজনেদের অভিমানে আঘাত না লাগে। বাজে কথায় সময় নষ্ট

হাওড়ায় গাড়ি উল্টে মৃত ৩, জখম অন্তত ৮

শ্রেয়া অদক, হাওড়া, ৭ নভেম্বর ঃ ফের ভয়াবহ দুর্ঘটনা জাতীয় সড়কে। সবজির গাড়ি উল্টে মৃত ৩, আহত ৮। দুর্ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার সকালে হাওড়ার ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের সলপ এলাকায়। ঘটনার জেরে যানজট ছড়িয়ে পড়ে জাতীয় সড়কে। জানা গেছে, পান ও সুপুরি নিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের মেচেদা থেকে শ্যামবাজারের দিকে আসছিল পণ্যবাহী গাড়িটি। সলপ এলাকায় গাড়ির চাকা ফেটে বিপত্তি ঘটে। গাড়িটি উল্টে যায়। ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। পুলিশ ও স্থানীয়দের সাহায্যে আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। জানা গেছে, হাসপাতালে ১০ জন আহতকে আনা হয়। সেখানে আরও ২ জনের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ওই ঘটনা প্রসঙ্গে আমতার পেড়োর বাসিন্দা সাগর ঘাটা জানান, ঘটনাটি ঘটেছে সকাল প্রায় ৬টা নাগাদ। গাড়িটা আলমপুর থেকে আসার সময় পিছনের চাকা ফেটে যায়। এরপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাঁদিকে পাল্টি খেয়ে পড়ে। এই ঘটনায় এক বয়স্ক ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহতদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা গুরুতর। গাড়িটা দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল।

মৃতদেহ দাহ করতে এসে শবযাত্রীদের বিক্ষোভ হাসনাবাদে

সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ ,৭ নভেম্বর ঃ মৃতদেহ দাহ করতে এসে পাকা শ্মশান ঘাটের দাবিতে বিক্ষোভ শবযাত্রীদের। উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ ব্লকের বরুনহাটি রামেশ্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বরুনহাটি লস্করপাড়া শ্মশান ঘাটের ঘটনা। স্থানীয়রা জানান, এই পঞ্চায়েতের মধ্য বরুনহাটি এলাকায় পাঁচটি বুথের বাসিন্দাদের ব্যবহারের একটিই মাত্র শ্মশান ঘাট। সেই শ্মশান ঘাটটি দীর্ঘদিন সংস্কার করা হয়না বলে অভিযোগ। নেই কোনো বসার জায়গা,জলের ব্যাবস্থা এমনকি সংস্কারের অভাবে ইছামতীর চরে মৃতদেহ দাহ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাদের। বেশ কয়েক বছর আগে শ্মশান যাত্রীদের জন্য একটি ঘর তৈরি করা হলেও সেটিও ব্যবহারের অনুপোযোগী হওয়ায় আগাছায় ঢেকে গেছে। মঙ্গলবার দুপুরে মৃতদেহ সৎকার করতে এসে এই সব বিষয় নিয়ে বিক্ষোভ দেখান শবযাত্রীরা। শবযাত্রী দের মধ্যে, বরুণহাটের বাসিন্দা কালিদাস হালদার বলেন, রোদ -ঝড় -জলে দাঁড়ানোর জন্য কোনো আচ্ছাদনও নেই, এই বিষয়ে প্রশাসন সম্পূর্ন রূপে উদাসিন। তনুপ কুমার লস্কর বলেন, সব নেতারাই এসে প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু কোনো দিনই এই সমস্যার সমাধান

হয়না। সুষ্ঠু ভাবে দাহকার্য সম্পন্ন করতে পাকা শ্মশান ও আশ্রয় স্থল সহ পানীয় জলের ব্যাবস্থার আবেদন জানান তিনি। বিশ্বজিৎ দাশ,মিনা হালদার রাও একই দাবি করেন। এ বিষয়ে বরুনহাটি রামেশ্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবুল কালাম বলেন- পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য কিছুদিন কাজ বন্ধ ছিলো। নতুন বোর্ড পঞ্চায়েতের দায়িত্ব পেয়েছে। ইতিমধ্যেই এই কাজের টেন্ডার হয়ে গেছে। খুব শীঘ্র টেন্ডার ওপেন হবে। যারা কাজের বরাৎ পাবে তাদের মাধ্যমে নভেম্বর মাসের মধ্যে কাজ শুরু হবে বলেও জানান তিনি। তিনি আরও জানান যে শ্মশান ঘাট নিয়ে বিক্ষোভ সেটি ছাড়াও পাশ্ববর্তী আরো একটি শ্মশান ঘাটের সংস্কারের কাজও একই সঙ্গে শুরু হবে ও খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে।

স্বরূপনগরে তরণীপুর-বেড়ে গোপালপুরে কাঠের সেতুর ভগ্নদশা, স্থায়ী সেতুর দাবি

সৌরভ দাশ,বসিরহাট , ৭ নভেম্বর ঃ জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে কাঠের সেতু। সেতুর উপর দিয়ে বাইক, সাইকেল ছাা তেমন কোনো যানবাহন চলতে পারে না। অগত্যা হেঁটে যাতায়াত করতে হয় অনেক কে। বেশ কিছু জায়গায় নেই রেলিং ও ফলত একপ্রকার ঝুঁকির যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে।উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের তরণীপুর ও বেড়ে গোপালপুরের মধ্যে সংযোগকারী, ইছামতী নদীর উপর এই সেতু। স্বরূপনগর সহ সন্নিহিত এলাকার কয়েক লক্ষ মানুষের ভরসা এই সেতু। স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি এখানে স্থায়ী কংক্রিটের সেতু তৈরি করা হোক। এলাকার কেউ অসুস্থ মানুষকে বনগাঁ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম এই সেতু।স্থানীয় বেশ কয়েকটি বাজারের জিনিসপত্র ও আসে এই সেতুর ওপর দিয়েই। কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের মাধ্যম ও এই সেতু। অতিপ্রয়োজনীয় হলেও বর্তমানে ভগ্ন প্রায় দশা সেতুটির। চারচাকা গাড়ি সহ কোন ভারি গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায়,অগত্যা প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার ঘুরে অ্যাম্বুলেন্স থেকে শুরু করে সাধারন চার চাকার গাড়িকে যেতে হয় গন্তব্যে। স্থানীয়রা জানান, এখানে বাম আমলে এই কাঠের সেতুটি তৈরি হয়। কিন্তু মানুষের বহু বছরের চাহিদা এখানে একটি পাকা সেতু তৈরি হোক। যার ওপর দিয়ে সব রকম যানবাহন ,অ্যাম্বুলেন্স , ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি সহ সব যানবাহন চলাচল করতে পারে। প্রসঙ্গত ২০১১ সালে এখানে পাকা সেতুর জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়। এবং সেই সময়কার বাম আমলের মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী পাকা সেতু তৈরীর জন্য শিলান্যাসও করেন। কিন্তু সেই পাকা সেতু তৈরি হয় নি। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী জানিয়েছেন -রাজ্য সরকার এই ব্রিজের জন্য তেইশ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

অবিলম্বে এই ব্রিজের কাজ শুরু হবে । তিনি বলেন কেন্দ্রের ভারতমালা র রাস্তা তৈরির কথা ছিলো সে জন্য রাজ্য সরকার কাজটি শুরু করতে পারেনি। চার মাসে আগে তারা চিঠি দিয়ে জানায় ভারতমালার কাজ করবেনা।তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ব্রীজের কাজের জন্য অর্থ অনুমোদন করেছেন।কালীপুজোর পর ই এই ব্রীজের কাজ শুরু করা হবে। তবে যতদিন কংক্রীটের ব্রিজের কাজ শেষ না হয় ততদিনের জন্য কাঠের ব্রীজ টি কে আরো বেশী মজবুত করার চেষ্টা করা হবে বলে আশ্বাস দেন নারায়ণ গোস্বামী।

কলকাতা হাইকোর্টে নিযুক্ত সরকারি আইনজীবিকে বদলি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ নভেম্বর ঃ রাজ্য সরকার কলকাতা হাইকোর্টে নিযুক্ত সরকারি আইনজীবিকে বদলি করেছে। শ্বাশত গোপাল মুখোপাধ্যায়কে পরিবর্তন করে দেবাশিষ রায়কে নতুন এই পদে আনা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গতকাল সন্ধ্যায় নবান্নে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, গোয়েন্দা বিভাগের এডিজি সিআইডি রাজশেখরন সহ আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক ও প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টে পরপর কয়েকটি মামলায় রাজ্য সরকার যেভাবে ধাক্কা খেয়েছে তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করেন বলে সূত্রের খবর। সেখানে তিনি বর্তমান এ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্র নাথ মুখার্জির ভূমিকা নিয়েও কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এরপরে রাজ্যের তরফে প্রাক্তন এ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত র সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

ক্যানিং স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ পড়ে মৃতদেহ, ক্ষোভ প্রকাশ যাত্রীদের

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ৭ নভেম্বর ঃ সোমবার গভীর রাত থেকেই অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং স্টেশানে। দীর্ঘ আট ঘন্টার বেশি সময় ধরে জনবহুল এই স্টেশানে মৃতদেহটি পড়ে রইলেও কোন হেলদোল ছিল না রেল পুলিশের। স্থানীয় হকারদের দাবি রাত্রি প্রায় দুটোয় তাঁরা স্টেশনে এসে দেখেন মৃতদেহটি পড়ে রয়েছে, তখন থেকেই রেল পুলিশকে খবর দেওয়া হলেও সেই দেহ উদ্ধারের কোন প্রচেষ্টাই করা হয়নি। রেল পুলিশ বা স্টেশান কতৃপক্ষের এই উদাসীন মনোভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নিত্যযাত্রীরা। অবশেষে মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ মৃতদেহ উদ্ধার করে ক্যানিং থানার পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে বুধবার। ওই ব্যক্তির নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

অভিষেকের জন্মদিনে হাসপাতালে শিশুদের ফল বিতরণ হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ নভেম্বর ঃ অভিষেকের জন্মদিনে হাসপাতালে শিশুদের ফল বিতরণ হাওড়ায়। তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন সাড়ম্বরে পালিত হলো হাওড়াতেও। সোমবার হাওড়া ময়দানের চিলড্রেনস হাসপাতালে অভিষেকের জন্মদিন উপলক্ষে শিশুদের হাতে ফল বিতরণ করা হয়। ডাঃ সুজয় চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে এবং চিকিৎসক ডাঃ নিশীথ রঞ্জন চৌধুরী এবং তৃণমূল নেতা সুরজি সাহার উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। সেই জন্য এই দিনে সকলে মিলে একসাথে বাচ্ছাদের ফল, পানীয় জল দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়। হাসপাতালে মানুষের সেবা করা হয়। এদিন হাসপাতাল সেবার মাধ্যমেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করা হলো।

রাজ্য জুড়ে ঠান্ডা আমেজ, কমছে রাতের তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি বেশি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, কলকাতার তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রিতে নামতে পারে। আকাশ সাধারণত পরিষ্কার থাকার কথা। মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় বৃষ্টি হবে না, এমনটাই পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের । পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেরও কোন জেলায় বৃষ্টি হবে না। সোমবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা কিনা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি। গত কাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।পশ্চিমাঞ্চলে পারদ এখনই ২০-র নিচে। আবহবিদরা বলছেন, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শুকনো হাওয়া আসছে, তাই রাজ্য জুড়ে ঠান্ডা আমেজ থাকবে। নিম্নচাপ, ঘূর্ণাবর্তের জেরে মাঝের কয়েকদিন আবহাওয়ায় আমুল বদল এসেছিল। কার্তিকের একেবারে শুরু থেকেই প্রকৃতি হেমন্তের জানান দিলেও মাঝে বেশ কিছুটা পারদ চড়েছিল। স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বেড়েছিল তাপমাত্রা। রোদের তাপে যথেষ্টই কষ্ট হচ্ছিল।

সিঙ্গুরে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলনী পালন ও মন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলন

বনস্পতি দে, সিঙ্গুর, ৭ নভেম্বর ঃ সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের

বিজয়া সম্মিলনী ও প্রবীণ কর্মীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান এবং দলীয় নির্দেশে ১০০ দিনের বকেয়া টাকা ও আবাস যোজনার টাকা দ্রুত দেবার দাবীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না সহ নেতৃত্ববন্দ। এদিন সন্ধ্যেবেলা ১০০ জন প্রবীণ সদস্যকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই প্রসঙ্গে সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠান হচ্ছে আমরা ১০০ জন প্রবীণ মানুষকে সম্বর্ধনা জানালাম এছাড়া সাংবাদিক সম্মেলনও করছি কেন্দ্রীয় সরকার অনেকবার বলা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের টাকা দিচ্ছে না ১০০ দিনের কাজের টাকা আবাস যোজনার টাকা এছাড়া আরো অনেক প্রকল্পের টাকা তারা কিছুতেই দিচ্ছে না। ২০২১ থেকে ২০২৩ বকেয়া টাকা অনেকবার বলা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার কিছুতেই টাকা দিচ্ছে না যার ফলে অনেক কাজ বন্ধ হয়ে আছে এবং রাজ্য সরকার অনেক কষ্ট করে প্রকল্পের টাকা মিটিয়ে দিচ্ছে সাধারণ মানুষকে এবং প্রকল্প করছে অনেক কষ্ট করে। আগামী সাধারণ নির্বাচনে সাধারণ মানুষ যাতে এই কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনরায় না নিয়ে আসে সে কথাই আমরা বলব সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবে। মোদি সরকারকে তর কখনই আবার দিল্লির মসনদে বসতে দেবেন না।

হাওড়ার বাঁকড়ায় অনলাইন গারমেন্টস ফ্যাক্টরিতে আগুন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা যাত্রীবাহী বাসেও

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ নভেম্বর ঃ দীপাবলির আগে হাওড়ার বাঁকা।র একটি অনলাইন গারমেন্টস ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন। সোমবার গভীর রাতে আগুন লাগে বাঁকড়া

নয়াবাজ এলাকার ওই অনলাইন কারখানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রওনা হয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। তবে রাস্তা সরু হওয়ার ফলে দমকলের এসে পৌঁছাতে সমস্যা হয়। এলাকার মানুষ সহযোগিতায় ছুটে আসেন। প্রায় দু'ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনের তীব্রতায় পুরো কারখানা কার্যত ভস্মীভূত হয়ে যায়। মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে। আগুনে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা শেখ মহম্মদ জানান, ২টো নাগাদ আমার দিদির বাড়ি থেকে আওয়াজ শুনে উঠে পড়ি। দেখি দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। প্রতিবেশীরা আগুন নেভানোর কাজে সহযোগিতা করে। শ্যালো পাইপ ফিট করে ছাদ থেকে জল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এরা রেডিমেড গারমেন্টের অনলাইন ব্যবসা করত। কি করে আগুন লেগেছে তা জানা নেই। অনুমান শট সার্কিটের কারণে আগুন লেগেছে। অনুমান প্রায় ১০ লক্ষ টাকার জিনিসপত্রের ক্ষতি হয়েছে। ঘটনার আরেক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, আনুমানিক রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ আগুন লাগে। খবর পাওয়ার পর দমকল এলেও তারা রাস্তা পায়নি। কারণ এই এলাকায় দমকলের ইঞ্জিন ঢুকতে সমস্যায় পড়ে। পরে বড় পাইপ এনে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে তারা। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে গ্রামবাসীরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আগুনের সঙ্গে লড়াই করেছে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ৭ নভেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা, ১০০ দিনের বকেয়া টাকা আদায় সহ একাধিক বিষয়কে সামনে রেখে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল। এদিন কুলতলির কুন্দখালীতে বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডলের দলীয়. কার্য্যালয়. এই সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।রাজ্যের একাধিক প্রকল্পের টাকা কেন্দ্রের আটকে রাখার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই তৃনমুল কংগ্রেস আন্দোলনে নেমেছে দলের সর্বভারতীয়. সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে।আর তারই অঙ্গ হিসেবে ১০০দিনের বকেয়া টাকা আবাস যোজনার ঘরের বকেয়া টাকা আদায়ের দাবি জানিয়ে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কুলতলির বিধায়ক।এদিন এই বৈঠকে বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল সহ কুলতলি বিধানসভার সমস্ত অঞ্চলের প্রধান, উপপ্রধান, তৃনমুল কংগ্রেসের যুব সভাপতি, ব্লক সভাপতি, জেলাপরিষদের সদস্য, সদস্যারা সহ বহু তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন বিধায়ক কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তৃনমুল কংগ্রেসের অবস্থান কি হবে তা তুলে ধরলেন।

নিয়োগ দুর্নীতি

কুন্তল ঘোষের রাজারহাটের ফ্ল্যাটে হানা দিল ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ নভেম্বর ঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়া যুব তৃণমূল কংগ্রেসের হুগলি জেলার প্রাক্তন সভাপতি কুন্তল ঘোষের ফ্ল্যাটে মঙ্গলবার হানা দিল ইডি। মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখতেই ইডি আধিকারিকরা এদিন ওই ফ্ল্যাটে যান বলে অভিযোগ। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই তিনি ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছে। সিসি সেন্টার ২-এর উল্টোদিকে

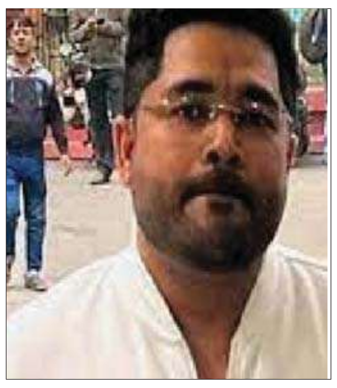

একটি অভিজাত আবাসনে কুন্তল ঘোষের ফ্ল্যাটে ইডি। এই ফ্ল্যাট থেকেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করে হয় কুন্তল ঘোষকে। আবাসন কর্তৃপক্ষর দাবি, কুন্তল ঘোষ ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতেন। গ্রেফতারির পর ফ্ল্যাটের মালিক এখন নিজেই থাকেন। ইডি সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, এই ফ্ল্যাট হস্তান্তর করা হয়েছে বলেই জানতে পেরেছেন ইডি তদন্তকারীরা। বর্তমানে ফ্ল্যাটে যিনি আছেন তিনি কি আসল মালিক? কবে কিনেছিলেন এই ফ্ল্যাট? কার কাছ থেকে কিনেছিলেন এবং কত টাকার বিনিময়ে? কোনও ভাবে কুন্তল ঘোষের বেনামি সম্পত্তি সুকৌশলে বিক্রি করা হয়েছে! যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখতে চান তদন্তকারীরা।

ভারত সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক পরিষেবা বিভাগ
মুম্বাই ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল নং. ১
২য় তলা, এমটিএনএল বিল্ডিং, এমটিএনএল লেন, কোলাবা, মুম্বাই- ৪০০ ০০৫
পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া নং. ২০২২ সালের ১৩৩

ইএক্সএইচ নং ০৩
পরবর্তী তারিখ ২৯.১১.২০২৩

ইউকো ব্যাংক — **শংসাপত্র ধারক**
বনাম ...
কর্পোরেট ইসপাতঅ্যালয়স লিমিটেড ORS... — **শংসাপত্র দেনাদার**

ডিমান্ড নোটিশ

প্রতি,
১. **কর্পোরেট ইসপাতঅ্যালয়স লিমিটেড,** প্রতিনিধিত্ব করে (OL হাইকোর্ট কলকাতা) ৯, পুরাতন পোস্ট ওপিস স্ট্রিট, কলকাতা।
২. **মি. মনোজ বাসন্তীলাল জয়সওয়াল,** তার ঠিকানা ২৪৬, উষা সদন, পন্ডিত রবিশঙ্কর মার্গ, সিভিল লাইনস, নাগপুর-৪৪০ ০০১, মহারাষ্ট্র
৩. **মি. অভিষেক জয়সওয়াল,** তার ঠিকানা ২৪৬, ঊষা সদন, পন্ডিত রবি শঙ্কর মার্গ, সিভিল লাইনস, নাগপুর-৪৪০ ০০১, মহারাষ্ট্র।
৪. **মি. অভিজিৎ জয়সওয়াল,** তার ঠিকানা ২৪৬, উষা সদন, পন্ডিত রবিশঙ্কর মার্গ, -সিভিল লাইনস, নাগপুর-৪৪০ ০০১, মহারাষ্ট্র।
৫. **অভিজিৎ ভেঞ্চারস লিমিটেড,** ঠিকানা- ৬ তলা, ল্যান্ডমার্ক বিল্ডিং, ওয়ার্ধা রোড, নাগপুর -৪৪০ ০১০, মহারাষ্ট্র।
ও,এ তে জারি করা রিকভারি সার্টিফিকেটের পরিপ্রেক্ষিতে প্রিসাইডিং অফিসার ডিআরটি আই মুম্বাই কর্তৃক ২০১৭-এর ৩৪৬ পাস হয়েছে যার পরিমাণ টাকা ৬০০, ৪৪, ১৮,৬০৪.৩৮- (টাকা ছশ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ আঠারো হাজার ছয়শ চার এবং ত্রিশ আট পয়সা মাত্র) ত্রৈমাসিক বাকি সহ আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে উল্লিখিত অর্থ আদায় পর্যন্ত আপনার বিরুদ্ধে বকেয়া আছে।
আপনাকে এতদ্বারা নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখিত অর্থ জমা দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে, যা ব্যর্থ হলে নিয়ম অনুযায়ী পুনরুদ্ধার করা হবে।
উপরে উল্লিখিত যোগফলের সাথে আপনি অর্থ প্রদানের জন্য দায়ী থাকবেন।
ক) কার্যকরী কার্যক্রমের এই নোটিশের পরপরই শুরু হওয়া সময়ের জন্য প্রদেয় সুদ।
খ) এই নোটিশের পরিষেবা এবং বকেয়া পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য নেওয়া যেতে পারে এমন অন্যান্য প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচা।
এই ০২ তারিখে মুম্বাইতে এই ট্রাইব্যুনালের আমার হাতে এবং সিলমোহরে দেওয়া হয়েছে।

স্থান- মুম্বাই
তারিখ-২১১২০২৩
Seal
এসডি -(অজিত ত্রিপাঠী)'
পুনরুদ্ধার কর্মকর্তা
ডিআরটি-আই, মুম্বাই

ডানকুনিতে খোরপোষের মামলা না তোলায় স্ত্রীকে লক্ষ্য করে অ্যাসিড ছোড়ার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

বনস্পতি দে, ডানকুনি, ৭ নভেম্বর ঃ খোরপোষের মামলা তোলার জন্য চাপ। কিন্তু মামলা না তোলায় স্ত্রীকে লক্ষ্য করে অ্যাসিড ছোড়ার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। গ্রেফতার স্বামী। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ডানকুনি পুরসভার ১৬নং ওয়ার্ডের। আক্রান্ত দেবপ্রিয়া রায়ের অভিযোগ, ২০২১ সালে স্বামী অমিত গঙ্গোপাধ্যায় বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেন। তারপর তিনিও খোরপোষের মামলা করেন। সেই মামলা তোলার জন্য বরাবর চাপ দিতে থাকেন অমিত। গত ৫ নভেম্বর রাতে দেবপ্রিয়ার ফ্লাটে গিয়ে অমিত তাকে অ্যাসিড ছোড়েন বলে অভিযোগ। ঘটনায় জখম দেবপ্রিয়া পরের দিন সকালে চণ্ডীতলা হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে ডানকুনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে অমিতমকে গ্রেফতার করে ডানকুনি থানার পুলিশ। দেবপ্রিয়া জানিয়েছেন, বারো বছর আগে অমিতের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। বিয়ের পর থেকেই নানা ভাবে তাঁর ওপর অত্যাচার করতেন অমিত।এমনকি বাপের বা।ি থেকে টাকা আনার জন্যও চাপ দিতে থাকেন বলে অভিযোগ। ২০২০ সালে অমিত দেবপ্রিয়া ও তাঁর কন্যা সন্তানকে মারধর করে বের করে দেন বলে অভিযোগ। ২০২১ সালে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেন অমিত। পাল্টা খোরপোষ চেয়ে মামলা করেন দেবপ্রিয়া। আদালত মাসিক ১৮ হাজার টাকা করে দেওয়ার নির্দেশ দেয় অমিতকে। দেবপ্রিয়ার অভিযোগ, আদালতের রায়ের পর থেকেই খরপোষের মামলা তোলার জন্য পাল্টা চাপ দিতে থাকেন অমিত। গত ৫ নভেম্বর রাতে দেবপ্রিয়ার ফ্ল্যাটে যান অমিত। সেখানেও তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন বলে অভিযোগ। কিন্তু তৎক্ষণা সরে গিয়ে কিছুটা হলেও রক্ষা পান দেবপ্রিয়া। তবে শরীর বেশ কিছু জায়গায় অ্যাসিড লাগার ফলে কিছুটা আহত হন দেবপ্রিয়া।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Market), KMC** invites tender online percentage item two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/MKT/HOGG/13/2023-24 (1st call)
Name of work : **Repairing of passage, collapsible gate and PIT cover at S.S. Hogg Market**. Estimated Cost (Including GST+CESS) : **Rs. 2,89,366.00**. Earnest Money: **Rs. 5,800.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **25.11.2023** at **5 p.m**. Date and time of opening of bid: **28.11.2023** at **12.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **10.11.2023** at **5 p.m.** from the website : **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (E&H), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EH/III/14/01/2023-24
Name of work : **Cleaning of waterbodies situated near 38/H/4 Manicktala Main Road and near Sir Gurudas College at KMC Ward-14 under Borough-III**. Estimated Amount: **Rs. 1,81,095.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **21.11.2023** at **12.30 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **11.11.2023** at **4 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (S&D), KMC** invites tender online percentage rate in two bid system for following work:
NIT No. : GRBU/BI-19/23-24
Name of work : **Periodic cleaning the sump chamber and screen chamber at New Santoshpur DPS/GRBU**. Estimated Cost: **Rs. 3,55,164.00.** Earnest Money: **Rs. 7,200.00**. Period of Completion: **183 Days**. Last date and time of submission of bid: **21.11.2023** at **1 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **11.11.2023** at **5 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-Tender for the following work:
NIT No. : KMC/WS/W78-10/T-25R1/23-24
Name of work : **Maint. of F.W. supply to avoid the contamination surrounding the bustee area at 21/1/1C Mominpur Road (near Jiban Majhi Majhar) in Ward-78**. Estimated Amount: **Rs. 1,97,373.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date of receipt/opening of Tender (online): **28.11.2023** at **11 a.m**. / **30.11.2023** at **11 a.m**. The bid forms and other details are available from the website : **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Mech)/Roads, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/RRD/SJ.M-01/23-24 (1st call)
Name of work : **Washing and brooming of EE Office, Establishment Office and other places inside the premises of Road Roller Office under Road Roller Department**. Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,49,853.43**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid: **25.11.2023** at **11 a.m**. The bid forms and other details are available on and from **10.11.2023** after **5 p.m.** from the website : **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C. E. (Mech)/Roads, KMC** invites tender online item wise rate in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/RRD/PR-3/2023-24
Name of work : **Repairing, overhauling & maintenance of Engine, Gear, Coupling, Clutch, Body etc. of Roller No. OB-68 (Jessop Make, 8-10 ton capacity) at Road Roller Department**. Estimated Cost: **Quotation**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of bid: **28.11.2023** at **1 p.m**. Bid opening date for technical proposal (online): **30.11.2023** at **1 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **08.11.2023** at **6 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer, (Water Supply), Br-XVI, KMC** invited e-Tender for the following work:
NIT No. : KMC/WS/JOKA/34/2023-24
Name of work : **Development of work by replacement of old, damaged 100 MM dia C.I.F/W service main at Prasanta Roy Road from Pr.No. 3, Pr.No. 1/1 to Pr.No. 150 Kailash Ghosh Road in Ward No.-123**. Estimated Cost of the Work: **Rs. 3,18,944.17**. Earnest Money: **Rs. 6,500.00**. Period of Completion: **20 Days**. Time and last date of receipt/opening of all tender (online): **28.11.2023** up to **5 p.m**. & **01.12.2023** at **1 p.m**. The bid forms and other details are available for all the tenders on and from **17.11.2023** at **11 a.m.** from the website : **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply), S.S. Unit, KMC** invites e-tender online system for following work:
NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-121/2/23-24
Name of work : **Laying of 150MM dia. D.I. pipe along Raja Ram Mohan Roy Road from H/No. 21/A to 2 in Ward No.-121, Br-XIV**. Estimated Amount: **Rs. 3,30,544.07**. Earnest Money: **Rs. 6,620.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **25.11.2023** up to **1 p.m**. The bid forms and other details are available on **11.11.2023** shortly from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **CME (SWM), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/WB/02/23-24
Name of work : **Repairing of weigh bridge numbered-3, 60 MT weighing capacity at Dhapa Check Post**. Estimate Amount: **Rs. 4,87,474.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Completion Time: **10 Days**.
2. NIT No. : KMC/SWM-I/CSM/SH/03/23-24
Name of work : **Shutter repairing works of compactor stations at Borough II & III under SWM-I Department**. Estimate Amount: **Rs. 2,83,690.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Completion Time: **45 Days**. Price of tender : NIL (for sl. no. 1 & 2). Bid submission start (online) date: **11.11.2023** at **1 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). Last date and time of bid submission (online): **21.11.2023** at **1 p.m.** (for sl. no. 1 & 2).
3. NIT No. : SWM-I/C-V/SKP/117/2023-2024
Name of work : **Construction of shed for B.O.H.D. at K.P.S. Road in Ward No.-6, under Br-I**. Estimated Amount (Including GST & CESS, excluding contingency): **Rs. 2,90,199.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Time of Completion: **18 Days**.
4. NIT No. : SWM-I/C-V/SKP/105/2022-2023
Name of work : **Construction of shed for B.O.H.D. at 1/B Gopal Chatterjee Road, in Ward No.-1, under Br-I**. Estimated Amount (Including GST & CESS, excluding contingency): **Rs. 2,89,610.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Time of Completion: **22 Days**.
5. NIT No. : SWM-I/C-V/SKP/106/2022-2023
Name of work : **Construction of shed for B.O.H.D. at 78/4, Bag Bazar Street, in Ward No.-07, under Br-I**. Estimated Amount (Including GST & CESS, excluding contingency): **Rs. 2,89,636.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Time of Completion: **20 Days**. Bid submission start (online) date: **11.11.2023** at **2.30 p.m.** (for sl. no. 3 to 5). Bid submission closing (online) date: **24.11.2023** at **2 p.m.** (for sl. no. 3 to 5). Bid opening for technical proposal (online) date: **28.11.2023** at **2 p.m.** (for sl. no. 3 to 5). The bid forms and other details are available on and from **10.11.2023** at **1 p.m.** (for sl. no. 1 & 2) and **10.11.2023** at **6 p.m.** (for sl. no. 3 to 5). The website : **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 5) and **www.kmcgov.in** (for sl. no. 3 to 5).
926/23-24

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৩৩৬ সংখ্যা, বুধবার, ২১ কার্ত্তিক ১৪৩০

ইজরায়েল যুদ্ধ থামবে না!

সম্পাদকীয় ১

ইজরালের লক্ষ্য হচ্ছে উত্তর গাজা দখল করে নেওয়া। এবং সেটাই ইজরায়েল করে ছাড়বে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর একার এখন যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়ার কোনও অধিকার নেই। তাঁকে যুদ্ধ বন্ধ করতে গেলে সবার অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। কারণ ইজরায়লেরে দিকে তাক করে যেভাবে হামাস ক্ষেপনাস্ত্র ছুঁড়েছে এবং নিরীহ ইজরায়েলিদের প্রথম দিকে নিহত করেছে এবং পণ বন্দি করে রেখেছে। তার বিরুদ্ধে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে ইজরায়েল। ইজরায়েলের যুদ্ধ থামানো নিয়ে কোনও কথা বলতে পারছেন না ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে যুদ্ধ থামতে অনুরোধ করলেও তা কিন্তু নেতানিয়াহু তা করবেন না। এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি পুতিনকে বলেছিলেন এটা যুদ্ধের সময় নয়। তাঁর কথা কিন্তু পুতিন শোনেননি। তিনি ইউক্রেনে হামলা অব্যাহত রেখেছিলেন। একন রশ ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে। থেমে থাকেনি। এদিকে ইজরায়েল রাষ্ট্রপুঞ্জের কোনও নেতার কথা শুনছে না। ইজরায়েল পরিস্কার বলে দিয়েছে উত্তর গাজা তাদের অধিকারে থাকবে। হামাসের উচিত ছিল ইজরায়েলের সঙ্গে আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে। কিন্তু তারা তা না করে অস্ত্র ধরে ইজরায়েলকে জবাব দিতে গিয়েছিল। এখন উল্টে হামাস জবাব পেতে শুরু করেছে। একজন ইজরায়েলি বলেছেন, আচ্ছা মনে করুন হামাস ইজরায়েল দখল করে নিয়েছে এবং ইহুদিদের ধরে ধরে হত্যা করতে শুরু করেছে। তাহলে কি সারা বিশ্ব আজকে যারা প্যালেস্টাইন নিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে তারা তখন কি ঠিক একইভাবে ইজরায়েলের জন্য কাঁদবে। বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র ইজরায়েলের শক্তি বৃদ্ধিতে আতঙ্ক প্রকাশ করতে শুরু করেছে। তারা বলতে শুরু করেছে যে রুশ এবং আমেরিকার চেয়ে শক্তি ধরে ইজরায়েল। শক্তি ধরতেই হবে। নাহলে ইজরায়েল বলে কোনও দেশ থাকবে না। এবারে ইজরায়েল এমন সব অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করেছে যেসব অস্ত্র এর আগে কোনওদিন ব্যবহার করেনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে হামাসের ট্যানেল নির্মাণ করা। তারা ট্যানেলগুলি তৈরি করেছিল ইজরায়েলকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে। এবারে ইজরায়েলের প্রথম কাজ হচ্ছে এই সব ট্যানেলগুলিকে অধিকার করে সেখানে তাদের সেনাদের নিয়োগ করা। এখন ট্যানেলগুলিতে হামাসের বাহিনীরা থাকতে পারছে না। সেখানে বিষাক্ত গ্যাস ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে হাসামাসের সব সেনারা সেই গ্যাসে মারা পড়তে শুরু করেছে। এবারে হামাসের জঙ্গিরা হাসপাতালকে ঢাল করতে শুরু করে দিয়েছে। ইজরায়েল নেট ওয়ার্ক থেকে বেছে বেছে হাসপাতালগুলি ওপরে আক্রমণ করছে সেখানে হামাসের জঙ্গিরা আত্মগোপন করে আছে। সাধারণ মানুষ হামাসের ভয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে পারছে না। হামাসদের জঙ্গি হানাকে ধর্মের ওপরে আঘাত বলে প্রচার করতে চেয়ে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি তাতে তারা পরাস্ত। তারা এটাকে ধর্ম যুদ্ধ বলে আখ্যা দিতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে হামাস আগেই ইজরায়েলের ওপরে চার হাজার ক্ষেপনাস্ত্র ছুঁড়েছে। ইজরায়েলকে আঘাত দিতে চেষ্টা করেছিল। এবারে পাল্টা আঘাত পেতে শুরু করেছে। তার ফলেই হামাস দরদি দেশগুলি প্যালেসটাইনের পক্ষ নিয়ে কথা বলছে। প্যালেস্টাইন কী হামাসের জঙ্গি হানার কোনও বিরাধিতা করেছে।

ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা দিবস

সম্পাদকীয় ২

গত ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে বিশ্বে ক্যান্সার রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত তার থেকে বাদ পড়ছে না। ভারতেও ক্যান্সার লোগের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করেছে। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ 'চরকসংহিতা'কেও ক্যান্সার সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। ভারতের অসামান্য শল্য চিকিৎসক ছিলেন তাঁর নাম সুশ্রুত। 'সুশ্রুত-সংহিতা' পুস্তকেও রয়েছে ক্যান্সার টিউমারের উল্লেখ। তিনি শুধু উল্লেখই করেনি টিউমারের চিকিৎসার ওষুধের নাম উল্লেখ করেছেন। সবচেয়ে প্রাচীনতম ক্যান্সারের নিদর্শন মেলে মিশরে। এডুইন স্মিথ প্যাপিরাসে আমরা দেখতে পাই তিনটি স্তন টিউমারের উল্লেখ রয়েছে। সেগুলিকে পরে শরীর থেকে স্তনকে বাদ করে দেওয়া হয়েছে। এই সব তথ্য আনুমানিক তিন হাজার খ্রিষ্টপূর্বের ঘটনা। ক্যান্সার শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'কারকিনোস'। যার অর্থ হল টিউমার। চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। পাঁচটি পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে ক্যান্সার চিকিৎসা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে-কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, হরমোনথেরাপি এবং ইমিউনোথেরাপি। এর ফলে ক্যান্সারের হাত থেকে মানুষ রক্ষা পেতে শুরু করেছে। ক্যান্সারের ওষুধ শরীরে প্রবেশ করা মাত্র ক্যান্সার কোষগুলিকে ধ্বংস করতে থাকবে। এই সব কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। যে কোন রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হল রোগ তাড়ানো এবং রোগ সারানো। ট্রিটমেন্ট অব ডিজিস এবং প্রিভেনস অব ডিজিস। ক্যান্সার রোগের মৃত্যুর হার থেকে হৃদরোগে মৃত্যুর হার বেশি। এখন দেখতে হবে কী কী কারণে ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রথম, তামাকজাত পদার্থের ব্যবহার। আমরা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করে থাকে। সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, দোক্তা, খৈনি, পানমশলা, গুটকা, নস্যি, জর্দা ইত্যাদি। যারা পাইপে করে ধূমপান করেন তাদের ঠোঁটে ক্যান্সার হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে গ্রামাঞ্চলে চুরুটের জ্বলন্ত দিকটা মুখের ভিত রেখে নেশা করে। এটাকে বলা হয় ছুট্টা। এই রকম ধূমপায়ীদের টাগরায় ক্যান্সার হয়ে থাকে। ভারত পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে যারা পান খান তাদের মুখের ভিতর ক্যান্সার দেখা দেওয়া সম্ভব।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

কলকাতার এক-একটি উদ্যান স্বদেশী আন্দোলনের জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড

রবীন্দ্র কুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের পাশাপাশি গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলন থেকে শুরু করে আইন অমান্য এবং বিলেতি পণ্য বর্জন আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। যদিও বিলিতি পণ্য বর্জনের আন্দোলন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকেই শুরু হয়ে যায়। স্বদেশি মেলা বসেছিল। সেখানে স্বদেশি পণ্য কেনার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করা হয়। দেশবাসী স্বদেশি পণ্য ক্রয় করতে শুরু করে। কংগ্রেস দলের সদস্যরা খাদি কাপড় পরতে শুরু করে দিয়েছিল। হস্তশিল্প এবং কুটির শিল্পের ওপরে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছিল বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নেতা নেত্রীরা। গান্ধিজি ভারতের ভাইসরয় লর্ড আরইউনের সঙ্গে দেখা করে স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার আদেন করলে তা না মঞ্জুর হয়ে যায়। তার ফলে গান্ধিজি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি 'আইন অমান্য' করবেন। ১৯৩০ সালে ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে গান্ধিজি এন্ড্রুজকে একটি চিঠি লেখেন সেখানে তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন, 'কর্মপদ্ধতি এখনও আমার নিজের কাছেই পরিস্কার নয়। এটা আইন অমান্য হবে। কিন্তু কীভাবে শুরু করা হবে তা আমি নিজেই পরিস্কারভাবে বুঝতে পারছি না।' গান্ধিজি ১৯৩০ সালে ২৬ ফেব্রুয়ারি 'আইন অমান্য' করতে শুরু করলেন। এই দিনটিকে আবার 'স্বাধীনতা দিবস' বলে ঘোষিত করা হয়। গান্ধিজি এতে শঙ্কিত হয়েছিলেন। 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করতে যদি হিংসার কোনও লক্ষন দেখতে পাওয়া যায় তাহলে আইন অমান্য আন্দোলনটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। সেই কারণে তিনি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সংযত হতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, ''there sould be no processions and no speeches while observing the 'Independence Day''। এদিকে বাংলার কবিরা হাত গুটিয়ে বসে থাকলো না। তাঁরা স্বদেশি কবিতা এবং সঙ্গীত রচনা করতে শুরু করে দিলেন। তাঁদের. স্বদেশি কবিতা এবং গানগুলিকে সুর দিয়ে জনসভায় গাইতে শুরু করে দিল গায়েকেরা। কবি রজনীকান্ত সেন লিখলেন, ''মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেবে ভাই।'' এই গান স্বদেশি জনসভা থেকে শুরু করে স্বদেশি মিছিলে শুনতে পাওয়া গেল। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে সুর দিয়ে গান গাইলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সরলা দেবী চৌধুরানী। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত তখন কংগ্রেস অধিবেশনের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করলো। বিপ্লবী অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম'কে স্লোগান হিসাবে ব্যবহার করলেন। 'যুগান্তর' (১৯০৬) এবং অনুশীলন সমিতি'র (১৯০২) বিপ্লবীদের কাছে এটা মন্ত্র বলে স্বীকৃতি লাভ করলো। বাংলা তথা ভারতের সর্বত্র বিভিন্ন সভা এবং মিছিলে 'বন্দেমাতরম' পরিবেশন করা হতো। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গান রচনা করতে শুরু করে দিলেন। তিনি আবার নাটক রচনা করে বাংলার বিপ্লবী বা স্বদেশি আন্দোলনকে উজ্জীবিত করতে শুরু করলেন। তাঁর রচিত সঙ্গীত 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা' খ্যাতি লাভ করতে শুরু করে দিল। সারা ভারত জুড়ে এই গান স্বদেশি আঃেদালনকারীদের উজ্জীবিত করতে থাকে। সেই সময়ে কলকাতার উদ্যানগুলি যেসব স্বদেশি সভা বা জনসভা হতো সেখানে দ্বিজেন্দ্রগীতি গাওয়া হতো। এলাহাবাদে ছিলেন অতুল প্রসাদ সেন। তিনি চুপ করে বসেছিলেন না। তিনি লিখে ফেললেন বেশ কয়েকটি স্বদেশি গান যা সারা বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনে লড়াই করা শক্তি নিয়ে এসেছিল। তিনি সুর দিয়ে গান তৈরি করলেন-'বল বল সবে শত বীণা বেণু বিনা রবে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'। বাংলার কবি থেকে শুরু করে গায়কেরা স্বদেশি আন্দোলনকারীদের মানসিক বল দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে স্বদেশি গান লিখতে শুরু করে দিলেন। তার ফলে বাংলার স্বদেশি গানের সঙ্গে স্বদেশি আন্দোলন মিশ্রিত হয়ে ভয়ঙ্কর ব্রিটিশ বিরোধী পরিবেশ তৈরি হল। কবি নজরুলের 'বিদ্রোহী' (১৯২১) কবিতা তখন বাংলার ঘরে ঘরে উচ্চারিত হতে শুরু করে। স্বদেশি মিছিলে অংশ গ্রহণকারী কবি নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা পাঠ করতে করতে পদযাত্রা করতে শুরু করে ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত। আবার কোনও কোনও সময়ে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে স্বদেশি জমায়েতেও নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা পাঠ গাওয়া হতো। স্বদেশি গানে ভেসে গিয়েছিল গোটা দেশ। কবিরা তখন একের পর এক স্বদেশি গান কবিতা রচনা করতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই সব গান এবং কবিতা তখন বাংলার বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে প্রকাশ লাভ করতে শুরু করে। ইংরেজ সরকার ভীত হয়ে পড়ল। তারা তখন বাংলার সংবাদপত্র প্রকাশ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে শুরু করে। যদি এর আগে 'যুগান্তর' এবং 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা বন্ধ করতে কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড উদ্যোগী হয়েছিলেন। 'বন্দেতমাতরম' পত্রিকার মুদ্রককে একবছর জেল এবং জরিমানা দিয়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। তার ফলে কিংসফোর্ডকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে শহিদ ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকি মজফফরপুরে গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তারা কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে পারেননি। ক্ষুদিরামের ফাঁসি দিন বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য একটি বিখ্যাত সঙ্গীত রচনা করলেন, 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি.. অভিরামের দ্বীপচালান মা ক্ষুদিরামের ফাঁসি''। এই গানটি গেয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর। এই গানটি সারা ভারত জুড়ে সুনাম অর্জন করেছিল। বিদ্রোহী কবি নজরুল শুধু মাত্র বিদ্রোহী কবিতা লিখে ক্ষান্ত হলেন না। তিনি আরও বেশ কয়েকটি স্বদেশি কবিতা এবং গান লিখলেন। তাঁর কবিতার বই 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশি' বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে ছিল ব্রিটিশ সরকার। এমনকী তাঁর সম্পাদিত 'ধুমকেতু' থেকে প্রকাশিত কবিতা আনন্দময়ী আগমনে' কবিতাটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে এবং নজরুলের জেলেও যেতে হয়েছিল। বাংলার কবিরা নজরুলের মুক্তির দাবি নিয়ে কলকাতার কলেজ স্কোয়ার পার্কে সমাবেত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। তখন বাংলার কবিরা সব সময়ে আগুন ঝরানো কবিতা এবং গান গাইতে শুরু করে দিয়েছে। মান্না দে'র কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে একটি বিখ্যাত গান গাইলেন- ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো।' আর গাইলেন 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে'। এই গানটি তখন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কবি নজরুলের গান সুভাষচন্দ্র বোস খুবই পছন্দ করতেন। নজরুলের একটি গান 'দুর্গম গিরি কান্তার মেরু দুস্তর পরাপার হে'। এই গানটি আবার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায় খুব ভালো গাইতে পারতেন। তাঁর গলার স্বর অত্যন্ত মিষ্টি ছিল। নাট্যকার গিরিশ ঘোষ লিখে ফেললেন 'সিরাজদৌল্লা' নাটক। সেই নাটক বাংলার রঙ্গমঞ্চে সাফল্য লাভ করতে শুরু করলো। ১৯১১ সালের ৮ জানুয়ারি ব্রিটিশ সরকার 'সিরাজদৌল্লা' নাটক অভিনয় করা বন্ধ করে দিল। তার ফলে বাংলার সংস্কৃতি জগতে ক্ষোভ তীব্র হতে শুরু করে। তারপরে গিরিশি ঘোষ আরও বেশ কয়েকটি স্বদেশি নাটক রচনা করেছিলেন। সেই সব নাটকের মধ্যে ছিল 'মীরকাশিম' (১৯০৬), 'ছত্রপতিশিবজি' (১৯০৭)। এই নাটক দুটি স্বদেশি ভাবনা নিয়ে রচিত হয়েছিল। এই নাটকের মধ্যে যেসব গান ছিল তা বলতে গেলে স্বদেশি ভাবনায় রচিত তার ফলে ইংরেজ সরকার গিরিশ ঘোষের নাটকের ওপরে বেশি করে নজর দিতে থাকে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্বদেশি ভাবনা নিয়ে নাটক লিখতে শুরু করলেন। এই সব নাটকের মধ্যে তিনি স্বদেশি সঙ্গীত প্রবেশ করিয়ে দিলেন। তার ফলে নাটকগুলি সেই সময়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। নজরুলের সঙ্গীত চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। নজরুলের গান গেয়ে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা ব্রিটিশ সরকার বিরুদ্ধে শপথ গ্রহণ করতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু গান বিপ্লবী সমিতির অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হতো। ১৯০৮ সালে আলিপুর আদালতে উল্লাসকর দত্তের ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন বিচারপরি ব্রিটক্রফট। তিনি যখন ফাঁসির

হুকুম দিয়েছিলেন তখন সেই সময়ে রবী ঠাকুরের একটি গান গাওয়ার অনুমতি চান বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত। আলিপুর বোমা মামলায় দুই জনের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। এই দুইজন হলেন বিপ্লবী বারন্দ্রকুমার ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্ত। উল্লাসকর দত্ত আলিপুর এজলাসে তাঁর ফাঁসির আদেশনামা শুনে বিচলিত না হয়ে তিনি বিচারপতি কাছে একটি গান গাইবার অনুমতি চান। বিচারপতি সেই অনুমতি দিয়েছিলেন। সেটি আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেচেন। গানটি হল-'স্বার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে'। এই গান শুনে সারা এজলাস চুপ হয়েছিল। পরে অবশ্য ইঁনাদের ফাঁসি হয়নি। দ্বীপান্তর হয়েছিল। ১৯০৫ সাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি গান লিখতে শুরু করে দিয়েছিলন। তখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকারী পদযাত্রা করে মিছিল করার সময়ে তাঁর গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করে ছিল পদযাত্রীরা- 'বাংলার মাটি বাংলার জল' এবং 'ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' বাংলার কবিরা অজস্র স্বদেশি কবিতা করতে শুরু করে এবং গায়কেরা সেই সব কবিতাকে সুর দিয়ে গানে পরিণত করেছিল। এই সব কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমুখ। কথা সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখলেন 'পথের দাবী'। তাঁর এই উপন্যাসকে বাজেয়াপ্ত করেছিল ব্রিটিশ সরকার।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কঃ ১৯৩০ সালের ১৩ এপ্রিল বিদেশি পণ্য বর্জনের ডাকে একটি বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছিল। সেখানে সমস্ত বিদেশি পোশাক জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। 'বেঙ্গল ন্যাশনাল মিলিশিয়া' নামে একটি সংগঠন এই প্রতিবাদ সভার ডাক দিয়েছিল। এই সংস্থার সাধারণ সচিব ছিলেন দুর্গাপদ দাশগুপ্ত। তাঁর ডাকে বাংলার যুব সমাজ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এসে জমায়েত হয়।

হ্যালিডে পার্কঃ কলুটোলা স্ট্রিটে মেছোবাজার পর্যন্ত যে লম্বা রাস্তাটি ছিল তার নাম ছিল আগে হ্যালিডে স্ট্রিট। এখন নাম হয়েছে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। রাজধানি কলকাতার পুলিশ কমিশনার হ্যালিডের নামেই এই রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছিল। ১৮৪৮ সালের আইনে সরু গলি ভেঙে চওড়া গলি করতে গিয়ে তৈরি হয়েছিল এই রাস্তাটি ১৮৫৬-৫৭ সালে। এই স্ট্রিটের মধ্যে ছিল একটি পার্ক। তার নাম ছিল হ্যালিডে পার্ক। সেখানে বিলেতি পণ্য জোগাড় করে পোড়ানো শুরু হয়েছিল।

কলেজ স্কোয়ার এবং বিডন স্কোয়ারঃ ১৯৩০ সালে ১১ এপ্রিল ব্রিটিশ পুলিশের হাতে মার থেকে রক্তাক্ত হয়েছিল বহু তরুণ। তার প্রতিবাদ করতে শুরু করেছিল ইংরেজদের সব পণ্যকে বয়কট করতে হবে।

কর্নওয়ালিস স্কোয়ারঃ এই পার্কটি তৈরি হয়েছিল লটারি কমিটির উদ্যোগে ১৮১৭-১৮৩৬ সালের মধ্যে। ইতিহাসবিদ রাধারমণ মিত্র মনে করেন যে হেদো শব্দটি এসেছে হ্রদ থেকে। ১৯৩০ সালের ১৩ এপ্রিল এই পার্কে সিডিশন আইন ভাঙার জন্য সমাবেত হয়েছিল। তখন ব্রিটিশ ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ছিলেন গর্ডন। কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের জমায়েত অহিংসা হলেও তার ওপরে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী লাঠিচার্জ করতে শুরু করে। ছাত্র নেতা সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়, প্রসূন ঘোষ, বিভূতি গুপ্ত এবং সূর্যকিষানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। **(ক্রমশ...)**

মায়ের আরাধনায় শ্যামা ভক্তবৃন্দ

বিশেষ প্রতিনিধি

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা কালীকে শুধু পুজো করলে হবে না। তার সাধনা করতে হবে। বেদ পড়লেই চলবে না। শাস্ত্র পাঠ করলেই চলবে না। পুজো অঞ্জলি দিলেই কালী সন্তুষ্ট হন না। মানুষের সেবা করতে হবে। তবেই মা কালী সন্তুষ্ট হন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ধর্মীয় দর্শনটা ছিল সেবা করা। তিনি মানব সেবায় বিশ্বাসী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি মানব সেবায় দীক্ষিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, শুধু ধর্মশাস্ত্র পড়লেই দেবতার আরাধনা করা যায় না। তিনি মা ভবতারিণীকে নিজের কন্যার মতো দেখতেন বলেই তাঁকে সবাই পাগল ঠাকুর বলতো। রানী রাসমনি এই পাগনল ঠাকুরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরের সামান্য পুরোহিত তিনি তিনি জগত বিখ্যাত হয়ে ছিলেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মানব সেবা মানুষের সেবা করতে হবে। তিনি পতিতদের সেবা করেছেন। গিরিশ ঘোষকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। অভিনেতা গিরিশ ঘোষ যখন খুবই অসুবিধা পড়ে গিয়েছিলেন তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব গিরিশ ঘোষকে সাহস দিয়েছিলেন। শক্তি দিয়েছিলেন। অভিনেত্রী বিনোদিনীকে সবাই যখন ঘৃণা করতে শুরু করে দিয়েছিল তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তাঁকে আর্শিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তুই একদিন বিখ্যাত হবি। তোর নাম বাংলার যাত্রা জগতে ঘোরা ফেরা করবে। তোর খুব সুনাম হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, শুধু ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মন যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। তিনি নরেনকে এই সব মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি জানতেন যে নরেন একদিন তাঁর নামটাকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নরেনকে আর একটি শিক্ষা দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে পতিতদের উদ্ধার করতে হবে। অনাথদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে হবে। শক্তিহীন মানুষকে শক্তি দিতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মা'ই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো। মাকে পুজো করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। **(ক্রমশ...)**

হেরিটেজ মেদিনীপুরের ঐতিহ্য

মেদিনীপুর বাংলার একটি উচ্চ শিক্ষিত জেলা হিসাবে পরিচিত। ব্রিটিশ সরকারও পর্যন্ত এই মেদিনীপুরকে ভয় পেত। মেদিনীপুরে তমলুক বলে একটি স্থান রয়েছে। সেখানে আগে তাম্রলিপ্ত বন্দর ছিল। এই বন্দর গিয়ে বিদেশে ভারতীয় পণ্য ব্যবসা বাণিজ্য হতো। তারপরে ব্রিটিশ যুগে এখনকার বিপ্লবীরা তাম্রালিপ্ত সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই স্থানের সভ্যতা বহু প্রাচীন। চন্দ্রকোনাতে একটি বিখ্যাত মন্দির রয়েছে। চৌহান রাজাদের দ্বারা নির্মিত রামগড় ও লালগড় দুর্গ এখানে দেখতে পাওয়া যায়। জোড়া মসজিদ রয়েছে মেদিনীপুরে। এই মসজিদ দুটো পাশাপাশি নির্মিত হয়েছিল বলে জোড়া মসজিদ বলা হয়ে থাকে। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম রাজপ্রসাদ এখন সকলের কাছে পরিচিত। বহু বছর ধরে এই রাজপ্রসাদ দেখতে দূর দূরান্ত থেকে পর্যটকেরা এসে উপস্থিত হয়। সেন্ট জনস চার্চ মেদিনীপুরে অবস্থিত। এই চার্চ তৈরি করা হয়েছিল অষ্টাদশ

শতাব্দীতে। মেদিনীপুরের নতুন বাজারের কালী পুজো। এই মন্দিরটি পঞ্চরত্ন মন্দির নামে খ্যাতি লাভ করেছে। দাঁতনে রয়েছে মহাদেবের প্রাচীন মন্দির। বিদ্যাধরনী পুস্করনীর হ্রদ। চিল্কিগড় কনক দুর্গা মন্দির। এই মন্দিরের আশপাশে বনাঞ্চল রয়েছে। তা সফর করতে পর্যটকেরা এসে উপস্থিত হয়। এখানে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রসার লাভ করে। ব্রাহ্ম সমাজের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। জগন্নাথ মন্দির শ্যামলেশ্বর মন্দির এবং চন্দনেশ্বর মন্দির পাশাপাশি অবস্থিত। এই তিন দেব স্থান দর্শন করলে মোক্ষ লাভ হয় বলে কথিত রয়েছে। বর্গাভীমা মন্দির তমলুকে অবস্থিত। ১২০০ বছরের প্রাচীন মন্দির বলে সকলেই বিশ্বাস করে। নতুন বাজারে জগন্নাথ দেবের মন্দির রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে আর ঐতিহাসিক স্থান। মেদিনীপুর একটি বড় জেলা ছিল। সেই জেলাকে এখন দুইভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর।

অগ্নি নিরাপত্তা সচেতনা শিবির অনুষ্ঠিত হলো তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৭ নভেম্বর ঃ অগ্নি নিরাপত্তা সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে। মঙ্গলবার দুপুরে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে অগ্নি কান্ড ঠেকাতে কি কি সচেতনতা মূলক কর্মসূচি প্রত্যাহিক জীবনে সকলের নেওয়া উচিত, তা স্বাস্থ্য কর্মী ছাড়াও উপস্থিত সাধারণ মানুষজনকে অবগত করেন তুফানগঞ্জ অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রের কর্মীরা। এদিন স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে বৈদ্যুতিক অগ্নি কান্ড মোকাবিলা করতে কিভাবে অগ্নি কাণ্ডের উৎসস্থলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের এক্সটিন গুইসার ব্যবহার করতে হবে তা উপস্থিত সকল কে হাতে নাতে শেখান দমকল কর্মীরা। এছাড়াও হাসপাতালের মতো স্পর্শকাতর এলাকায় ছোটো ধরনের কোনো অগ্নি কান্ড ঘটলে কিভাবে এ বি সি গ্যাসের এক্সটিনগুইসারের সিলিন্ডার ব্যবহার করতে হবে, তাও হাতে নাতে স্বাস্থ্য কর্মীদের শেখান দমকল কর্মীরা। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রের লিডিং ফায়ার অপারেটর তাপস কুমার সরকার ও বিষ্ণু সরকার, ফায়ার ইঞ্জিন অপারেটর কাম ড্রাইভার ভক্তি রঞ্জন দাস, তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সহকারী সুপার কিশোর বর্মন সহ অন্যান্যরা।

অভিযুক্তদের শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাস্তায় মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৭ নভেম্বর ঃ অভিযুক্তদের শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাস্তায় মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য গত শনিবার জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জখম হন গোয়ালপোখর থানার কিচকটলা এলাকার বাসিন্দা নিজাম ও তার ভাই। সোমবার শিলিগুড়িতে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় নিজাম নামে ওই ব্যক্তির। এরপর রাতে মৃতদেহ পৌঁছায় গ্রামে। মঙ্গলবার সকাল থেকে অভিযুক্তদের শাস্তি ও নিহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাস্তায় মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গোয়ালপোখর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। অবশেষে স্থানীয় নেতৃত্ব ও পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন গ্রামবাসীরা।

প্রকাশ্যে এলো বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল

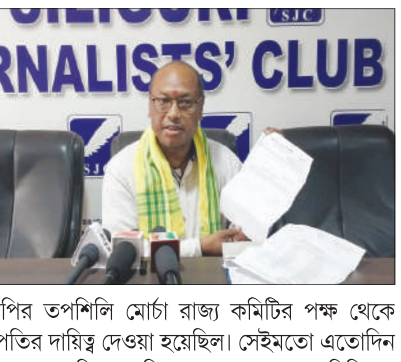

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর ঃ আবারও প্রকাশ্যে এলো বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল। বিজেপি নেতৃত্বদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন এক বিজেপি নেতা। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করলেন বিজেপির শিলিগুড়ি সংগঠনিক জেলা কমিটির তপশিলি মোর্চার সভাপতি দিলীপ রায়। তিনি বলেন দুমাস আগে বিজেপির তপশিলি মোর্চা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে তাকে জেলা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেইমতো এতোদিন তিনি সেই পদের দায়িত্ব সামলে আসছিলেন। কিন্তু গতকাল সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন সেই পদ থেকে তাকে সরিয়ে অন্য কাউকে দায়িত্ব দিয়েছে জেলা সভাপতি। যা জেলা সভাপতির এখতিয়ার বহির্ভূত। তার অভিযোগ এই বিষয়ে রাজ্য কমিটির কিছু জানা নেই। তিনি সরাসরি বিধায়ক শংকর ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন শংকর ঘোষ চাইছেন দলে বামপন্থীদের ঢোকাতে। পুরোনো সমস্ত বামপন্থীরা এখন বিজেপিতে যোগদান করছে। এবং দলের কামান তিনি নিজের হাতে রাখতে চাইছেন। তিনি চাইছেন সকলে যাতে তার কথা মতো কাজ করে যারা তার বিরোধিতা করছে, তাদেরকেই পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কোচবিহার জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে স্বচ্ছ ভারত মিশন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৭ নভেম্বর ঃ কোচবিহার জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে একটি ওয়ার্কশপ করা হয় উৎসব এডিটোরিয়াম হলঘরে স্বচ্ছ ভারত মিশন ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ এছাড়াও জেলা পরিষদের বিভিন্ন কর্মদক্ষ উপস্থিত ছিলেন। এই বিষয়ে আব্দুল জলিল আহমেদ জানান এর আগেও নির্মল বাংলা বলে একটি প্রকল্প আরম্ভ হয়েছিল এটি অন্য একটি ধাপ এটি দ্বিতীয় ধাপ, গ্রামগঞ্জে থাকে দেখা যেত বিভিন্ন জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ , নোংরা আবর্জনা ফেলে রাখত গ্রামগঞ্জে দেখা যেত এ সমস্ত এ বিষয়গুলো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য স্বচ্ছ ভারত মিশন করা হচ্ছে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে। এ বিষয়গুলো চালু হয়ে গেলে গ্রামগঞ্জের মানুষ এগুলোর মাধ্যমে কাজও পাবে, এর আগে যখন নির্মল বাংলা প্রকল্প চালু হয়েছিল তারপর থেকে কোনরকম নোংরা আবর্জনা দেখা যায় না গ্রামগঞ্জে সেই বিষয়কে মাথায় রেখেই আজ স্বচ্ছ ভারত মিশন ওয়ার্কশপ করা হলো। এই প্রকল্প যাতে সঠিকভাবে করা হয় সেই বিষয়েই নজরদারি রাখা হচ্ছে এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার দুজনেরই প্রকল্প সুতরাং কাজগুলো যাতে দ্রুত চালু করা যেতে পারে সেই বিষয় নিয়েই আলোচনা সভা। এই বিষয়ে আব্দুল জলিল আহমেদ আরও কি জানিয়েছেন শুনে নেব।

শিলিগুড়িতে ইনসাফ যাত্রায় যোগ দিলেন মীনাক্ষী মুখার্জীর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়িতে ইনসাফ যাত্রায় যোগ দিলেন DYFI এর রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জী। দুর্নীতি বন্ধ থেকে নিয়োগের দাবি, শিক্ষার দাবি থেকে আইনশৃঙ্খলার উন্নতি, একাধিক দাবি নিয়ে ৩ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে DYFI- এর ইনসাফ যাত্রা। এদিন শিলিগুড়িতে ইনসাফ যাত্রায় যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সরকার চেয়েছে তাই কুন্তলের ফ্ল্যাটে ইডি হানা দিয়েছে। কারণ কুন্তলের ফ্ল্যাটে টাকা রয়েছে বেআইনি নথি রয়েছে।

তিস্তা পাড়ের দেবী চৌধুরানির কালীপুজোয় বদলাচ্ছে ভোগের মাছ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ নভেম্বর ঃ সিকিম বিপর্যয়ের ধাক্কা এখনও পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেনি উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম নদী তিস্তা। এবার সেই বিপর্যয়ের আঁচ লাগল তিস্তা পাড়ের দেবী চৌধুরানির কালীপুজোয়। তন্ত্রমতে পূজিতা দেবী চৌধুরানির কালীর ভোগের থালায় সাজানো থাকে শোল ও বোয়াল মাছ। ৩১২ বছরের প্রাচীন পুজোয় এই প্রথমবার ভোগ নিবেদন হবে অন্য নদীর মাছ দিয়ে। তিস্তার বদলে শোল, বোয়াল মাছ আনা হবে অন্য নদী থেকে। তিস্তার জলদূষণের কারণে ভক্তরা আপত্তি তোলায় এই সিদ্ধান্ত বলে জানান মন্দির কমিটির সম্পাদক দেবাশিস সরকার। গত ৪ অক্টোবর সিকিম পাহাড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় তিস্তায়। ভেসে আসে প্রচুর মৃতদেহ। ভেসে আসে সেনা বাহিনীর ব্যবহৃত যুদ্ধ সরঞ্জাম। এরই মধ্যে গত সপ্তাহে হঠাৎ করে তিস্তায় মাছের মড়ক লাগে। সব মিলিয়ে ভক্তদের আপত্তি জোরদার হওয়ায় অন্য নদীর শোল, বোয়ালে মা কালীকে ভোগ নিবেদনের সিদ্ধান্ত নেন দেবী চৌধুরানি মন্দির কর্তৃপক্ষ। কথিত আছে, শোল মাছ নাকি নিজেও পছন্দ করতেন দেবী চৌধুরানি। আর তিস্তা নদীর বোয়াল মাছও ছিল তার পছন্দের তালিকায়। দেবী চৌধুরানি উপন্যাসে প্রফুল্ল অর্থাৎ দেবী চৌধুরানির শোল মাছ ধরার কথা উল্লেখ করেছেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দেবী চৌধুরানির পছন্দের সেই শোল, বোয়াল মাছ দিয়ে আজও ভোগ নিবেদন হয় জলপাইগুড়ির গোশালা মোড়ের দেবী চৌধুরানির শ্মশান কালীর মন্দিরে। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন গোশালা মোড়ের দেবী চৌধুরানি মন্দিরের প্রথম পুরোহিত ছিলেন ভবানী পাঠক। তার পর এই মন্দিরের পুরোহিতের তালিকায় রয়েছেন নয়ন কাপালিক। ১৮৯০ সালে নরবলি দেওয়ার অভিযোগে নয়ন কাপালিকের প্রাণদণ্ড হয়। সেই থেকেই এই মন্দিরে বন্ধ হয়ে যায় নরবলি প্রথা। তবে কালীপুজোর রাতে আজও পাঁঠা বলি হয়ে আসছে এই মন্দিরে।

৩ ট্রাকে শতাধিক গরু পাচার! একযোগে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করল শিলিগুড়ি পুলিস

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ নভেম্বর ঃ আবারও মহকুমায় একযোগে অভিযান চালিয়ে পৃথক এলাকা থেকে শতাধিক গরু উদ্ধার করল পুলিস। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ট্রাক সমেত শতাধিক গরু উদ্ধার করল পুলিস। উদ্ধার হওয়া গরুর সংখ্যা ১২৭। পুলিস সূত্রে খবর, গরুগুলো তিনটি ট্রাকে বিহার থেকে ভারত-বাংলাদেশ লাগোয়া সীমান্ত কোচবিহার, ময়নাগুড়ি উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। সোমবার রাত ও মঙ্গলবার সকাল মিলিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমার মুরালিগঞ্জ চেক পোস্ট, বিধাননগর এবং খড়িবাড়ি থেকে তিনটে ট্রাক আটক করে গরু গুলোকে উদ্ধার করে পুলিস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চার জনকে আটক করে পুলিস। মঙ্গলবার তাদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। সোমবার গোপন সূত্রের খবর পেয়ে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত বাংলা-বিহার সীমান্তের চেকমাড়িতে অভিযান চালায় খড়িবাড়ি থানার পুলিস। একটি ট্রাক আটক করে তল্লাশি চালিয়ে ৪৩ টি গরু উদ্ধার করে পুলিস। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিস। ধৃতদের নাম জহরুল হক (২৮) ও এমডি সেলিম (৩০)। ধৃত দুজনই বিহারের বাসিন্দা। উদ্ধার হাওয়া গরু বিহার থেকে আসামে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। অন্যদিকে, মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরে অভিযান চালায় বিধাননগর থানার পুলিস। একটি ট্রাক আটক করে তল্লাশি চালিয়ে ৪৫ টি গরু উদ্ধার উদ্ধার করে পুলিস। এই ঘটনায় ট্রাকের চালককে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের নাম অশোক ঠাকুর (৪৩)। সে বিহারের কাটিহারের বাসিন্দা। বিধাননগর থানার পুলিশ সূত্রে খবর, গরুগুলো বিহার থেকে আসাম হয়ে বাংলাদেশে পাচারের ছক কষেছিল পাচারকারীরা। তবে তার আগেই গরুগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মুরালিগঞ্জ চেকপোস্টে অভিযান চালায় বিধাননগর থানার পুলিস। ট্রাক আটক করে তল্লাশি চালিয়ে ৩৯ টি গরু উদ্ধার করে পুলিস। এই ঘটনায় ট্রাকের চালককে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম আব্দুল মাসুম (২৩)। সে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডির বাসিন্দা। গরুগুলো ইটাহার থেকে আসামে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘটনার বিষয়ে দার্জিলিং পুলিস সুপারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, শিলিগুড়ি মহকুমারবিধাননগর সহ ফাঁসিদেওয়া ব্লক বিভিন্ন মাফিয়া রাজের অন্যতম করিডর। মূলত, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ খোদ প্রশাসনের সম্মুখে গরু পাচারকারীরা দিবালোকে গরু সীমান্ত পারাপার করে। প্রতিবাদ করায় অতীতে গুলি চলা, খুনের মত ঘটনাও ঘটেছে। গরু হাঁটিয়ে নিয়ে কৃষকদের ফসল নষ্টের অভিযোগ দীর্ঘদিনের।

রাজ্য ও কেন্দ্র যৌথ উদ্যোগে নগর জীবিকা মিশন প্রকল্পে গৃহহীনদের গৃহ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৭ নভেম্বর ঃ রাজ্য ও কেন্দ্র যৌথ উদ্যোগে নগর জীবিকা মিশন প্রকল্পে গৃহহীনদের গৃহের উদ্বোধন হলো বোলপুর পুরসভার জাম্বুনি এলাকায়। রাজ্য নগর জীবিকা মিশনের আর্থিক সহায়তায় গৃহহীনদের মাথার উপর ছাদ ও খাওয়ার ব্যবস্থা করলো বোলপুর পুরসভা। বোলপুর পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট তিন তলা মা সারদা ভবন - এর উদ্বোধন হলো মঙ্গলবার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোলপুর মহকুমা শাসক অয়ন নাথ, পুরপ্রধান পর্ণা ঘোষ, উপ পৌরপতি, মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইরেক্টরেট (এম ই ডি), এম ই ডি সহকারি ইঞ্জিনিয়ার, পুরসভার ফিনান্স অফিসার পিন্টু হালদার, পুরসভার সহকারি ইঞ্জিনিয়ার বাপী বীরবংশী, পুরসভার আধিকারিক এবং পুরকর্মী প্রমুখ। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্যকে এক নির্দেশে বলে চলতি বছরের সাত থেকে দশ নভেম্বরের মধ্যে গৃহহীনদের মাথার উপর ছাদের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের খোলা আকাশের নিচে রাখা যাবে না। সেই নির্দেশ মোতাবেক এই যৌথ উদ্যোগে পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট ভবনের উদ্বোধন হলো মঙ্গলবার। কেন্দ্র সরকারের ন্যাশান্যাল আরবান লাইভলিহুড মিশনের শেল্টার ফর হোমলেস প্রকল্প এবং স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির যৌথ উদ্যোগে ত্রিতল ভবনের জন্য জমির সংস্থান ও পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ ও তদারকি করে পুরসভা। পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট এই ভবন নির্মাণে খরচ হয়েছে এক কোটি বাষট্টি লক্ষ টাকা। ত্রিতল ভবনের নিচের তলায় আছে কিচেন ও ডাইনিং রুম, দোতলায় আছে পঁচিশ শয্যা বিশিষ্ট পুরুষদের থাকার ব্যবস্থা এবং তিনতলায় থাকছে মহিলাদের থাকার জন্য পঁচিশ শয্যা বিশিষ্ট ঘর। এছাড়াও থাকছে লাইব্রেরী ও আধুনিক বাথরুম। থাকছে ম্যানেজারের রুম। দুবেলা পেটপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা।

ভেজাল মদের মামলায় গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৭ নভেম্বর ঃ ভেজাল মদ কান্ডে এবার গ্রেফতার তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা বাপি রায়। ৩০ অক্টোবর ইসলামপুর থানার শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় জাল মদের কারখানায় পুলিশের হানায় গ্রেফতার হয়েছিল ১২ জন অভিযুক্ত। ঘটনার পর থেকে ফেরার ছিল বাপি রায়। মঙ্গলবার পুলিশ অভিযুক্ত বাপি রায়কে জিজ্ঞাসা বাদের জন্য ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতে চেয়ে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে।

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 1029/EO/JLD-II, Dated: 06/11/2023
Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: NIeT No.-14(e)/EO/JLD- II/2023-24 dt. 06.11.2023, for 8 nos. scheme (Tender : 2023_ZPHD_600635_1 to 2023_ZPHD_600635_8), within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is 21.11.2023 up to 5-00 pm respectively. Details may be obtained from website: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

GOPALNAGAR GRAM PANCHAYAT
Gopalnagar (Hattala)
P.O:-Dewanbheri, Dist:-Hooghly
Email ID:-gopalnagoregp@yahoo.co.in
NOTICE INVITING e-TENDER: 207/GGP/2023-24, Date: 06/11/2023

The Prodhan Gopalnagar Gram Panchayat, invites e-Tender Only from Bonafide, resourceful Contractors/Suppliers having Credentials(in the form of work order, work completion certificates and payment certificates) of executing of 2 (Two)Nos. different works. Documents Download/ Sale Start Date (online) 06/11/2023 11.00 AM. Last date of submission of Bid (online): 22/11/2023 2.00 pm. Bid Opening Date(Technical): 24/11/2023 at 12:00pm. For further details please visit website https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Pradhan
Gopalnagar Gram Panchayat

Office of the Dahala Gram Panchayat
At+PO-Kankradara, PS: Khatra, Dist.:- Bankura, Pin-722140
E-mail: dahalagp@gmail.com
NOTICE INVITING E-TENDER No.-18 of 2023-24, Tender ID: 2023_ZPHD_599578_1 to 7

Separate tenders are invited by the Dahala Gram Panchayat, Kankradara, Khatra, Bankura for the 7(Seven) Nos. similar nature of works. Last date of submission of bid(online) 09.11.2023 (18.00 pm). Date of opening of technical proposals(online): 20.11.2023 at 18.00 pm. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Dahala Gram Panchayat

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার যুবক, হরিশ্চন্দ্রপুরে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ নভেম্বর ঃ কালীপূজার মুখে বড়সড় সাফল্য পুলিশের। আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। এদিন মঙ্গলবার ভোর চারটে নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গোলামোড় এলাকা থেকে ওই দুস্কৃতিকে গ্রেফতার করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ বলে খবর। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই দুস্কৃতির নাম রেজাউল করিম (২৪) ওরফে বাবু। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রাঙ্গাইপুর এলাকায়। তার কাছ থেকে একটি পাইপগান ও একটি বুলেট উদ্ধার হয়েছে। আজ দুপুর একটা নাগাদ চাঁচল মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, এলাকায় কোনো দুস্কৃতীমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল সে। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গোলামোড়ে হাজির হয়। অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ওই দুস্কৃতিকে ধরে ফেলেন। তাঁর থেকে একটি পাইপ গান ও বুলেট উদ্ধার হয়েছে।

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF EGRA MUNICIPALITY
Egra: Purba Medinipur
Notice inviting e-tender

e-Tender are invited by The Chairman, Egra Municipality from the eligible tenderers, **Vide NI(e)T No. 11/Concrete Road (BEUP)/2023-24. Date-07/11/2023.** Others details can be seen from the **https://wbtenders.gov.in** & Notice Board of the undersigned or website **www.egramunicipality.org.in**

Sd/- Chairman,
Egra Municipality

Office of the Jabarrah Gram Panchayat
Vill: Mudidih, P.O.: Kulabahal, P.S.: Hura, Dist.: Purulia
NOTICE INVITING E-TENDER
No-05/2023-24, Date: 07-11-2023

For and on behalf of the Jabarrah Gram Panchayat, Pradhan, Jabarrah Gram Panchayat invites tenders through E-tendering for the 3 (Three) Nos. different works. Last date of submission of Bid up to 17.11.2023 up to 6.00 pm. Bid Opening date (Technical) 21.11.2023 at 12.00 Noon. For details please visit https://wbtender.gov.in

Sd/- Pradhan
Jabarrah Gram Panchayat

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide NIT No.-03/ Sub/II of 2023- 24 for 01 (One) No work from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application:- 21.11.2023. Last date of receiving tender paper- 23.11.2023.

Sd/- A. De
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh, Hooghly

Office of the BANHARISHPUR GRAM PANCHAYAT
(Under Panchla Panchayat Samity)
Banharishpur, Panchla, Howrah

Prodhan, Banharishpur Gram Panchayat invites Offline Tender notice vide NIT- 142/BGP/15 th / 2023 to NIT-143/BGP/15 th /2023. Last date of submission: 19-11- 2023. Opening Date-21-11-2023. For details visit office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Banharishpur Gram Panchayat

আর ডি বি রাসায়ান্স লিমিটেড
CIN-L36999WB1995PLC074860
রেজ. অফিসঃ বিকানের বিল্ডিং, ৮১, লাল বাজার স্ট্রিট
আর নং-০৯, কলকাতা-৭০০০০১,
ফোন নং (০৩৩) ৪৪৫০০৫০০, ফ্যাক্স নং ৯১ ৩৩ ২২৪২ ০৫৮৮
ই-মেলঃ info@rdbindia.com, ওয়েবসাইটঃ www.rdbgroup.in
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষ শেষে অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক শেষে সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২২ অনিরীক্ষিত	অর্ধ বর্ষ শেষে সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩ অনিরীক্ষিত	অর্ধ বর্ষ শেষে সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২২ অনিরীক্ষিত	বছর শেষে মার্চ ৩১, ২০২৩ পরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়(নেট)	২৯৫৭.৭৭	৩২২৮.৫৬	৫৯০৫.২৯	৬৫৯১.৬৪	১২৪১৩.৪৮
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) (কর, বিশেষ, অসাধারণ আইটেমের পূর্বে)	৬৯৫.৮৮	৯২৪.২০	১৫৮৫.২৫	২১৬৩.৫৯	৩২৭২.৩৪
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) কর দানের পূর্বে (বিশেষ, অসাধারণ আইটেমের পরে)	৬৯৫.৮৮	৯২৪.২০	১৫৮৫.২৫	২১৬৩.৫৯	৩২৭২.৩৪
৪	মোট আয় যে সময় (লাভ / ক্ষতি) ট্যাক্স প্রদানের পরে এবং অন্যান্য আয় (কর প্রদানের পরে)	৫২০.৫৮	৭৩৩.৭২	১১৮৫.৯৮	১৬২৩.৭৫	২৪৩৬.৯৪
৫	মোট ব্যাপক আয় এই সময়ের (লাভ / ক্ষতি কর প্রদানের পরে এবং অন্যান্য আয়(কর প্রদানের পরে)	৫২০.৫৮	৭৩৩.৭২	১১৮৫.৯৮	১৬২৩.৭৫	২৪৩৫.৬৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৭৭১.৪৮	১৭৭১.৪৮	১৭৭১.৪৮	১৭৭১.৪৮	১৭৭১.৪৮
৭	রিসার্ভস(রিভ্যালুয়েশান রিসার্ভ ছাড়া) যেমনটি অডিটেড ব্যালেন্স শিটে দেখানো আছে পূর্বেকার বছরে					১৪৪৬১.৭৪
৮	আয় প্রতি শেয়ার (ফেস দর ১০টাকা প্রতি) (কারবার বন্ধ এবং চালুর সময়)					
	বেসিক	২.৯৪	৪.১৪	৬.৬৯	৯.১৭	১৩.৭৬
	ডাইলুটেড	২.৯৪	৪.১৪	৬.৬৯	৯.১৭	১৩.৭৬

নোটঃ
১) উপরিউক্ত তালিকাটি একটি সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ণ করা হয়েছে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ স্টক এক্সচেঞ্জের অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড আদার ডিস্ক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ অনুসারে। বিস্তিরত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে বি এস ই এর ওয়েবসাইটে www.bseindia.com এবং কম্পানির ওয়েবসাইটে www.rdbgroup.in।
২) উপরের ফলাফলটি অডিট কমিটির দ্বারা বিবেচিত এবং ৭ই নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের বোর্ড মিটিংয়ে স্বীকৃত।

আরডিবি রাসায়ান্স লিমিটেডের হয়ে
স্বা /- শান্তি লাল বৈদ
DIN:00056776
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

তারিখঃ ৭ নভেম্বর, ২০২৩
স্থানঃ কলকাতা

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-559/2023-24 (SL No.- 1 to 6)	20/11/2023 up to 5.00 PM

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer,
Habra Municipality

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- i) WB/HOW/BJPS/CGP/180/NIT3/23-24

Electronic Tenders are hereby invited by the Pradhan, Chamrail Gram Panchayat, Bally Jagacha Block for implementation of Three (03) no. work within Chamrail Gram Panchayat, Howrah. Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in) and Office Notice Board.

Sd/-
Pradhan
Chamrail Gram Panchayat

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows.

NIT/NIQ No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
148/GPW/ WBFDC/2023 -24	Avenue Plantation 1.5 Km both side at DSTPS, DVC, Andal.	08.11.2023	20.11.2023
149/GPW/ WBFDC/2023 -24	Cleaning etc inside the Power plant Premises at DSTPS, DVC, Andal (Total Area =28, 545 Sqm)	08.11.2023	20.11.2023

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in.

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করপ্টসি কোড, ২০১৬ ('কোড') এর অধীনে সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬ ('লিকুইডেশন রেগুলেশন') এর রেগুলেশন ৩৩(১) এর সাথে জানানো হচ্ছে। সাধারণভাবে জনসাধারণের জন্য এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে বার্কেলি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের নীচে বর্ণিত সম্পদগুলি 'যেখানে আছে তেমনই' এবং 'যেরকম আছে তাই ভিত্তি' এবং 'যাই আছে ভিত্তি আছে' এবং 'কোনও উপায় নেই' -তে বিক্রি করা হবে। লিকুইডেশনের অধীনে নীচের টেবিলে উল্লিখিত তারিখে। সংরক্ষিত মূল্য এবং ইমেস্ট মানি ডিপোজিট সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে। ওয়েব পোর্টাল www.alrauctioneer.com এ প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে। সাধারণ জনগণ ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্ট দ্বারা বিড করার জন্য আমন্ত্রিত।
সম্পদের সময়সূচী ঃ

লট নং	সম্পদের বিবরণ	রিসার্ভ প্রাইস	ইএমডি	বর্ধিত পরিমাণ
১।	'মীরা মহল' নামের একটি অ্যাপার্টমেন্টের ৩য় তলায় অফিস স্পেসঃ প্রাঙ্গণ নং ৩এ, মুজাফফর আহমেদ স্ট্রিট (রিপন স্ট্রিট নামেও পরিচিত) হোল্ডিং নম্বর - ১০০ কলকাতা পুলিশ পেট্রোল পাম্পের কাছে (বাটা মোর) পি.ও. এবং পি.এস.- পার্ক স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ৬৩ এ অবস্থিত	৫১.৫০	৫.১৫	১.০৩
২।	আর্থিক সম্পদ (দেনাদার, অগ্রিম এবং অন্যান্য আর্থিক সম্পদ) এর ফলাফল থেকে আয় ছাড়াই। পরিহার লেনদেন আবেদন	১২০.৫০	১২.০৫	২.৪১

ইএমডি জমার শেষ তারিখঃ ২৬.১১.২০২৩, বিকাল ৫.৩০ মিনিট। বিডিংয়ের শেষ তারিখ / সময়ঃ ৩০.১১.২০২৩, বেলা ২.৩০ মিনিট। বিক্রয় প্রক্রিয়া নথিতে নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে হবেঃ
১. এখানে তফসিলে উল্লিখিত সম্পদের বিবরণ সর্বোত্তম বলা হয়েছে লিকুইডেটরের তথ্য, কিন্তু লিকুইডেটর এই ঘোষণায় কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ দেওয়ার জন্য জবাবদিহি করতে পারবে না।
২. দরদাতাদের দায়িত্ব হবে পরিদর্শন করা এবং সম্পদ সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করা এবং বিড জমা দেওয়ার আগে স্পেসিফিকেশন। নিলামে রাখা সম্পদের পরিদর্শনের জন্য সাইটগুলিতে আগ্রহী দরদাতাদের অনুমতি দেওয়া হবে প্রকাশের তারিখ থেকে নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত এবং EMD। লিকুইডেটর ই-নিলাম করা সম্পদের ক্ষেত্রে সরকার বা অন্য কারো কাছে কোনো চার্জ, লেনদেন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনো পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। ইচ্ছুক দরদাতাকে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সহ সম্পত্তির দায় - দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
৩. আগ্রহী দরদাতারা 'বার্কলি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড' এর পক্ষে ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত সারণীতে উল্লিখিত শেষ তারিখের মধ্যে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে EMD জমা দিতে হবে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টে - Barcley Enterprises Limited, অ্যাকাউন্ট নম্বর ৩১৮৩০০২১০১৭২৪০১৫, IFSC কোড PUNB ০৩১৮৩০০. খসড়াটি সমবায় ব্যাঙ্কের হওয়া উচিত নয়।
৪. দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে এবং ই-নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার জন্য বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য "www.Intslligentupdates.blogspot.compsale-notice- Insolvency.html" দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখঃ ০৮.১১.২০২৩
স্থানঃ কলকাতা
জয় নারায়ন গুপ্তা
লিকুইডেটর, এম /এস বারক্লে এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
IBBI রেজ নংঃ IBBIIPA-001IP-P003712017-201810628

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ইনটেলিজেন্ট আই পি ম্যানেজমেন্ট সলিউশান প্রাইভেট লিমিটেড, ওয়াই এম সি এ বিল্ডিং, ২য় তল, ২৫ জহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৮৭, ip.belcirp@gmail.com.
রেজিস্টার্ড ঠিকানাঃ ওয়াই এম সি এ বিল্ডিং, ২য় তল, ২৫ জহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৮৭, cajainarayangupta@gmail.com

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এনআইটি/০২/২৩/৪৬, তারিখ ০৬.১১.২০২৩। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ২য় তল, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ- **ক্র.নং., টেন্ডার নং., স্টোর্সের বিবরণ, ইএমডি** নিম্নরূপ :- **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২১.১১.২০২৩, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট :** (১) ২২২৩৫৭৫৬, ইলেক্ট্রোলাইট মেশিন মডেল সহ সিমেন্স এবিজির ওয়াশ, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২২.১১.২০২৩, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট:** (২) ১৫২৩৫০৯৪এ, ইলেক্ট্রো ফিজিওলজি স্টাডি প্রক্রিয়ার প্রাপ্যতা, ₹ ১,৬০,০০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৩.১১.২০২৩, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট :** (৩) ১৫২৩৫০৪৫এ, ট্রান্সফর্মার অয়েল ফিলট্রেশন প্লান্ট ৩০০০ এলপিএইচ-এর প্রাপ্যতা, ₹ ৫২,০০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ: ২৪.১১.২০২৩, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট :** (৪) ০৮২২১০৬০এ, পলিমাইড কবার্ড কপার কন্ডাক্টর বেয়ার ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৫৬,২৩০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৭.১১.২০২৩, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট :** (৫) ০৮২৩১০৬৫, এলইডি টাইপ ইমার্জেন্সি লাইট ইউনিট ইন রোলিং ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৬১,৩৭০/-. (৬) ১৫২৩৫০৮৮এ, স্পেসিফিকেশন নং এইচডব্লুএইচ/ইআর/আইআর/ইডিএসি/৫০০, ক্ষমতা - ৫০০ সিএফএম, ১০ কেজি/বর্গ সেমি অনুযায়ী রোটারি স্ক্রু ইলেক্ট্রিক্যাল ড্রিভেন এয়ার কম্প্রেসর সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণের প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৮.১১.২০২৩, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট :** (৭) ০৮২৩১৪৮২, ১০০ ভিএ ইন্ডিভিজুয়াল স্ট্যাটিক ইনভার্টার ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. (৮) ১২২৩৫৩৮৯, ট্র্যাক মেশিন স্পেয়ার্স ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৯.১১.২০২৩, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট :** (৯) ১২২৩৫৩৫৪, আরডিএসও ড্রইং নং টিঁ৫৯১৯ অনুযায়ী ইআরসি, এমকে-ভি প্রাপ্যতার চালু চুক্তি, ₹ ৫০,০০,০০০/-. (১০) ১৪২৩১০৩৬, রিলে, প্লাগ ইন টাইপ, স্টাইল "এসি-এলইডি" সকল ধরন, এসি ল্যাম্প প্রুভিং রিলে ইউনিট সহ ইন-বিল্ট কারেন্ট ট্রান্সফর্মার টাইপ, স্লো রিলিজ নিউট্রাল লাইন রিলে, ৪এফ, ৪বি ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ২,৪৬,৯৫০/-. (১১) ১৫২৩৫১৪৪, কারিগরী স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ২৫ টন ক্ষমতার ইওটি ক্রেন সরবরাহ ও চালুকরণ, ₹ ১,৩৪,০০০/-. (১২) ১৫২৩৫১৫১, অ্যানেক্সার/ইওটিসি/৩০টি/কেপিএ (রেফারেন্স স্পেসিফিকেশন নং সিওএফএমওডব্লু/আইআর/ইওটিসি/২০২২, রিভ-০) অনুযায়ী ইওটি ক্রেন ৩০ টন (টার্নকী ভিত্তিতে) সরবরাহ ও চালুকরণ, ₹ ১,৬২,৫০০/-. (১৩) ২১২৩১০৪২, হ্যান্ড ব্রেক কেবল অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি, ₹ ১,৯৭,৭৯০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩০.১১.২০২৩, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট :** (১৪) ০৭২৩১০৭৯এ, প্রি-ল্যামিনেটেড শেডেড কম্প্রেগ শিট (একদিক শেডেড), সাইজ : ১৮৩০ মিমি x ১২২০ মিমি x ৩ মিমি আরডিএসও স্পেসি নং সি-কে৫১৩ (রিভ ১) অফ অগাস্ট ২০২৩, শেড কোড নং এনএটি-এসপি-০৫-এর প্রাপ্যতা, ₹ ১,৩৮,২৮০/-. (১৫) ১৫২৩৫১৫৮, কারিগরী স্পেসিফিকেশন অ্যানেক্সার এ অনুযায়ী জামালপুর ফ্রেট ইয়ার্ডের জন্য ইওটি ক্রেন ২০ টন সরবরাহ ও চালুকরণ, ₹ ১,১২,২০০/-. (১৬) ২০২৩২১৯০এ, অটো ড্রপিং ডিভাইসের ব্যবস্থা সহ ৩ ফেজ প্যান্টোগ্রাফের উপযুক্ত মেটালাইজড কার্বন স্ট্রিপ, ₹ ১,৬২,৯৬০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০১.১২.২০২৩, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট :** (১৭) ০৪২৩৫০৪২, অ্যানেক্সার-২ অনুযায়ী হয়েস্ট ও গিয়ার অ্যাসেম্বলির সেটের প্রাপ্যতা, ₹ ৫,৩৭,৫৬০/-. (১৮) ১৫২৩৫১০৫, ম্যাগনেটিক পার্টিকল ইনস্পেকশন উপকরণ, ₹ ১,৯৮,২৪০/-. (১৯) ২১২৩১১২২, বোলস্টার স্প্রিং ইনার ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. (২০) ২১২৩১৪১২এ, এনএলবি বোগির জন্য কনস্ট্যান্ট কন্ট্যাক্ট পলিইউরেথিন সাইড বিয়ারার প্যাড অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি, ₹ ৪,৯২,৯২০/-. (২১) ২১২৩১৪৬৮, বিএমবিএস বোগির জন্য ব্রেক হেড ইত্যাদি, ₹ ৫,৯১,১৭০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৪.১২.২০২৩, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট :** (২২) ০৮২২১৪৯৯, প্রচলিতের জন্য ড্রাই টাইপ রিটার্ন এয়ার ফিল্টার ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. (২৩) ০৮২৩১০৭৯, প্রচলিত কোচের জন্য ব্যাটারি বক্সের প্রাপ্যতা, ₹ ১,৭২,৪৩০/-. (২৪) ১৫২৩৫১৫০, অ্যানেক্সার/ডিবিএম/কেপিএ অনুযায়ী এএমসি সহ ডায়নামিক ব্যালেন্সিং মেশিন (টার্নকী ভিত্তিতে) সরবরাহ ও চালুকরণ, ₹ ৭০,০৮০/-. (২৫) ২০২৩৫০৩২, মোটর ও স্টার্টিং ক্যাপাসিটর সহ অয়েল পাম্প, ₹ ১,১৪,৬৫০/-. (২৬) ২০২৩৫০৩৮, ২৫ কেভি এসি ইএমইউ-এর জন্য মেন সিলিকন রেক্টিফায়ার ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,১৫,১৭০/-. (২৭) ২০২৩৫০৪৩, এয়ার কম্প্রেসর (মোটর সহ), রেসিপ্রোকেটিং টাইপ তিন সিলিন্ডার, দুই স্টেজ, হরাইজন্টাল টাইপ, পাইপ ভেন্টিলেটেড, অয়েল পাম্প সহ একটি সম্প্রসারিত ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটের মধ্যে দিয়ে সরাসরি, অয়েল ফিল্টার ইত্যাদি। ফ্রি এয়ার ডেলিভারি ১০০০ এলপিএম ও বেশি ইএমইউ/মেমুর জন্য, ₹ ১২,৩৫,৭৬০/-. (২৮) ২১২৩১০৭১, বিওএক্সএন ওয়াগনের জন্য এম্পটি লোড ডিভাইস আইআর-ইএলডি-১০ ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. (২৯) ২১২৩১১২৩, পিওএইচ কিট ৩৫৫ মিমি ব্রেক সিলিন্ডার ইত্যাদি, ₹ ০/-. (৩০) ২১২৩১২৮৪, বিএলসি ওয়াগনের জন্য "এল" টাইপ কম্পোজিশন ব্রেক ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. (৩১) ২১২৩১৪৭৬, বিএমবিএস বোগির ইত্যাদির জন্য পিন ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৭১,৯৯০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৫.১২.২০২৩, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট :** (৩২) ২১২৩১০৯৯, প্যাসেঞ্জার ডি.ভি.র রিলে ভালভের পিওএইচ কিট ইত্যাদি, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৭.১২.২০২৩, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট :** (৩৩) ১৫২৩৫১৬৪, হট অ্যাক্সল বক্স ডিটেক্টর (এইচবিডি)/অটোমেটিক অ্যাক্সল বক্স টেম্পারেচার রেকর্ডিং সিস্টেম। এলজি/সোনি/স্যামসুং/মাইক্রোম্যাক্স প্রস্তুত একটি ৩২" এলইডি টিভি সহ অটোমেটিক অ্যাক্সল বক্স টেম্পারেচার সিস্টেম সরবরাহ, ফিটিং, ফিক্সিং ও স্থাপন তৎসহ একটি মিনি পিসি ডুয়াল কোর/কোর ২ ডুয়ো/সেলেরন অথবা সমপ্রকৃতির, ২ জিবি প্রোসেসর র‍্যাম, ১, কম পোর্ট, সাটা এইচডিডি ৩.৫"/২.৫", ইউএসবি ২ পোর্ট ওয়ারেন্টি সহ আইআরএস নিয়ম ও শর্তাবলী অনুযায়ী। বিস্তারিত বিবরণ ও স্পেসিফিকেশন অ্যানেক্সার এ অনুযায়ী, ₹ ১,০৮,১৭০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৮.১২.২০২৩, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট :** (৩৪) ১৫২৩৫১৪৭, অ্যানেক্সার এ অনুযায়ী কয়েল স্প্রিংয়ের জন্য এয়ারলেস সেন্ট্রিফিউগাল শট ব্লাস্টিং প্লান্ট ফাউন্ডেশন, স্থাপন ও চালুকরণ, ₹ ১,২২,০০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৮.১২.২০২৩, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট :** (৩৫) ১৫২৩৫১৩৭, এলএইচবি ও আইআরওয়াই কোচের জন্য কয়েল স্প্রিং স্ক্র্যাগিং ও লোড ডিফ্লেকশন টেস্টিং মেশিন অ্যাক্সিয়াল শ্যাফট সহ সরবরাহ ও চালুকরণ, ₹ ৪,২৩,১৬০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৬.১২.২০২৩, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট :** (৩৬) ০৮২৩১০৫৮, ভি-ডিপ গ্রুভ অল্টারনেটর পুলি ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৫২,২২০/-. (৩৭) ০৮২৩১৪৮৬, ব্যাটারি বক্স কভার ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৬০,২৫০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৪.০১.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট :** (৩৮) ১১২৩১৮২১, ডবল অ্যাক্টিং হাইড্রলিক টেলিস্কোপিক শক অ্যাবজর্বার ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২২.০১.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট :** (৩৯) ০৮২৩১০৫৬, বেল্ট টেনশনিং ডিভাইস অ্যাসেম্বলি ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৯.০১.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট :** (৪০) ০৮২৩১৪৮৪, আরডিএসও অনুযায়ী ১১০০ এএইচ সেলের জন্য ব্যাটারি বক্স ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৯৭,৯৭০/-. (৪১) ০৮২৩১৫১২, অ্যাক্সল পুলির জন্য ফাস্টনার অ্যাসেম্বলির প্রাপ্যতা, ₹ ০/-.**টেন্ডার মূল্য :** প্রতিটির জন্য ₹ ০/-। **দ্রষ্টব্য :** উপরিল্লিখিত সকল টেন্ডার হল ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডার সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (Stores-50/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

দূষণে অত্যন্ত ভয়ানক পরিস্থিতি, চিন্তায় বিজ্ঞানীরা

বিশ্বের রেকর্ড অনুযায়ী এই মুহূর্তে সব থেকে দুষিত শহরের মধ্যে ভারতের তিনটি শহরের নাম উঠে এসেছে। তার মধ্যে দিল্লি একটা। রয়েছে কলকাতা ও মুম্বই। দিল্লির বাতাসের গুণগত মান অত্যন্ত ভয়ানক পর্যায়ে। এই পরিস্থিতিতে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত রাজধানীর প্রাথমিক স্কুলগুলি বন্ধের নির্দেশ দিল সরকার। আন্তর্জাতিক পরিবেশ গবেষণা সংস্থা সুইস গ্রুপ আই কিউএয়ারের রিপোর্ট- রবিবার দিল্লির বাতাসের গড় গুণগত মান ছিল ৪৮৩। বেশির ভাগ এলাকার বাতাসের গুণগত মান চারশোর উপরে। এর জেরে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তকমা পেয়েছে ভারতের রাজধানী। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে দিল্লির শিক্ষামন্ত্রী অতিশী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রাথমিক স্কুলগুলি বন্ধ রাখার কথা জানান। তবে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস হবে। তাদের জন্য অনলাইনে ক্লাসের বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে ৩ এবং ৪ নভেম্বর রাজধানীর সব প্রাথমিক স্কুলগুলি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দূষণ পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় সেই মেয়াদ বাড়ানো হল। গতকালই চিকিৎসকরা জানান, রাজধানীতে শ্বাসগ্রহণে শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা ২৫-৩০টি সিগারেট পানের সমান। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, রবিবার সকাল ৭টা নাগাদ দিল্লির বাতাসের গুণগত মান ছিল ৪৬০। শনিবার দিল্লির বাতাসের গড় গুণগত মান ছিল ৪১৫। বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্বাসকষ্ট, চোখ জ্বালার মতো উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। বিশেষত অসুস্থ হয়ে পড়ছে শিশু ও প্রবীণরা। গতকালই চিকিসকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন, গর্ভস্থ শিশুর ফুসফুসের ক্ষতি হতে পারে মারাত্মক দূষণের জেরে। এদিকে পরিবেশবিদদের দাবি, দূষণের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে পশুপাখিদের উপরে। বায়ুদূষণ ঠেকাতে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে দিল্লি পৌরনিগম। গতকালই জানা গিয়েছিল, নজরদারি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে ৫২টি দল গঠন করে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। পূর্ত দপ্তর ৬০টি ধোঁয়াশা প্রতিরোধী কামান ব্যবহার করছে। যুদ্ধকালীন তপরতায় কাজ করছেন সংশ্লিষ্ট পুরকর্মীরা। রবিবার দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রাই জানান, দূষণ পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে রাজধানীতে নির্মাণ কাজ পুরোপুরি বন্ধ করা যায় কি না ভাবছে দিল্লি সরকার। ভিন রাজ্যের যানবাহন দিল্লিতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার কথাও ভাবা হচ্ছে। এছাড়াও এর পর বিএস ৩ পেট্রোল এবং বিএস ৪ ডিজেল গাড়ির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতে পারে।

তৃতীয় দিন দিল্লির বাতাসে বিষ! রাজধানীর চিকিৎসকদের বক্তব্য, শহরের বায়ুদূষণ মারাত্মক পর্যায় ছুঁয়ে ফেলেছে। শ্বাসগ্রহণে শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা ২৫-৩০টি সিগারেট পানের সমান। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, শনিবার সকালের রাজধানীর বাতাসের গুণগত মান ছিল ৫০৪। স্বাস্থ্যকর মানের (০-৫০) তুলনায় যা অনেক বেশি। এর ফলেই এদিনও ধোঁয়াশায় চাদরে ঢাকা ছিল দিল্লি।

দিল্লির দূষণ নিয়ে একদিকে যখন নেতা-মন্ত্রীদের দায় ঠেলাঠেলি শুরু হয়েছে, অন্যদিকে উদ্বিগ্ন চিকিৎসকরা। মেদান্তা হাসপাতালের চিকিৎসক অরবিঃদ কুমারের বক্তব্য, শিশু ও বৃদ্ধরা তো বটেই, মাত্রাছাড়া দূষণে বড় ক্ষতি হচ্ছে গর্ভস্থ শিশুদের। মায়ে শ্বাসের মাধ্যমে বিষাক্ত বাতাস পৌঁছে যাচ্ছে গর্ভে থাকা শিশুর ফুসফুসে। তা প্রবাহিত হচ্ছে রক্তে। এর ফল ভয়ংকর হতে পারে। অকাল প্রসবের সম্ভাবনা-সহ নানা ক্ষতি হতে পারে শিশুর। এই পরিস্থিতিতে দিল্লিবাসীকে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। এদিকে দিল্লি পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাইয়ের দাবি, শুধু দিল্লি নয়, গোটা উত্তর ভারত দুষণে সমস্যায় ভুগছে। এর জন্য পড়শি রাজ্য উত্তরপ্রদেশ এবং হরিয়ানাকে দায়ী করেছেন তিনি। গোপালের দাবি, দিল্লির দূষণের জন্য ৬৯ শতাংশ দায়ী প্রতিবেশী রাজ্যগুলি। দিল্লির দূষণের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রীর সদিচ্ছা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন গোপাল। এদিকে বায়ুদূষণ ঠেকাতে সক্রিয় হয়েছে দিল্লি পুরনিগম। এই বিষয়ে নজরদারি চালাতে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে ৫২টি দল গঠন করে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। পূর্ত দপ্তর ৬০টি ধোঁয়াশা প্রতিরোধী কামান ব্যবহার করছে। যদিও ভয়াবহ দূষণ ঠেকানোর কোনও রাস্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

সৌর ঝড়!

আগামিকাল শনিবার, ৪ নভেম্বর পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়তে চলেছে শক্তিশালী সৌর ঝড়। সতর্ক করছেন বিজ্ঞানীরা। ২০০৩ সালে এক হ্যালোইনে এমনই সৌর ঝড় উঠেছিল, যার ধাক্কায় সুইডেনে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল এক ঘণ্টার জন্য। এবার ৩১ অক্টোবর তেমন কিছু না ঘটলেও ৪ নভেম্বর ধেয়ে আসছে সৌর ঝড়। যার মূলে রয়েছে ওই হ্যালোইনের দিনই সূর্যে আচমকা সৃষ্টি হওয়া শিখার ঝলকানি। এক মহাকাশ আবহাওয়া সংক্রান্ত ওয়েবসাইট দাবি করছে, সৌরচুম্বকীয় শিখার দাপটে তৈরি হয়েছে আগুনের ঝাপট। আর তার ফলেই শনিবার পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসতে পারে করোনাল মাস ইজেকশন। প্রাথমিক ভাবে এই ঝড়কে শনাক্ত করেছিল নাসা। কিন্তু ধারণা ছিল, হয়তো পৃথিবীকে স্পর্শ করবে না এই ঝড়।

ছট উৎসবের জন্য উত্তর ভারতের অভিমুখে রেলের টিকিটের ব্যাপক চাহিদা

কলকাতা, ৭ নভেম্বর ঃ সামনেই জনপ্রিয় ছট উৎসব। যতদিন এগিয়ে আসছে দেশের বিভিন্ন অংশে বিশেষত উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আসন্ন ছট উসবকে ঘিরে আনন্দ ,আগ্রহ এবং উত্তেজনা বাড়ছে। প্রতিবছর শ্রদ্ধা ও ভক্তির এই উৎসব দেশের বিভিন্ন কোণ থেকে ভক্তদের উত্তর ভারতে বাড়িতে ফেরার বিরাট সাক্ষী বহন করে । ছট

উৎসব যতই ঘনিয়ে আসছে, রেলের টিকিটের অভূতপূর্ব চাহিদা দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে উত্তর ভারতগামী এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে। নিয়মিত যাত্রার ট্রেনগুলিতে বিশাল অপেক্ষা তালিকা, যেমন ১৩১৮৫ গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস (১৪.১১.২০২৩ তারিখে ওয়েটিং লিস্ট তালিকা- স্লিপার- ৩৯৯,রেগলেট,এসি ৩ টায়ার-১৪৪, এসি ২ টায়ার -৪৯ ১৫.১১.২০২৩ তারিখে ওয়েটিং লিস্ট তালিকা .স্লিপার - এসি ৩ টায়ার -১৪৬, এসি ২ টায়ার -৫৩ ১৬.১১.২০২৩ তারিখে ওয়েটিং লিস্ট তালিকা- স্লিপার - ৩ক-১৪০, ২ক-৭৩), ১৩০১৯ বাঘ এক্সপ্রেস এক্সপ্রেস (১৪.১১.২০২৩ তারিখে ওয়েটিং লিস্ট তালিকা স্লিপার- ৪০০,এসি ৩ টায়ার-১৩৩ (১৫.১১.২০২৩ তারিখে ওয়েটিং লিস্ট তালিকা- স্লিপার- ৪০০,এসি ৩ টায়ার-১৫৭ (১৬.১১.২০২৩ তারিখে ওয়েটিং লিস্ট তালিকা-স্লিপার- ৪০০,রেগলেট,এসি ৩ টায়ার-১৪৮, ১৫০৪৭ পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস এক্সপ্রেস (১৪.১১.২০২৩ তারিখে ওয়েটিং লিস্ট তালিকা - স্লিপার- ৩৮৯,এসি ৩ টায়ার-১২৯, রেগলেট, এসি ২ টায়ার -৪৮(১৬.১১.২০২৩ তারিখে ওয়েটিং লিস্ট তালিকা- স্লিপার- ৩৯৫,এসি ৩ টায়ার-১৮০, রেগলেট, এসি ২ টায়ার -৬২, ১৩১৫৫ মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস ১৬.১১.২০২৩ তারিখে ওয়েটিং লিস্ট তালিকা- স্লিপার- এসি ৩ টায়ার-১১৪, এসি ২ টায়ার -৫৮,এবং ১৩১০৫ বালিয়া এক্সপ্রেস এক্সপ্রেস (১৪.১১.২০২৩ তারিখে ওয়েটিং লিস্ট তালিকা- স্লিপার-এসি ৩ টায়ার-৮৭, এসি ২ টায়ার -৩১ ১৫.১১.২০২৩ তারিখে ওয়েটিং লিস্ট তালিকা .স্লিপার - এসি ৩ টায়ার -৯৬, রেগলেট,এসি ২ টায়ার -৪৮ ১৬.১১.২০২৩ তারিখে ওয়েটিং লিস্ট তালিকা- স্লিপার - ৩ক-১০৬, ২ক-৩১) । সেকেন্ড এসি (২ক), থার্ড এসি (৩ক) এবং স্লিপার ক্লাসে টিকিটের অপরিসীম চাহিদার এই বৃদ্ধি উত্তর ভারতের জনগণের কাছে ছট উৎসবের তাৎপর্য এবং এই উৎসবকালীন সময়ে তাদের প্রিয়জনদের সাথে থাকার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষাকে নির্দেশ করে। ইস্টার্ন রেলওয়ে ছট উৎসবের গুরুত্ব এবং এর সাথে সংযুক্ত আবেগ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। রেলের টিকিটের অভূতপূর্ব চাহিদা মেটাতে, পূর্ব রেল বেশ কিছু সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছে। জনপ্রিয় রুটে টিকিটের প্রাপ্যতা যথাযথ করার পাশাপাশি, ইস্টার্ন রেলওয়ে ভ্রমণকারী ভক্তদের চাহিদা মেটাতে এবং মূল গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য হাওড়া, আসানসোল, মালদা এবং ভাগলপুর থেকে বিশেষ ফেস্টিভ্যাল ট্রেন চালাবে। ইস্টার্ন রেলওয়ে ছট উৎসবের সময় ভ্রমণের পরিকল্পনা করা সমস্ত যাত্রীদের, তাদের ভ্রমণের পরিকল্পনা আগে থেকেই করতে উসাহিত করে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ টিকিটের চাহিদা বাড়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, তবে ভ্রমণ পরিকল্পনা সুরক্ষিত করতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টিকিট বুক করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণ

ধলাই(ত্রিপুরা), ৭ নভেম্বর ঃ উত্তর পূর্বাঞ্চলকে কেন্দ্র করে গোটা দেশে রয়েছে অনেক অহেতুক মিথ এবং মিথ্যা বা ভ্রান্ত ধারণা । এর ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষদের বহুবার লাঞ্ছিত হতে হয়েছে নিজের দেশেরই অন্য প্রান্তে । এই অবস্থার অবসানের লক্ষ্যে স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ পূর্তিতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে পাঁচ নভেম্বর থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে শুরু হয়েছে পনেরো দিনের শিক্ষামূলক ভ্রমণ। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পরবর্তী প্রজন্ম অর্থা পড়ুয়ারা আসছেন উত্তর পূর্বাঞ্চলকে জানতে । মঙ্গলবার ধলাই জেলার কমলপুরে এই বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মিলিত হন বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মকর্তারা। প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামূলক ভ্রমণে ধলাই জেলায় আসা রাজস্থানের বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মকর্তা রাগিণী কুর্মি। ছিলেন বিদ্যার্থী পরিষদের ধলাই জেলার কর্মকর্তা আশিস দেববর্ম এবং রাজ্য কর্মকর্তা সুস্মিতা দেব । রাগিণী কূর্মি জানান, বিদ্যার্থী পরিষদ গোটা দেশকে একসূত্রে বেঁধে নেওয়ার স্বপ্ন ও লক্ষ্য বাস্তবিক অর্থে পূরণ করতে বদ্ধ পরিকর। এই লক্ষ্যে ১৯৯৬ থেকে আন্ত রাজ্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ চলছে। এবছর স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যে পাঁচ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত থাকবেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীরা । রাগিণী রয়েছেন ধলাই জেলার দায়িত্বে। এই ভ্রমণ চলাকালীন তারা ত্রিপুরার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে হাতে কলমে জানতে পারবেন। বিদ্যার্থী পরিষদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ। এই উদ্যোগে উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে বৃহত্তর ভারতবর্ষের পরবর্তী প্রজন্মের ধারণা যে অনেকটা বদল হবে তাও মনে করছেন মানুষ।

দুবাই-এ দীপাবলি গ্র্যান্ডুর, যেখানে বিলাসিতা প্রথা হিসেবে মিলিত হয়

কলকাতা, ৭ নভেম্বর ঃ দিওয়ালি মরসুমে আপনার প্রিয়জনের সাথে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি তৈরি করুন। অনন্য অফার উপভোগ করুন, দুর্দান্ত পুরস্কার জেতার সুযোগ পান এবং শহরের বিভিন্ন জুয়েলার্সে নিখুঁত উপহার পান। উপরন্তু, শহর জুড়ে কিছু সেরা রেস্তোরাঁয় হৃদয়গ্রাহী খাবার, ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং লোভনীয় সুস্বাদু খাবার উপভোগ করুন। বৈশ্বিক গ্রাম- গ্লোবাল ভিলেজে দীপাবলি উদযাপন করুন, যেখানে আপনি চিত্তাকর্ষক বলিউড শো উপভোগ করতে পারেন, চিত্তাকর্ষক ভারতীয় প্যাভিলিয়নে খাঁটি শিল্প, কারুশিল্প এবং পারফরম্যান্স উপভোগ করতে পারেন। আপনি ভারতীয় চাট বাজারে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় রাস্তার খাবারের স্বাদ নিতে পারেন, চমৎকার ভারতীয় রেস্তোরাঁয় খেতে পারেন এবং আরও অনেক কিছু। লা পার্লে, লা পার্লেতে ভিজ্যুয়াল এক্সট্রাভ্যাঞ্জায় ভিজিয়ে নিন এবং আপনার পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে অত্যাশ্চর্য পারফরম্যান্সের সাক্ষী হন।দুবাই জুয়েলারি গ্রুপ- দীপাবলির চেতনায়, দুবাই জুয়েলারি গোষ্ঠী একটি বিস্তৃত, শহর ব্যাপী খুচরা উদ্যোগের আয়োজন করছে যা দুবাই জুড়ে মর্যাদাপূর্ণ জুয়েলারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

বিখ্যাত জুয়েলার্স একচেটিয়া দীপাবলি কালেকশন প্রদর্শন করবে, ক্রেতাদের একচেটিয়া ডিল, উদার ডিসকাউন্ট, কেনার সময় প্রশংসাসূচক উপহার এবং একটি লোভনীয় র‍্যাফেল সহ এইডি ১৫০,০০০ মূল্যের গয়না ভাউচার ৩০ জন বিজয়ীর মধ্যে বিতরণ করা হবে। আমারা রেস্টুরেন্ট আমরা রন্ধনসম্পর্কীয় আবিষ্কারের একটি যাত্রা যা যুগ যুগ ধরে বাণিজ্য পথের প্রাচীন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিস্তৃত যা আজ সিল্ক রোড নামে পরিচিত অর্ধেক বিশ্বের বিস্তৃত। কিউরেটেড মেনু ঐতিহাসিক রুট বরাবর ভ্রমণ এবং শেয়ার করা স্বাদ এবং কৌশলের বৈচিত্র্য উদযাপন করে!

কৃষ্ণনগর সিটি জংশন এ পুনর্নির্মাণ কাজ সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের সাথে আধুনিকতার মিশ্রণ

কলকাতা, ৭ নভেম্বর ঃ অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে, পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের জন্য বিশ্বমানের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে জোন জুড়ে বিভিন্ন স্টেশনে পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কৃষ্ণনগর সিটি জং রেলওয়ে স্টেশন তার গভীর-মূল ঐতিহাসিক তাৎপর্যের জন্য দাঁড়িয়ে আছে কারণ প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে কৃষ্ণনগর ছিল বাংলার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এখন এই উদ্যোগের অংশ হবে। এই পুনঃউন্নয়ন উদ্যোগে অগ্রগতির প্রতিটি বিবরণ সর্বোচ্চ স্তরে পরিদর্শন করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি হল কৃষ্ণনগর সিটি জং রেলওয়ে স্টেশনকে আধুনিকীকরণ এবং পুনরুজ্জীবিত করার জন্য স্টেশনটিকে বর্তমান দিনের অর্থনৈতিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার জন্য গত ৬ আগস্ট, ২০২৩-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, পূর্ব রেলওয়ের আন্ত ঃবিভাগীয় দলের নিরন্তর এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে অমৃত ভারত প্রকল্পের সূচনা থেকে তার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করছেন। ব্যাপক পুনঃ উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত মূল উদ্যোগগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফ্লোরিং- একটি বিস্তৃত ৬০০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে, স্থায়িত্ব এবং নান্দনিক আবেদন নিশ্চিত করতে স্টেশনের মেঝে একটি উল্লেখযোগ্য আপগ্রেডের মধ্য দিয়ে যাবে। পিএফ শেড- ১২৪০ বর্গমিটার জুড়ে একটি আধুনিক, প্রশস্ত পিএফ শেড নির্মাণ করা হবে যাতে তাদের ট্রেনের জন্য অপেক্ষারত যাত্রীদের আশ্রয় এবং সুবিধা প্রদান করা হবে। সঞ্চালন এলাকা- স্টেশন চত্বরে যাত্রী চলাচলের সুবিধার্থে ৫০০০ বর্গমিটারের একটি বিস্তৃত পরিচলন এলাকা সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করা হবে। বসার ব্যবস্থা- ২৫০টি মসৃণ এবং আরামদায়ক বসার চেয়ারের ব্যবস্থা সহ, যাত্রীরা একটি আরামদায়ক এবং সুবিধাজনক অপেক্ষার অভিজ্ঞতার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। ফ্যাসাড আপলিফটিং কাজ- স্টেশনের সম্মুখভাগটি একটি বিস্তৃত উত্থান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে, এটির দৃষ্টি আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলবে এবং পুনঃউন্নয়ন প্রকল্পের আধুনিক সারমর্মকে প্রতিফলিত করবে।ওয়েটিং এরিয়া- একটি নির্দিষ্ট ওয়েটিং এরিয়া স্থাপন করা হবে, যা যাত্রীদের তাদের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করার সময় একটি আরামদায়ক এবং সুবিধাজনক জায়গা প্রদান করবে। টয়লেট আপগ্রেডেশন- সমস্ত যাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্যবিধি, অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং আরাম নিশ্চিত করতে স্টেশনের বিশ্রামাগার সুবিধাগুলি উল্লেখযোগ্য উন্নতির মধ্য দিয়ে যাবে। ইঞ্জিনিয়ারিং চুক্তি ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে এবং এসটি চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে, কৃষ্ণনগর স্টেশনের পুনঃউন্নয়ন প্রকল্পটি সমস্ত যাত্রীদের জন্য সামগ্রিক যাতায়াতের অভিজ্ঞতাকে উন্নত করতে প্রস্তুত। প্রকল্পটি তার সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে আরও আপডেটের জন্য সাথে থাকুন। সংক্ষেপে, কৃষ্ণনগর শহরের পুনঃউন্নয়ন। রেলওয়ে স্টেশন, পূর্ব রেলওয়ের অধীনে শিয়ালদহ শহরতলির রেলওয়ে ব্যবস্থার একটি প্রধান উপাদান, রাজ্যের রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে একটি ওভারহল আনার জন্য প্রস্তুত, যা যাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের উভয়ের জন্য উন্নত মানের অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দেয়।

সুরসাগর থেকে মনোনয়ন জমা কংগ্রেস প্রার্থী শেহজাদ খানের

যোধপুর, ৭ নভেম্বর ঃ রাজস্থানের সুরসাগর থেকে কংগ্রেস প্রার্থী শাহজাদ খান রিটার্নিং অফিসারের সামনে মনোনয়নপত্র পেশ করেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের তিনি বলেন, তাঁর প্রথম অগ্রাধিকার হবে বিধানসভা কেন্দ্রে একটি খেলার মাঠসহ মহিলাদের জন্য একটি পার্ক তৈরি করা। পাশের বস্তির বাসিন্দাদের পাট্টা নিয়েও কাজ করবে তারা। শেহজাদ খান সোমবার সকালে কর্মীদের নিয়ে মনোনয়ন জমা দিতে আসেন। সেখানে সাংবাদিকদের তিনি জানান, খেলাধুলা ও মহিলা পার্ককে তিনি পরবর্তীকালে প্রাধান্য দেবেন। বিধানসভা নির্বাচনে মনোনযন় জমা দেওয়ার শেষ দিনে শাহজাদ খান ছাড়াও অনেক প্রার্থী এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেন।

হীরালাল সামারিয়াকে প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি,৭ নভেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের (সিআইসি) প্রধান তথ্য কমিশনার হিসাবে শপথ নিলেন হীরালাল সামারিয়া। সোমবার তাঁকে প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মু। সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের (সিআইসি) প্রধান তথ্য কমিশনার হিসাবে হীরালাল সামারিয়াকে শপথবাক্য পাঠ করান। শপথবাক্য পাঠ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গ্লাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

HNG HNG Leaders in Glass Containers

সিন ঃ এল ২৬১০৯ ডব্লুবি ১৯৪৬পিএলসি ০১৩২৯৪

রেজিঃ অফিস- ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ফোন- ০৩৩-২২৫৪৩১০০ ফ্যাক্স- ০৩৩-২২৫৪৩১৩০

ই-মেইল- cosechngil.com ওয়েবসাইট-www.hngil.com (শেয়ার ডেটা ছাড়া প্রতি লাখ)

ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ শেষ হওয়া

এস এল নং	বিবরণ	তিন মাস শেষে			অর্ধেক বছর শেষে		বছর শেষে
		৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৬.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩০.০৯.২০২২	৩০.০৯.২০২৩	৩১.০৩.২০২৩
		(অনিরীক্ষিত)			অনিরীক্ষিত		(নিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয়	৬১,২০২	৭০,১০৫	৫৭,২২২	১,৩১,৩০৮	১,২০,৬৩২	২,৪৫,৭২৩২
২।	শুদ্ধ মুনাফা (ক্ষতি)ট্যাক্সের আগে	৬,৫০৫	৮,৭১৭	১০,৬৯৮	১৫,২২২	২৪,৪৪১	২৩,২৯০
৩।	শুদ্ধ মুনাফা (ক্ষতি)ট্যাক্সের পরে	৬,৪৯৫	৮,৭০৭	(১০,৬৯৮)	১৫,২০১	২৪,৪৪১	(২৩,৩৩২)
৪।	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় এর জন্য নিট লাভ (লোকসান) সমন্বিতসময়কাল কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)	৬,৪৭১	৮,৬৮৩	১০,৫৯১	১৫,১৫৪	(২৪,২২৮)	(২৩,৪২৬)
৫।	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ২ টাকা)	১,৭০১	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১
৬।	নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো অন্যান্য ইকুইটি - - - - -	—	—	—	—	—	(১,০১,৫৫৪
৭।	শেয়ার প্রতি আয় (টাকা ২- প্রতিটি) ৩১.০৩.২০২৩ এ,মৌলিক ও পাতলা ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিক পরিসংখ্যানের জন্য বার্ষিক নয়)	৭.২৫	৯.৭২	(১১.৯৫)	১৬.৯৭	(২৭.২৯)	২৬.০৫

মন্তব্য

১ উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি ০৭ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ০৭ নভেম্বর, ২০২৩-এ রেজোলিউশন প্রফেশনালের সভাপতিত্বে পরিচালকদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

২ উপরেরটি সেবি- এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা)রেগুলেশনস, ২০১৫। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেমন www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com-এ পাওয়া যায় এবং এখানেও পাওয়া যায়।কোম্পানির ওয়েবসাইট যেমন www.hngil.com

৩ পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যান যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠনপুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

(সঞ্জয় সোমানি)
পরিচালক
ডিন-০০১২৪৫৩৮
স্থান- কলকাতা, তারিখ- নভেম্বর ০৭, ২০২৩

গিরিশ শ্রীরাম জুনেজা
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
স্থান- কলকাতা
তারিখ- নভেম্বর ০৭, ২০২৩

Name Change

I SWAPAN BISWAS, S/O LATE CHITTARANJAN BISWAS, R/O SAHID GANESH DUTTA ROAD, FARIDPUR PALLY, P.O. PIRATI, NORTH DUMDUM (M), P.S. NIMTA, DIST- NORTH 24 PARGANAS, PIN-700051, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAPAN KUMAR BISWAS, VDIE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/11/2023. SWAPAN KUMAR BISWAS AND SWAPAN BISWAS SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I JULIA BEGUM, W/O MD. YUSUF, R/O 8N/3, TOPSIA 2ND LANE, P.O & P.S. TILJALA, KOLKATA - 700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAZIA SULTANA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/11/2023. JULIA BEGUM AND RAZIA SULTANA, SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SHYAMAL KUMAR MANDAL, S/O MOHANLAL MANDAL, R/O BASUDEBPUR, BISHRA RAMNAGAR, DIAMOND HARBOUR, PIN-743504, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHYAMAL MANDAL, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/11/2023. SHYAMAL MANDAL AND SHYAMAL KUMAR MANDAL SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I MD RUHUL AMIN MOLLA, S/O AMANAT MOLLA, R/O VILL-CHARGACHIYA, P.O. KALASH, P.S. MOGRAHAT, DIAMOND HARBOUR, PIN-743609, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUHUL AMIN MOLLA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/11/2023. RUHUL AMIN MOLLA AND MD RUHUL AMIN MOLLA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I BINOY DAS, S/O MOHINI DAS, R/O MAJHERPARA, BARUI PARA, P.S. SINGUR, HOOGHLY RURAL, PIN-712306, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BINAY KUMAR DAS, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/11/2023. BINAY KUMAR DAS AND BINOY DAS SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SANJIT BISWAS, S/O MUKUNDA PRASAD BISWAS, R/O HARITOLA, PASCHIM HARIDANGA, NADIA, PIN-741502, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJIB BISWAS, VDIE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/11/2023. SANJIT BISWAS AND SANJIB BISWAS SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I MUKESH DUBEY,SON OF SATISH CHANDRA DUBEY, RESIDING AT 58/2A HAZRA PARA LANE,PO-BALLY, HOWRAH - 711201, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUKESH KUMAR DUBEY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/11/2023.THAT MUKESH DUBEY AND MUKESH KUMAR DUBEY ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I DIPA DAS SARKAR, D/O DILIP DAS, R/O MAJHERCHAR, 6 NO WARD, KALYAN, NADIA, PIN-741251, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPA DAS, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/11/2023. DIPA DAS SARKAR AND DIPA DAS SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I LATA CHHETRI UPADHYAYA, W/O PANKAJ UPADHYAYA, R/O BL B, 4TH FLR, ISHANI-V, FL NO 4A, SRCM ROAD, NEAR UBI TEHTULTALA, RAJARHAT GOPALPUR (M), NORTH 24 PARGANAS, PIN-700136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LATA CHHETRI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/11/2023. LATA CHHETRI UPADHYAYA AND LATA CHHETRI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I HUSNAARA KHATOON, D/O ASGAR ALI KHAN, R/O MOHIRAMPUR, BARASTA, P.S. FALTA, DIAMOND HARBOUR, PIN-743504, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HUSSAINARA KHATUN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/11/2023. HUSSAINARA KHATUN AND HUSNAARA KHATOON SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I PORITOSH ROY, S/O GANGADHAR ROY, R/O FATULLAPUR MILANGARH, NIMTA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700049, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PORITISH ROY, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/11/2023. PORITOSH ROY AND PORITISH ROY SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I AFRIN PARWEEN, W/O MOHAMMAD NAUSHAD, R/O 10, WALIULLAH LANE, P.S. TALTALA, KOLKATA -700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AFRIN PARWEEN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/11/2023. AFRIN PARWEEN AND AFREEN PARVEEN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SK ANISH, S/O SK SAHAZADA, R/O 2/H/10, RADHA GOBINDA SAHA LANE, JHOWTALA ROAD, P.S. KARAYA, KOLKATA -700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ANIS, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/11/2023. SK ANISH AND SK ANIS SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SK SAHAJADA, S/O SK PIYARU, R/O 2/H/10, RADHA GOBINDA SAHA LANE, JHOWTALA ROAD, P.S. KARAYA, KOLKATA -700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SAHAZADA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/11/2023. SK SAHAJADA AND SK SAHAZADA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

NAME CHANGE

I **Ranjit Paul,** S/o Late Chittaranjan Paul, Residing at HA- 322/A/4, Salt Lake, Kolkata- 70097, have changed my name to **Ranjit Kumar Paul vide affidavit no : 7738** Dated 30.10.23 before 1st Class Judicial Magistrate, Bidhannagar. Henceforth, Ranjit Paul & Ranjit Kumar Paul is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mahuya Banerjee, D/o-Sri Bijon Banerjee, R/o - LR -275, ABL Township, VTC Durgapur (M Corp) P.O:ABL Township, Sub District: Bardhaman, Sub-Division: Durgapur, District: Pashchim Bardhaman, State: West Bengal, India, Pincode - 713206, have changed my name from Mahuya Bhattacharya, via affidavit sworn before 1st class Judicial Magistrate, Durgapur (04/11/23). Henceforth, Mahuya Banerjee & Mahuya Bhattacharya is the same & one identical person.

বিয়েতে প্রত্যাখ্যান প্রেমিকের, সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে আত্মঘাতী যুবতী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ নভেম্বর ঃ দীর্ঘদিন ধরে প্রেম, কিন্তু বিয়েতে অনীহা প্রেমিকের! বিয়েতে অনিচ্ছা, পরিবারের অপমান- সব মিলিয়ে অসহ্য পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল। আর সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সামাজিক মাধ্যমে সমস্ত ফাঁস করে আত্মহত্যার পথে হাঁটলেন যুবতী। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদার মানিকচক থানার নাজিরপুরের পূর্বপাড়ায় এলাকায়। ঘটনায় প্রেমিকের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছে মৃত যুবতীর পরিবার-সহ গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে মানিকচক থানার পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে। একটি সুইসাইড নোটও পাওয়া গেছে দেহের পাশ থেকে। মৃত যুবতীর নাম মিমি রায়। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে নাজিরপুরেরই বাসিন্দা মানব সরকারের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। যুবতী তাঁর পোস্টে অভিযোগ তুলেছেন, প্রেমিক মানব সরকার প্রতারণা করছিল। অন্য কারও সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল প্রেমিকের। এমনকি বিয়েও ঠিক হয়ে গিয়েছিল মানবের। গোটা বিষয় জানতে পেরে সোমবার প্রেমিকের বাড়িতে যান মিমি। তখনই প্রেমিকের পরিবারের লোকজন-সহ প্রেমিক নানা ভাবে অপমানিত করেন, পোস্টে সেই অভিযোগ তুলেছেন যুবতী। আর সেই কারণেই আত্মহত্যা, তাও স্পষ্ট অনেকটাই। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে ঘুমোননি মিমি। সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে আমগাছে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের অভিযোগ, এই গোটা ঘটনায় দায়ী মানব সরকার ও তার পরিবারের সদস্যরা। গ্রামবাসীদের দাবি, অভিযুক্ত প্রেমিক মানব সরকার প্রভাবশালী পরিবারের ছেলে। এই প্রভাব খাটিয়ে কোনওরকম ভাবে তদন্তে পুলিশ প্রশাসন যাতে কোনওরকম গাফিলতি না করে। সঠিক তদন্ত করে উপযুক্ত শাস্তি হোক প্রেমিকের, এমনই দাবি গ্রামবাসীদের। গোটা ঘটনায় মানিকচক থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠাচ্ছে। পাশাপাশি গোটা ঘটনা তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

দলসিংপাড়ায় তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৭ নভেম্বর ঃ বিজয়া সম্মেলনীর আয়োজন করা হল কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। দলসিংপাড়া বাজারের হাটখোলায় অঞ্চল তৃণমুলের পক্ষ থেকে বিজয়া সম্মেলনী আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন দলসিংপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মায়া আলে,উপপ্রধান দিলীপ থাপা,দলসিংপাড়া অঞ্চল তৃণমুলের চেয়ারম্যান গণেশ আলে সহ দলের নেতা ও কর্মীরা।বিজয়া সম্মেলনীতে মিষ্টিমুখ করানো হয় সকলের।

ভিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড

CIN: L57339WB1983PLC035628

রেজ অফিসঃ ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, ওল্ড বিল্ডিং, ১ম তল, রুম নং ১০৯, কলকাতা-৭০০ ০৬৯

যোগাযোগের নং ০৩৩-৪০০৭ ৬১৭৫

ওয়েবসাইটঃ www.viscotradeassociates.in ইমেল আইডিঃ tradevisco@gmail.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল(স্বতন্ত্র) ২য় ত্রৈমাসিক শেষে, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং	বিবরণ	তিন মাস শেষে ৩০.০৯.২৩ অনিরীক্ষিত	তিন মাস শেষে ৩০.৬.২৩ অনিরীক্ষিত	তিন মাস শেষে ৩০.০৯.২২ অনিরীক্ষিত	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.৯.২৩ অনিরীক্ষিত	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.৯.২২ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্তে ৩১.০৩.২৩ পরীক্ষিত
১	মোট আয়	৬৭৮৮.৮৯	৪০৬০.০৯	১৭৯৯.৫৪	১০৮৪৮.৯৭	২৭৯১.১৩	৭৬৮২.২৮
২	লাভ / ক্ষতি করের পূর্বে	৯৩৯.৩১	৭৮৮.৫৯	১৪৩.২৭	১৭২৭.৯০	(৩৮.৩৭)	(৯৫৫.১২)
৩	লাভ/ক্ষতি বছরের	৮২৩.৭৮	৭৮৮.৬৬	১৩৯.০৭	১৬১২.৪৪	(৪২.৫৭)	(৯৫৪.৯৭)
৪	অন্যান্য ব্যাপক লাভ/ (ক্ষতি) বছরে	২৭.২৭	০.০০	৬.২৬	২৭.২৭	১২.০৭	১২.০৭
৫	মোট ব্যাপক লাভ / (ক্ষতি) বছরে	৮৫১.০৫	৭৮৮.৬৬	১৪৫.৩৩	১৬৩৯.৭১	(৩০.৫০)	(৯৪২.৯০)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি)	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮
৭	শেয়ার প্রতি আয়- মুল ও মিশ্র	১৭.১৫	১৬.৪২	২.৯০	৩৩.৫৭	০.৮৯	১৯.৮৮

বার্ষিকিত নয়

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল(একত্রীকরণ) ২য় ত্রৈমাসিক শেষে, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং	বিবরণ	তিন মাস শেষে ৩০.০৯.২৩ অনিরীক্ষিত	তিন মাস শেষে ৩০.৬.২৩ অনিরীক্ষিত	তিন মাস শেষে ৩০.০৯.২২ অনিরীক্ষিত	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.৯.২৩ অনিরীক্ষিত	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.৯.২২ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্তে ৩১.০৩.২৩ পরীক্ষিত
১	মোট আয়	৬৯৬৭.১	৪২৯৮.০৫	১৮২১.৬৫	১১২৬৫.১৫	৩০৯০.৬৯	৮৩৮৫.৮৪
২	লাভ / ক্ষতি করের পূর্বে	৯৪০.২৬	৭৮৮.৬৬	২০০৭.৩৩	১৭২৮.৯২	৫২.০৪	(৮৩৭.৫১)
৩	লাভ/ক্ষতি বছরের	৮০৭.৭৩	৭৮৮.১১	১৯৯৩.৯৯	১৫৯৫.৮৪	৩৭.৯২	(৮৫০.৫৫)
৪	অন্যান্য ব্যাপক লাভ/ (ক্ষতি) বছরে	২৭.০৫	১১.২৩	৮.৭৫	৩৮.২৮	১১.৮৭	১০.৬৫
৫	মোট ব্যাপক লাভ / (ক্ষতি) বছরে	৮৩৪.৭৮	৭৯৯.৩৪	২০০২.৭৪	১৬৩৪.১২	৪৯.৮০	(৮৩৯.৯০)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি)	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮
৭	শেয়ার প্রতি আয়- মুল ও মিশ্র	১৬.৮২	১৬.৪১	৪১.৫২	৩৩.২৩	০.৭৯	(১৭.৭১)

বার্ষিকিত নয়

দ্রষ্টব্যঃ

১) উপরিউক্ত তালিকাটি একটি সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ণ করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জের অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড আদার ডিস্ক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ অনুসারে। বিস্তিরত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে বি এস ই এর ওয়েবসাইটে www.bseindia.com এবং কম্পানির ওয়েবসাইটে www.viscotradeassociates.in তে।

২) উপরিউক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র এবং একত্রীকরণ) ২য় ত্রৈমাসিক শেষে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৭ই নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ এবং যা সাম্যিক পর্যালোচিত হয়েছে কোম্পানির বিধিসম্মত অডিটর দ্বারা।

ভিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড

স্বা- বিনয় কুমার গোয়েঙ্কা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

DIN: 01687463

স্থান ঃ কলকাতা

তারিখ ঃ ০৭.১১.২০২৩

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড

The Forest Friendly Company

রেজ অফিসঃ ৯, ফিয়ারস চার্চ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১

ফোন নংঃ (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪, ফ্যাক্স নংঃ (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫

ই-মেলঃ corp@duroply.in, ওয়েবসাইটঃ www.duroply.in

CIN: L20211WB1957PLC023493

সংক্ষিপ্ত বিবরণী অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং	বিবরণ	তিন মাস শেষে ৩০.০৯.২৩ অনিরীক্ষিত	তিন মাস শেষে ৩০.৬.২৩ অনিরীক্ষিত	তিন মাস শেষে ৩০.০৯.২২ অনিরীক্ষিত	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.৯.২৩ অনিরীক্ষিত	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.৯.২২ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্তে ৩১.০৩.২৩ পরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়	৮৩৫০.৩৩	৭৬০৪.৬৯	৭৫৬৫.৫৮	১৫৯৫৫.০২	১৪৭০৫.৮১	৩০৪৫০.০০
২	মোট লাভ /(ক্ষতি)সাধারণ কারবার থেকে করের পূবে	৯৮.৫৫	১৭৫.৪৪	১৮৭.৭০	২৭৩.৯৯	৩৪৩.২০	৭৯১.৭৯
৩	মোট লাভ/ (ক্ষতি)সাধারণ কারবার থেকে করের পর	৬৪.৬৫	১২৮.৩৮	১১৮.৯৯	১৯৩.০৩	২২৫.০৯	৫২২.৫৭
৪	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	৬০.৯০	১২৪.৬৩	১১৫.৯৯	১৮৫.৫৩	২১৯.০৯	৫০৯.৩১
৫	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস দর ১০টাকা প্রতি শেয়ার)	৭৭৭.৫৮	৭৭৭.৫৮	৭৪৯.৭৬	৭৭৭.৫৮	৭৪৯.৭৮	৭৭৭.৫৮
৬	শেয়ার প্রতি আয় (১০টাকা প্রতি) (চলতি এবং অচলতি আয়ে) মূল	০.৮৩	১.৬৫	১.৭৬	২.৪৮	৩.৪০	৭.৪০
	মিশ্র	০.৮৩	১.৬৫	১.৭৬	২.৪৮	৩.৪০	৭.৪০

নোটঃ

১) উপরোক্তটি ফলাফলটি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের ৭ই নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের সভায় অনুমোদিত

২) কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটররা ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ শেষ হওয়া অর্ধ বছরের ফলাফলের একটি ''সীমিত পর্যালোচনা'' করেছে।

৩) আর্থিক ফলাফলগুলি ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ৩৪-তে দেওয়া স্বীকৃতি এবং পরিমাপের নীতি অনুসারে তৈরি করা হয়েছে - অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক প্রতিবেদন, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে বিজ্ঞাপিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধিমালা, ২০১৫, সংশোধিত হিসাবে সময়ে সময়ে, এবং অন্যান্য অ্যাকাউন্টিং নীতিগুলি সাধারণত ভারতে গৃহীত হয়।

৪) যেহেতু কোম্পানির ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ শেষ হওয়া অর্ধেক গিয়ারের জন্য একক রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট রয়েছে, তাই অপারেটিং সেগমেন্টে IND AS ১০৮-এর সেগমেন্ট অনুযায়ী প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা এটির জন্য প্রযোজ্য নয়।

৫) কোম্পানি ১১৯১০৩২ টি ওয়ারেন্ট জারি করেছিল, প্রতিটিতে ১ (এক) ইক্যুইটি শেয়ার T১০-এর ইস্যু মূল্যে সাবস্ক্রাইব করার অধিকার রয়েছে। ২ সেপ্টেম্বর ২০২২-এ ওয়ারেন্ট সাবস্ক্রিপশন মানি হিসাবে ইস্যু মূল্যের ২৫ (ওয়ারেন্ট প্রতি ৩১.৫০) প্রাপ্তির পরে ১৫০০.৭০ লক্ষে একত্রিত ওয়ারেন্ট প্রতি ১২৬। কোম্পানি পেয়েছে রুপি ২,১২,৭৫৪ ওয়ারেন্টের জন্য ২০১.০৫ লাখ বাকি ৭৫ ১৬ই অক্টোবর ২০২৩, এই ওয়ারেন্টগুলিকে ইক্যুইটি শেয়ারে রূপান্তরিত করা হয়েছিল যারঅভিহিত মূল্য ১০- টাকা। তারপরে ৭ই নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ৭০০০৫৪ টি ওয়ারেন্ট বকেয়া রয়েছে।

৬) কোনো ব্যতিক্রমীঅতিসাধারণ আইটেম নেই।

৭) পূর্ববর্তী সময়ের জন্য পরিসংখ্যান পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন।

বোর্ডের আদেশানুসারে,

স্বা।-সুদীপ চিটলাঙ্গিয়া

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

DIN 00093908

স্থান ঃ কলকাতা

তারিখ ঃ ০৭.১১.২০২৩

তৃণমূলের ধর্ণা মঞ্চে হাজির অনুপম, আন্দোলনকে সমর্থন

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৭ নভেম্বর ঃ তৃণমূলের ধর্ণা মঞ্চে হাজির বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা অনুপম হাজরা। সটান ধরনা মঞ্চে হাজির হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে তৃণমূলের আন্দোলনকে কার্যত সমর্থন জানালেন বিজেপি নেতা। এর আগেও, তপশিলী কেন্দ্রীয় জাতীয় কমিশনের চেয়ারম্যান অরুণ হালদার উপাচার্যর পাশে দাঁড়ান নি। তিনিও বলেন, রবীন্দ্রনাথ বাঙালির আবেগ। সেখানে কিছু করলেই বাঙালি প্রতিবাদ করবেই। এদিন অনুপম বলেন, উপাচার্যর মেয়াদ শেষ হলে গোবরজল দিয়ে শান্তিনিকেতন শুদ্ধিকরণ করবো। প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করতে ফলক বসিয়েছেন। উনি ভণ্ড বিজেপি সাজেন। এর আগেও বহুবার অনুপম হাজরা বিদ্যুতের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। বিভিন্ন ইস্যুতে বিশ্বভারতীতে যে সমস্যা হয়েছে, তার জন্য তাকেই দায়ী করেছেন। এভাবেই উপাচার্যর পাশে নেই, বিজেপিও। তবে প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করতেই উপাচার্য অতি গেরুয়া সাজছেন, অনুপমের এমন মন্তব্যের পরও বিজেপি উপাচার্যর বিরুদ্ধে প্রধান মন্ত্রীর দফতর থেকে উপাচার্যর বিরুদ্ধে কোনো কড়া চিঠি না আসায়, অভিজ্ঞ মহলের একটাই প্রশ্ন, তাহলে অনুপম হাজরার কথা কি ঠিক? প্রধান মন্ত্রী কি তোষামোদ পছন্দ করেন? এদিকে ফলকে ব্রাত্য রবীন্দ্রনাথ ইস্যুতে যখন তৃণমূল কংগ্রেসের আন্দোলন বারো দিনের মাথায় পড়লো, মুখ্যমন্ত্রীকে টার্গেট করে বার বার অপমান সূচক চিঠি দিচ্ছেন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। দু'এক দিনের মধ্যে উপাচার্যর কার্যকাল শেষ হওয়ার কথা। তথ্যভিজ্ঞ মহলের ধারণা, নিজের মেয়াদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে একের পর এক টার্গেট করে চলেছেন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। মঙ্গলবার পাঁচ পাতার ব্যাঙ্গাত্মক এক দীর্ঘ চিঠি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখেন তিনি। চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ব্রাত্য ফলক সরিয়ে নতুন ফলক বসাবেন কিনা সেই ব্যাপারে একটি কথাও খরচ করেন নি তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা চারিত্র পূজা, কর্মী রবীন্দ্রনাথ এবং সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের শান্তিনিকেতনের স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন তার একটাই অর্থ দাঁড়ায় যে, তিনি যা করছেন ভালো করছেন। নিন্দুকেরা তার সমালোচনা করে পক্ষান্তরে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করছেন।

e-Tender Notice

P.O-cum-DWO, BCW &; TD, Purulia invites e-tender of 2023-24

NIT NO	Tender ID	END Date
NIT-9(e)	2023_DM_601407_1	25.11.2023
	2023_DM_601407_2	25.11.2023
	2023_DM_601407_3	25.11.2023
	2023_DM_601407_4	25.11.2023

Details may be seen on website http://wbtenders.gov.in

Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
B.C.W, Purulia

ASHIRWAD STEELS & INDUSTRIES LIMITED

CIN : L67100WB1986PLC040201`

Regd. Office : 6, Waterloo Street, R. No. 506, 5th Floor, Kolkata-700069

Tele Fax.(033)22430376, Email.: ashirwadsteels@gmail.com

Web Site : www.ashirwadsteels.com

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Six months ended 30/09/2023

(Rupees in Lakhs)

Sl No.	Particulars	3 Months ended 30.09.2023	Corres. 3 months Ended 30.09.2022 in the previous year	Six Months ended 30.09.2023	Corres. Six months ended 30.09.2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1)	Total Income from operations	23.28	9.50	38.52	38.00
2)	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	68.14	78.97	111.25	170.08
3)	Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	68.14	1,666.58	111.25	1,757.69
4)	Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	49.50	1,528.10	79.07	1,602.51
5)	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	55.51	1,547.65	93.96	1,608.10
6)	Equity Share Capital	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00
7)	Earnings per share (of ₹ 10/- each) (not annualised for quarterly figures): a) Basic ₹	0.40	12.23	0.63	12.82
	b) Diluted ₹	0.40	12.23	0.63	12.82

Notes :

1) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Six months ended September 30th, 2023 filed with the Stock Exchange(BSE LTD.) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations, 2015.

2) The full format of Financial Results for the Quarter and Six months ended September 30th, 2023 are available on the Bombay Stock Exchange(BSE LTD.) website (www.bseindia.com) and also on Company's website (www.ashirwadsteels.com).

3) The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Indian Accounting Standards) Rules , 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2016.

4) The figures of previous periods have been re-grouped whereever necessary to make them comparable with those of the current period.

5) The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and adopted by the Board of Directors at their respective meetings held on November 07, 2023.

For Ashirwad Steels & Industries Ltd.

Sd/-

Dalbir Chhibbar

Managing Director

DIN: 00550703

Place : Kolkata

Date : 07.11.2023

স্পেশাল দুয়ারে সরকার ক্যাম্প বন্যা দুর্গত এলাকায় মানুষদের জন্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ নভেম্বর ঃ সিকিমের বিপর্যয়, তিস্তার ভয়াবহ বন্যা কবলিত জেলার ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, মালবাজার ও সদর ব্লকের মানুষদের জন্য দুয়ারে সরকার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারী নন্দনপুর অঞ্চলের কচুয়া বোয়ালমারী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষান ক্রেডিট কার্ড , স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, বার্ধক্য ভাতা বিধবা ভাতা, সহ আইসিডিএস পরিষেবা মূলক বিভিন্ন পরিষেবা পান তিস্তা নদীর চরে বসবাসকারী মানুষদের পাশাপাশি অঞ্চলের বিভিন্ন ওয়ার্ডের মানুষরা। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের দায়িত্বে থাকা গৌতম লালা বলেন স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড এটি একটি সুন্দর পরিষেবা এই পরিষেবায় অনেক শিক্ষার্থীরাই অনায়াসে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে। তিনি আরো বলেন ইতিমধ্যেই অনেক স্টুডেন্টরাই এই পরিসভার আওতায় উপকৃত হচ্ছে। আইসিডিএস এর দায়িত্বে থাকা কৃষ্ণা সরকার বলেন শিশুদের এবং তার মায়েদের কি করলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায় সেই বিষয়ে পরামর্শের পাশাপাশি পুষ্টিকর খাদ্য খাবারের বিষয়ও আলোচনা করা হয়। বোয়ালমারী নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চাযেতের পঞ্চায়েত প্রধান সুফল সরকার বলেন তিস্তা নদীর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্যই আজকেই এ দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। তিনি আরো বলেন তিস্তা নদীর চরে বসবাসকারী মানুষ সহ অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার মানুষরা বিভিন্ন কর্মসূচির পরিষেবা পাচ্ছেন। তিনি আরো বলেন, আপাতত এই কর্মসূচি একদিনের জন্য আযোজেন করা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে এদিনের ক্যাম্পে পুলিশ প্রশাসনও উপস্থিত ছিল।

REGENCY TRUST LIMITED

CIN: L27109WB1988PLC045119

Reg. Office: 39 R B C Road, Ground Floor, Near DumDum Central Jail, Kolkata - 700028

Corp Office: G-10, Harmony, 3rd Cross Lane Lokhandwala Complex, Andheri West, Mumbai - 400053 | Contact No. 8108892327

Website: www.regencytrust.co.in | Email ID: rtltd2011@gmail.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30-Sep-23 Unaudited	Year ended 30-Sep-23 Unaudited	Quarter ended 30-Sep-22 unaudited
1	Total Income from Operations	29.00	49.00	36.00
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	8.91	2.64	-1.25
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	8.91	2.64	-1.25
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinar items#)	9.02	2.75	-1.25
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax)	9.02	2.75	-1.25
6	Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each)	100.00	100.00	100.00
7	Earnings Per Share (of Re. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic :	0.10	0.01	0.00
	2. Diluted :	0.10	0.01	0.00

Notes:

a. The above Results have been reviewed by the Audit Committee and taken on Record by the Board of Directors at its meeting held today

b. The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023 are available on the websites of BSE (www.bseindia.com) and Company's website (www.regencytrust.co.in)

For Regency Trust Limited

Sd/-

Rajesh Kapoor

Managing Director

DIN: 02757121

Date : November 6, 2023

Place : Mumbai

Raghunathpur Gram Panchayat

(Under Serampore- Uttarpara Dev. Block.)

Raghunathpur, Hooghly.

Email-Raghunathpur_srp@rediffmail.com

RAGHUNATHPUR GRAM PANCHAYAT

NIT NO :-002/RGP/2023-2024

NAME OF WORK :- 01) CONS. OF PCC ROAD FROM BOSIPOTA PRY. SCHOOL TO UMASHANKAR JHA HOUSE AT SANSAD NO -I. 02) CONS. OF PCC ROAD FROM POLLEY'S HOUSE TO KANAI DAS HOUSE AT SANSAD NO -III. TENDER ID IS :- 2023_ZPHD_583540_5&6. BID SUBMISSION END DATE:- 17/11/2023 AT 12.00 NOON. BID OPEING DATE:- 21/11/2023 AT 12.00 NOON.

Sd/- Pradhan

Raghunathpur Gram Panchayat

Pratapadityanagar Gram Panchayat
Nayapara, Kakdwip

e-Tender is invited by the undersigned for

1. NIT No. 760/PNGP/NIT/CC DRAIN WITH ROAD/2023-2024 Date: 08/11/2023,
2. NIT No: 761/PNGP/NIT/CC DRAIN WITH ROAD/2023-2024 Date: 08/11/2023
3. NIT No-: 762/PNGP/NIT/CC DRAIN WITH ROAD/2023-2024 Date: 08/11/2023
4. NIT No:- 763/PNGP/NIT/CC DRAIN WITH ROAD/2023-2024 Date: 08/11/2023
5. NIT No:— 764/PNGP/NIT/CC DRAIN WITH ROAD/2023-2024 Date: 08/11/2023

Last Date of Dropping: 21/11/2023 up to 5.00PM. Details as available at the office of the undersigned in the website: https://pratapadityanagargp.com

Sd/- Pradhan

Pratapadityanagar Gram Panchayat

নিভাকা ফ্যাশান লিমিটেড

CIN : L52100WB1983PLC035857

রেজি. অফিস ঃ এএ-৪৭, সল্টলেক সিটি, সেক্ট.-১, বিএল-এএ, কলকাতা -৭০০০০৭ E-mail : btsyndicateltd1983@gmail.com

অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত রূপ

বিবরণী ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	তিন মাস শেষে ৩০.০৯.২৩ অনিরীক্ষিত	পূর্ব তিন মাস শেষে ৩০.০৬.২৩ অনিরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস শেষে আগের বর্ষের ৩০.০৯.২২ অনিরীক্ষিত	বর্তমান সময়ের জন্য বছর থেকে তারিখ পরিসংখ্যান শেষ ৩০.৯.২৩ অনিরীক্ষিত	পূর্ব সময়ের জন্য বছর থেকে তারিখ পরিসংখ্যান শেষ ৩০.৯.২২ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্তে ৩১.০৩.২৩ পরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে আয় ক)অপারেশন থেকে রাজস্ব	৮৬.২২	১৫.২৬	৮১.৮০	১০১৪৮	২৪১.৮২	৪১২.১৬
	খ) অন্যান্য অপারেটিং আয়	০.৪২	২৪.৪৩	০	২৪.৮৫	০.৪৭	৫০.৫৭
	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	৮৬.৬৪	৩৯.৬৯	৮১.৮০	১২৬.৩৩	২৪২.২৯	৪৬২.৭৩
২.	খরচ						
(ক)	উপকরণের খরচ	০	০	০	০.০০	০	০
(খ)	স্টক-ইন-ট্রেডের ক্রয়	৬.৩৪	৪.৮৪	৩০.৩৭	১১.১৮	৭৩.৮৩	৫১.০৬
(গ)	এর জায় পরিবর্তন সমাপ্ত পণ্য, কাজ চলছে এবং স্টক-ইন-ট্রেড	১২.০০	-৪.৯৮	-৭.২৯	৭.০২	-৩৮.০৬	২৮.০৯
(ঘ)	কর্মচারী বেনিফিট খরচ	৯.৯৪	১০.৪৪	৩২.৬৬	২০.৩৮	৫৪.৩৩	১০৪.৪৪
(ঙ)	অবমূল্যায়ন এবং পরিশোধ ব্যয়	৩.৭০	৩.৮৭	৬.৭৮	৭.৫৭	১৪.০৯	২৩.৭৪
(চ)	আর্থিক খরচ	৫.১২	৫.৩১	০	১০.৪৩	০.০০	৪.৮৫
(ছ)	অন্যান্য খরচ (মোট ১০ শতাংশ এর বেশি যেকোনো আইটেম চালিয়ে যাওয়ার সাথে সম্পর্কিত খরচ অপারেশন আলাদাভাবে দেখানো হবে)	২৯.৮৯	২৯.৫০	৫৩.০৬	৫৯.১৯	১৬৭.৬১	২৪৩.৮১
	মোট খরচ	৬৬.৭৯	৪৮.৯৮	১১৫.৫৮	১১৫.৭৭	২৭১.৮০	৪৫৫.৯৯
৩।	ক্রিয়াকলাপ থেকে লাভ / (লোকসান) অন্যান্য আয়ের আগে, অর্থখরচ এবং ব্যতিক্রমী আইটেম (১-২)	১৯.৮৫	-৯.২৯	-৩৩.৭৮	১০.৫৬	-২৯.৫১	৬.৭৪
৪.	ব্যতিক্রমী পদ	০	০	০	০	০.০০	০
৫.	সাধারণ থেকে লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের আগে কার্যক্রম(৩+৪)	১৯.৮৫	-৯.২৯	-৩৩.৭৮	১০.৫৬	-২৯.৫১	৬.৭৪
৬.	ট্যাক্স খরচ বর্তমান কর	৪.৯৬	০	০	৪.৯৬	০.০০	৭.৪১
	বিলম্বিত কর	০	০	০	০.০০	০.০০	-২.৯৪
৭.	সাধারণ থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্স পরবর্তী কার্যক্রম (৫+৬)	১৪.৮৯	-৯.২৯	-৩৩.৭৮	৫.৬০	-২৯.৫১	২.২৭
৮.	অসাধারণ আইটেম কর খরচ লক্ষ)	০	০	০	০	০	০
৯.	নিট লাভ / ক্ষতি জন্য সময়কাল (৭+৮)	১৪.৮৯	-৯.২০	-৩৩.৭৮	৫.৬০	-২৯.৫১	২.২৭
১০.	সহযোগীদের লাভের ভাগ (ক্ষতি)	০	০	০	০	০	০
১১.	সংখ্যালঘু স্বার্থ	০	০	০	০	০	০
১২.	নিট লাভ / ক্ষতি) করের পরে,সংখ্যালঘু স্বার্থ এবং ভাগ সহযোগীদের লাভ/ (ক্ষতি)	১৪.৮	-৯.২৯	-৩৩.৭৮	৫.৬০	-২৯.৫১	২.২৭
১৩.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (শেয়ারের অভিহিত মূল্য হবে ১-প্রতিটি)	১০২৬.৯	১০২৬.৯	১০২৬.৯	১০২৬.৯	১০২৬.৯	১০২৬.৯
১৪.	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের আগে) আ- প্রতিটি) (বার্ষিক নয়) (।) মৌলিক	০.০১	০	০	০	০.০১	০.০০২
	(।।) পাতলা	০.০১	০	০	০	০.০১	০.০০২
১৫.	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেম পরে) প্রতিটি) (বার্ষিক নয়) (।) মৌলিক	০.০১	০	০	০	০.০১	০.০০২
	(।।)	০.০১	০	০	০	০.০১	০.০০২

আর্থিক ফলাফল একত্রিত ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

দ্রষ্টব্য ঃ

১) উপরোক্ত ফলাফল ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৬ নভেম্বর, ২০২৩।

২) বিধিসম্মত অডিটরগন সাময়িক পর্যালোচনা করেছেন এই আর্থিক ফলাফল এবং তাদের রিপোর্ট আনকোয়ালিফায়েড।

৩) উপরোক্ত ফলাফল ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ সঙ্গে সাময়িক পর্যালোচনা রিপোর্ট ও ঘোষনা সহ অনুমোদিত হয়েছে কোম্পানি বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে।

৪) ৩০.০৯.২০২৩ তারিখে উপরোক্ত ফলাফল প্রস্তুত হয়েছে আইএনডি এএস মোতাবেক।

৫) অনুল্লেখিত বিনিয়োগ উল্লেখিত হয়েছে বিবরণীতে অর্থের মূল্য হিসাবে।

৬) স্বল্প মেয়াদ ও দীর্ঘ মেয়াদ ঋণ ও অগ্রিম দাবির ভিত্তিতে প্রদেয় এবং অর্থের মূল্য হিসাবে।

৭) কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত হয়েছে ভারতীয় গননা গুনমান সহ যা উল্লেখ্য অধীন ধারা ১৩৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পড়তে হবে অনুসারী ধারা যা তারপর জারি হয়েছে অধীন এবং নিয়ম ও শর্তাবলী ধারা ১৩৩ সেবি ধারা, ২০১৩।

৮) কোম্পানি নিযুক্ত রয়েছে ''টেক্সটাইল সামগ্রী'' বানিজ্যে এবং রয়েছে একটি উল্লেখ্য বিভাগ অনুসারী হিসাবে আইএনডি এএস ১০৮ ''অপারেটিং সেগমেন্ট''।

৯) অনুসারী ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ কোম্পানি প্রকাশ করছে ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ফলাফল।

১০) পূর্বেকার মেয়াদের রাশি পুনঃস্থাপন করা হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে বর্তমান মেয়াদের রাশির সাথে সামঞ্জস্য করতে।

নিভাকা ফ্যাশান লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা /- বাভিন শান্তিলাল জৈন

ডিরেক্টর

DIN : 00741604

তারিখ ঃ ০৭.১১.২০২৩

স্থান ঃ কলকাতা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-XII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/02/23-24

Name of the work: **Painting of kerbs near Tagore Park B Block, Mithapukur, Subarnajayanti, Panchayagram Pragati Sangha, Tribarna Sangha & different places etc. in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: ₹ **1,79,731.44.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/36/23-24

Name of the work: **Painting of kerb from Nilachal Complex to Ruby More in R.B. Connector etc. in Ward No.-107.** Estimated cost: ₹ **1,35,004.43.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/24/23-24/P&S

Name of the work: **Maintenance of Abhijit Vinayak Uddyan etc. by painting and other ancillary works in Ward No.-101.** Estimated cost: ₹ **2,98,805.16.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/49/23-24 (2nd Call)

Name of the work: **Maintenance of roads by providing hot mix at different places in Ward No.-108, BR-XII, KMC.** Estimated cost: ₹ **2,99,395.54.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **180 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/053/23-24

Name of the work: **Urgent maintenance of road due to excavation by W/S Dept. near Premises No. 24/A Kalitala Main Road in Ward No.-106.** Estimated cost: ₹ **3,33,523.31.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **50 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/032/23-24

Name of the work: **Development of C.C. road near Premises Nos.-6A/112, 6A/72 etc. Mukundapur in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: ₹ **4,01,247.77.** Earnest money: ₹ **8,100.00.** Period of completion: **90 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/071/23-24

Name of the work: **Maintenance of road near Premises No.-83 Chitkalikapur, 6C/109.** Estimated cost: ₹ **3,50,135.37.** Earnest money: ₹ **7,100.00.** Period of completion: **135 days.**

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/105/18/23-24/BUSTEE

Name of the work: **Maintenance of road at slum area near Premises No. 7/82 Sahid Nagar, 17F K.P. Roy Lane etc. in Ward No.-105, BR-XII.** Estimated cost: ₹ **1,49,864.91.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/19/23-24/BUSTEE

Name of the work: **Construction of sanitary latrine with septic tank at EE-61 Rajdanga Main Road & near Amra Kobhai Club etc. in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: ₹ **1,98,036.76.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/45/23-24/BUSTEE

Name of the work: **Improvement of U/G drainage system at slum area of Chowbagha Charaktala near H/O Kundan Pramanik in Ward No.-108.** Estimated cost: ₹ **1,30,991.85.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(11) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/47/23-24/BUSTEE

Name of the work: **Improvement of U/G drainage system at slum area of Hossenpur Dharapara near Premises No.-72 Hossenpur in Ward No.-108.** Estimated cost: ₹ **2,85,144.06.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(12) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/50/23-24

Name of the work: **Repairing of C.Concrete road damaged by Water Supply Deptt., P.U. Agency near Naskarhat Madhyapara & different places etc. in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: ₹ **2,37,090.68.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(13) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/076/23-24

Name of the work: **Restoration of footpath near Udita Apartment at Ajaynagar in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: ₹ **1,67,883.34.** Earnest money: ₹ **3,500.00.** Period of completion: **75 days.**

(14) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/078/23-24

Name of the work: **Maintenance of road near Premises Nos.-A/23, A/20 ETC. Sammilani Park in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: ₹ **2,10,817.39.** Earnest money: ₹ **4,500.00.** Period of completion: **100 days.**

(15) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/079/23-24

Name of the work: **Maintenance of road near Premises Nos.-I/9, E/7 etc. Sahid Smrity in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: ₹ **1,90,938.41.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **110 days.**

(16) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/46/23-24/BUSTEE

Name of the work: **Improvement of C.C. roads at slum area of Chowbagha Dakshin Para, Charaktala near H/O - Nil Kamal Mondal, Prasanta Mondal etc. in Ward No.-108.** Estimated cost: ₹ **4,61,228.72.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **60 days.**

(17) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/26/23-24/BUSTEE

Name of the work: **Restoration of DWF sewers at Service Lanes near C1/1, K157 B.P. Township etc. in slum areas of Ward No.-101.** Estimated cost: ₹ **4,98,834.48.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(18) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/15/23-24/BUSTEE

Name of the work: **Restoration of DWF sewers at Service Lanes near D234, D163 B.P. Township etc. in slum areas of Ward No.-101.** Estimated cost: ₹ **4,94,141.23.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **21.11.2023- 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 18).** Date and time of opening of bid: **23.11.2023- 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 18).** The bid forms and other details are available on and from **07.11.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 18).**

(19) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/069/23-24

Name of the work: **Construction of asphaltum road along the existing earthen passage to reduce air pollution near Premises Nos.-468, 2955 etc. Nayabad in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: ₹ **4,61,409.26.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **28.11.2023 - 11 a.m.** Date and time of opening of bid: **30.11.2023 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **10.11.2023 (5 p.m.).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 19).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/VI/047/014/2023-2024/R

Name of the work: **Maintenance of drainage system at different places in Ward No.-47.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,99,885.14.** Earnest money: ₹ **8,100.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/VI/052/012/2023-2024/R

Name of the work: **Repairing of K.M.C. Primary School at 3, Goal Tuli Lane in Ward No.-52.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,93,550.52.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/VI/052/020/2023-2024/R

Name of the work: **Maintenance of paver block footpath of S.N. Banerjee Road, Lenin Sarani, Rafi Ahmed Kidwai Road and adjacent area in Ward No.-52.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,43,044.34.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/VI/052/021/2023-2024/R

Name of the work: **Restoration of paver block footpath & asphaltum road at 13C, 13D Mirza Ghalib Street and IPS footpath at 23 Marquis Street disturbed by W/S Dept. in Ward No.-52.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,40,715.97.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(5) NIT No. : KMC/VI/053/020/2023-2024/R

Name of the work: **Renovation of concrete and I.P.S. passages at Serang Lane, Khanka Sharif Lane, Taltala Bazar Street and different places in Ward No.-53.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,77,905.57.** Earnest money: ₹ **7,900.00.** Period of completion: **45 days.**

(6) NIT No. : KMC/VI/052/021/2023-2024/R

Name of the work: **Renovation of latrines at 6, Taltala Lane, 7, Taltala Bazar Street, 56, Khanka Sharif Lane and different places in Ward No.-53.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,94,702.03.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(7) NIT No. : KMC/VI/054/021/2023-2024/R

Name of the work: **Repairing of court yards at different places such as 11, 54B, M.I. Lane, 2, Hati Bagan Road, 19 & 47, S.S.A. Road etc. in Ward No.-54.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,99,788.61.** Earnest money: ₹ **4,100.00.** Period of completion: **30 days.**

(8) NIT No. : KMC/VI/054/022/2023-2024/R

Name of the work: **Improvement of damaged I.P. passage by providing concrete at 1, 30 Dr. S.S. Road, 6 to 9 Gope Lane, 1/C Ismail Street in Ward No.-54.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,64,851.64.** Earnest money: ₹ **9,400.00.** Period of completion: **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/VI/055/022/2023-2024/R

Name of the work: **Repairing of latrine and bath at 46/H/3, 46/H/5 Middle Road, 72/H/1, 90/H1 Dr. L.M.B. Road, 10/H/1 Christopher Road etc. in Ward No.-55.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,715.66.** Earnest money: ₹ **6,100.00.** Period of completion: **40 days.**

(10) NIT No. : KMC/VI/055/026/2023-2024/D

Name of the work: **Restoration of IPS & concrete passage disturbed by CESC and Departmental Drainage Work at 143/B/1C Anandapalit Road, P-128 CIT Road, 2B/H/5 Chatu Babu Lane etc. in Ward No.-55.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,81,419.59.** Earnest money: ₹ **9,800.00.** Period of completion: **40 days.**

(11) NIT No. : KMC/VI/060/027/2023-2024/D

Name of the work: **Restoration of IP passage disturbed by CESC at different places such as 76 Linton Street, 67 Beniapukur Road, 46 Gorachand Road, 10 Tantibagan Lane and adjacent area in Ward No.-60.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,99,621.33.** Earnest money: ₹ **4,100.00.** Period of completion: **30 days.**

(12) NIT No. : KMC/VI/060/029/2023-2024/R

Name of the work: **Improvement of latrines at 98 Linton Street, 5, 6 Beniapukur Road, 3, Anjuman Road and adjacent area in Ward No.-60.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,49,664.01.** Earnest money: ₹ **3,100.00.** Period of completion: **30 days.**

(13) NIT No. : KMC/VI/060/030/2023-2024/R

Name of the work: **Improvement of concrete passage by providing paver block at 3, Anjuman Road (beside Badi Masjid) and P-2 Surawardy Avenue (in front of Nehru Primary School) in Ward No.-60.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,99,369.25.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(14) NIT No. : KMC/VI/060/031/2023-2024/R

Name of the work: **Improvement of drainage system at Jannagar 2nd Lane and Crematorium Street in Ward No.-60.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,99,660.11.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **22.11.2023 - 1 p.m. (For Sl. No. 1 to 14).** Tender opened on: **24.11.2023 - 2 p.m. (For Sl. No. 1 to 14).** The bid forms and other details are available on and from **07.11.2023 (6 p.m.) (For Sl. No. 1 to 14).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 14).**

(928/23-24)

বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০২৩

আইসিসি-র মাসের সেরা ক্রিকেটারের তালিকায় বুমরা

দুবাই, ৭ নভেম্বরঃ বিশ্বকাপে খেলবেন কি না তা নিয়েই সন্দেহ তৈরি হয়েছিল এক সময়। সব আশঙ্কা দূর করে বিশ্বকাপে তো খেলছেনই, ভারতের হয়ে প্রত্যেক ম্যাচে ভাল বলও করছেন। সেই যশপ্রীত বুমরা এ বার আইসিসি-র অক্টোবর মাসের সেরা ক্রিকেটারের তালিকায় ঢুকে পড়লেন। সেই তালিকায় রয়েছেন কুইন্টন ডি'কক এবং রাচিন রবীন্দ্রও। তিন ক্রিকেটারই বিশ্বকাপে দারুণ ফর্মে রয়েছেন। অক্টোবর মাসে তিনি ১৪টি উইকেট নিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ উইকেট রয়েছে। ইকনমি রেটও

বাকি বোলারদের থেকে কম। বিশ্বকাপে আরও অনেক বোলারই ভাল খেললেও ধারাবাহিক ভাল খেলার বিচারে বুমরা বাকিদের ছাপিয়ে গিয়েছেন। বিশ্বকাপে ব্যাটারদের মধ্যে সবার আগে আসবেন কুইন্টন ডি'কক। বিশ্বকাপের পরেই এক দিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন। তবে ইতিমধ্যেই চারটি শতরান করে ফেলেছেন। শ্রীলঙ্কা এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পর পর শতরান করেন। অক্টোবরে ৪৩১ রান করেছেন তিনি। গড় ৭১.৮৩। রাচিন এ বারই প্রথম বিশ্বকাপে খেলছেন। কিন্তু নিউ জিল্যান্ডের ব্যাটার মাতিয়ে দিয়েছেন। বিশ্বকাপের আগে মাত্র ১২টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। তবে প্রথম ম্যাচে ৯৬ বলে ১২৩ রান করে আবির্ভাবটাই স্মরণীয় করে রাখেন। এর পর নেদারল্যান্ডস এবং ভারতের বিরুদ্ধে শতরান করেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১১৬ রান করে মাসটি শেষ করেন। অক্টোবরে তিনি মোট ৪০৬ রান করেছেন। গড় ৮১.২০।

বিতর্কের পরই বিশ্বকাপে বাইরে সাকিব, পরিবর্তে এনামূল

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বরঃ নিয়মের মধ্যে থেকেই যা করার করেছেন। যদিও সাকিবকে নিয়ে বিতর্ক থামছে না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ঐতিহাসিক ঘটনা হয়েছে দিল্লিতে। বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা ম্যাচের পরিস্থিতি যা নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম বার কোনও ব্যাটার 'টাইমড আউট' হন। হতাশার দিনে ইতিহাসে শ্রীলঙ্কা অলরাউন্ডার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস। আর বিতর্কের কেন্দ্রীয় চরিত্রে থাকা সাকিব আল হাসান বাংলাদেশের শেষ ম্যাচ থেকে ছিটকেই গেলেন। তাঁর পরিবর্তও ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ব্যাটে-বলে দারুণ পারফরম্যান্স সাকিব আল হাসানের। রান তাড়ায় শান্তর সঙ্গে ১৬৯ রানের জুটি গড়েন। বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রথম বার শ্রীলঙ্কাকে হারায় বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কা ইনিংসের ২৫তম ওভারে বিতর্ক। সাদিরা সমরবিক্রমের আউটের ক্রিজে আসেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস। হঠাৎ তিনি বুঝতে পারেন হেলমেটে সমস্যা রয়েছে। অন্য হেলমেট চেয়ে পাঠান। বিশ্বকাপে আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, ব্যাটার আউট কিংবা অবসর নেওয়ার দু-মিনিটের মধ্যে নতুন ব্যাটারকে প্রথম বল ফেস করার জন্য রেডি হতে হবে। দেরি হওয়ায় বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব আবেদন করেন। নিয়ম মেনেই আউট দেন আম্পায়ার। যদিও বিতর্ক রয়েই গিয়েছে। ভিডিয়ো প্রমাণ দিয়ে ম্যাথিউস বলেন ৫ সেকেন্ড বাকি ছিল। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অলরআউন্ড পারফরম্যান্সের মাঝেই আঙুলে চোট পান সাকিব। এক্স রে-র পর চোট গুরুতর বলে ধরা পড়েছে। সেমিফাইনালের স্বপ্ন শেষ হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের। এই বিশ্বকাপে তাদের শেষ ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে পাওয়া যাবে না সাকিবকে। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে এনামূল হক বিজয়কে নিশ্চিত করেছে আইসিসি। জাতীয় দলের হয়ে ৪৫টি ওডিআই খেলেছেন এনামূল।

কলকাতা থেকে বিয়ের গয়না কিনলেন বাবর আজম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ লভেম্বরঃ বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে দ্বিতীয়বার কলকাতায় পাকিস্তান দল। শনিবার তারা গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে মাঠে নামবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তার আগে পাক শিবির রয়েছে ফুরফুরে মেজাজে। বাবর আজম এই মুহূর্তে ক্রিকেটের এলিজেবল ব্যাচেলর। তিনি আগামী মার্চের মধ্যেই বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন। বিয়ের জন্য গয়না কিনলেন

কলকাতার নামী একটা জুয়েলারি দোকান থেকে। এর আগেরবার যখন কলকাতায় এসেছিলেন, সেইসময় বিরিয়ানি কাণ্ডে নাম জড়িয়ে গিয়েছিল দলের ক্রিকেটারদের। তাঁরা রয়েছেন বাইপাসের ধারের এক নামী হোটেলে। সেখানে ডিনার না সেরে দলের ক্রিকেটাররা পার্কসার্কাসের একটা দোকান থেকে বিরিয়ানি খেয়েছিলেন। সেই বিরিয়ানি পরীক্ষা ছাড়াই এনেছিলেন কলকাতার লোকাল ম্যানেজার। সেই ম্যানেজারকে সরিয়ে দেয় বোর্ড। তাঁর পরিবর্তে এবার নয়া ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছে পাক দলের জন্য। এবারও কলকাতার বিভিন্ন শপিং মলে মার্কেটিং করছেন ক্রিকেটাররা। হ্যারিস রউফ তার মধ্যে চোট পেয়ে আলিপুরের একটা হাসপাতালে গিয়েছিলেন চিকিৎসা করাতে। বাকিরা মণি স্কোয়ারে গিয়েছিলেন মার্কেটিং সারতে। পাক দলের সঙ্গে অবশ্য রয়েছে সিকিউরিটি ফোর্স। তাদের একটি দল সারাক্ষণ ক্রিকেটারদের সঙ্গে রয়েছে। নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক নেই পাক দলের জন্য।

কথা নয়, কাজের মধ্যে দিয়েই নেতৃত্ব দিয়ে দেখাচ্ছেন রোহিত শর্মা
বিক্রম রাঠোর

মুম্বই, ৭ নভেম্বরঃ ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে থেকেই ভারতের জন্য মজবুত ভিত গড়ে দিচ্ছেন। আর রোহিতের এই বিধ্বংসী মনোভাবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন বিক্রম রাঠোর। চলতি বিশ্বকাপে রোহিত দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন। ব্যাট হাতে অন্যদের জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই তারকা ওপেনার। রোহিত, যিনি আটটি ম্যাচ খেলে একটি সেঞ্চুরি (১৩১) এবং দু'টি অর্ধশতরান করেছেন। তবে তিনি দলের উপর যে আগ্রাসী প্রভাব ফেলেছেন, সেটা এই পরিসংখ্যানের মাপকাঠিতে একেবারেই বিচার্য নয়। রবিবার এখানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাঁর ২৪ বলে ৪০ রান ছিল চোখ ধাঁধানো। শুরু থেকেই ব্যাটারদের উজ্জীবিত করে দিচ্ছেন ভারত অধিনায়ক। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ভারত প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৫ উইকেটে ৩২৬ রান করেছিল এবং তার পরে ৮৩ রানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে গুঁড়িয়ে ২৪৩ রানে বিশাল জয় ছিনিয়ে নিয়েছে রোহিতের ভারত। রাঠোর মিক্সড জোনে দাঁড়িয়ে বলেছেন, ''এটা একেবারেই রোহিতের আইডিয়া (ঝোড়ো ব্যাটিং)। ও নিজেই এই উদ্যোগ নিয়েছে। যদি উইকেটে কিছু থাকে, ও নিজের শট খেলায় মন দেয়। এটা দলের জন্য সত্যিই ভালো কাজ করছে। ও এমন একজন ব্যক্তি, যে নিজের কাজের মধ্যে দিয়েই নেতৃত্ব দিচ্ছে।'' রোহিত হয়তো যেভাবে শুরুটা করছেন, সেই ইনিংস টেনে নিয়ে যেতে পারছেন না। তবে রোহিতের জন্যই পাওয়ারপ্লে-তে ভারত ১ উইকেটে ৯১ রানও করে ফেলছে। এতে মিডল অর্ডার ব্যাটারদের ক্ষেত্রে রানরেট ঠিক রাখতে সাহায্য হচ্ছে এবং রানরেট বাড়ানোর জন্য বাড়তি চাপটাও নিতে হচ্ছে না। রাঠোর বলেছেন, ''আমরা যতটা সম্ভব রান করতে চাই। রোহিত এবং গিল যে সূচনাটা করছে, তাতে বিরাট এবং শ্রেয়স ঠাণ্ডা মাথায় খেলতে পারছে। এবং তাদের সময় নিয়ে থিতু হতেও সাহায্য করছে।'' ভারতের ব্যাটিং কোচও, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচে রোহিতের পাশাপাশি ম্যাচ-টার্নিং ১৩৪ রানের জুটিতে শ্রেয়স আইয়ারের ৮৭ বলে মূল্যবান ৭৭ রানেরও প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, ''ও (শ্রেয়স আইয়ার) সব সময়ে এভাবে খেলে, গত দুই বছর ধরে ও দলের হয়ে অনেক রান করেছে। এক-দু'টি খারাপ ম্যাচ কোনও পার্থক্য করে দেবে না। আমরা সব সময়ে নিশ্চিত যে, ও দলে অবদান রাখতে পারবে।'' চলতি বিশ্বকাপে ভারত আটটি ম্যাচ খেলে ৮টিতেই জিতেছে। একবারও তারা এই টুর্নামেন্টে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েনি। ভারত ইতিমধ্যেই তাদের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে এবং নকআউট পর্বে তারা পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে থেকেই যাবে। সেই জায়গাটাও পোক্ত করেছে।

বিরাট ব্যাপার! বিমানের ইকোনমিক ক্লাসে বেঙ্গালুরু গেলেন কিং কোহলি

বেঙ্গালুরু, ৭ নভেম্বরঃ সাধারণের সঙ্গে মিশে গেলেন বিরাট কোহলি। রবিবার ইডেনে জন্মদিনে দুরন্ত সেঞ্চুরি, পাশাপাশি সেদিন ৪৯তম ওয়ান ডে সেঞ্চুরি করে সচিনকে স্পর্শ করেছেন। কোহলি এই মুহূর্তে জাতীয় আবেগে পরিণত হয়েছেন। তিনি নয়া প্রজন্মের কাছে নিউ সেনসেশন। সেই মানুষটি যখন বিমানের ইকোনমিক ক্লাসে ভ্রমণ করেন, তাতে তাজ্জব হতে হয় বইকি। কলকাতা থেকে সোমবার ইন্ডিগো বিমানে কোহলি বেঙ্গালুরু গিয়েছেন ইকোনমিক ক্লাসের আসনে বসে। বিমানের একেবারে প্রথম আসনে তিনি বসেছিলেন। অনেকে বুঝতেও পারেননি তিনি এই মুহূর্তে ভারতীয় ক্রিকেটের সেরা আইকন। সাধারণ যাত্রীদের অনেকেই আবার চিনতে পেরে কোহলির ছবি তোলেন। এমনকী ভিডিও করতে দেখা যায়। কোনও এক যাত্রীর ওই ভিডিও নিমেষে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। কোহলি এই ঘটনায় বড় দৃষ্টান্ত দেখালেন। তিনি প্রমাণ করলেন বিখ্যাত হয়ে যাওয়ার পরেও মাটিতে পা রেখে চলা যায়। যে মানুষটি কোটি কোটি টাকার মালিক, তিনি একটা স্মরণীয় ম্যাচের পরে এইভাবে সাধারণের সঙ্গে ভ্রমণ করবেন, কেউ ভাবতে পারেননি। বাকি দল বিজনেস ক্লাসেই গার্ডেন সিটি পৌঁছে গেছে। আগামী রবিবার সেখানেই ভারত গ্রুপের শেষ ম্যাচ নেদারল্যান্ডস এর বিরুদ্ধে খেলবে। তার আগে অনেক ক্রিকেটার দুদিনের জন্য বাড়িতে গেলেও কোহলি ফোকাস ঠিক রাখার জন্য শিবির ছাড়েননি। রবিবার ইডেনে নজির গড়ার পরে কোহলি হোটেলে ফিরে দলের সব ক্রিকেটারদের সঙ্গে কেক কেটে উৎসব উদযাপন করেছেন। রাতে উৎসব সেরে ভোরেই কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরুর বিমান ধরেন।

'ভারতকে হারাতে দু'ওভারের একটা ঝড়ের স্পেল দরকার', জানালেন মিসবা

লাহোর, ৭ নভেম্বরঃ চলতি বিশ্বকাপে ভারতীয় দল টানা জয়ের মধ্যে রয়েছে। তাদের বিজয়রথ দাপটে এগোচ্ছে। বলা হচ্ছে, ভারতীয় দল চ্যাম্পিয়নের গন্ধ পেয়ে গিয়েছে। সোমবার রোহিতদের হারানো নিয়ে একটি মজার রেসিপি বলেছিলেন ওয়াসিম আক্রাম। তিনি বলেছিলেন, ''ভারতীয় দলের ব্যাটার ও বোলাররা যা ছন্দে রয়েছে, তাতে করে ওদের আটকাতে গেলে ব্যাট চুরি করতে হবে। বোলারদের জুতোর স্পাইক খুলে নিতে হবে। না হলে এই দলকে রোখা মুশকিল।'' পাক দলের প্রাক্তনরা এইসময়ে আলোচনায় ব্যস্ত ভারতীয় দলের ত্রুটি খুঁজতে। মঙ্গলবার যেমন মিসবা উল হক এক টিভি অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন, ''ভারতীয় দলের গভীরতা রয়েছে। ওদের দলে কোনও সমস্যা নেই। ভারত সেমিফাইনালে একটা কারণেই হারতে পারে, সেটি হল দলের ক্রিকেটারদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের জন্য।'' মিসবা মনে করছেন, ভারতীয় দলকে বেগ দিতে গেলে একটা দু'ওভারের ঝড়ের স্পেল দরকার বিপক্ষ দলের। না হলে এই দলটিকে হারানো যাবে না। মিসবা মানে পাক দলের সেই নামী ক্রিকেটার, যিনি বেশ কয়েকবার ভারতীয় দলকে একক কৃতিত্বে হারিয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই মিসবা বলেন, ''এটা ঠিক, গ্রুপ পর্বে একটি দল যত ভাল খেলে, তত বেশি তাদের উপর প্রত্যাশা চলে আসে সকলের। কিন্তু সেমিফাইনাল সম্পূর্ণ অন্যরকম পরিস্থিতি। এখানে পরিস্থিতি বদলাতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না। যে কোনও মুহূর্তে দল সমস্যায় পড়ে যাবে।'' ওই অনুষ্ঠানে এছাড়াও ছিলেন পাক দলের আরও এক প্রাক্তন তারকা শোয়েব মালিক। তিনি বলেছেন, ''ভারতকে চাপে ফেলতে পারে একমাত্র অস্ট্রেলিয়া। ওদের সঙ্গে সেমিতে দেখা হলে চাপে পড়তে পারে ভারতীয় দল।''

'টাকা বেশি কামালে আমাদেরই লাভ', শামিকে নিয়ে বোমা হাসিনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ নভেম্বরঃ বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফর্ম করছে টিম ইন্ডিয়া। বিশেষ করে শুরু থেকেও দলের প্রথম একদাশে না থাকলেও সুযোগ পেয়েই ফাটাফাটি পারফ্যান্স টিম ইন্ডিয়ার সুইং সুলতান মহম্মদ শামির। বঙ্গ পেস ব্যাটারি এখন দুনিয়া কাঁপাচ্ছেন শামি। ব্যক্তিগত জীবন কাঁটায় ভরা তা ভুলে কেরিয়ারের সেরা ফর্মে রয়েছেন। পারিবারিক সমস্যা শামিকে জর্জরিত করে। ২০১৮ সালে, শামি এবং তাঁর স্ত্রী হাসিন জাহানের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। শামি অন্য মহিলাদের সম্পর্কযুক্ত শামি শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহ করেছিলেন শামির স্ত্রী হাসিন জাহান। থানায় প্রতারণার অভিযোগও করেন তিনি। এখনও তিনি সেই একইরকম আগুন ঝরাচ্ছেন। শামির বিশ্বকাপের পারফরম্যান্স নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁর দাবি, তিনি ক্রিকেট দেখেন না, বোঝেন না, শামির পারফরম্যান্স নিয়ে কিছু এসে যায় না। তবে এরপরেই তিনি মূল বোমাটি ফাটিয়েছেন। পুলিশ ২০১৯ সালে শামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল। শামির স্ত্রী হাসিন জাহান তাঁর অভিযোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহিলা অধিকার কমিশনের কাছে গিয়েছিলেন। সেই শামি এখন বল হাতে আগুন ঝরাচ্ছেন, আর নিজের স্বামীকে ভাল খেলতে দেখে তাঁর স্ত্রী এ কী বললেন? এই কথাগুলো শুনে রেগে আগুন নেটিজেনরা। ''শামি খুব ভাল খেলছে। এভাবে ভাল খেললে ও আরও বেশি টাকা পাবে। ওর আরও টাকা মানে আমাদের ভবিষ্যৎ ভালো হবে।'' একটি বেসরকারি নিউজ চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই বক্তব্য দিয়েছেন শামির স্ত্রী। নেটিজেনরা হাসিন জাহানের উপর ক্ষিপ্ত যে তিনি তাঁর মেয়েকে তার সামনে রেখে গেম খেলছেন। নেটিজেনরা মন্তব্য করছেন হাসিন একজন গোল্ড ডিগার অর্থাৎ যাঁর টাকা আছে তাকে ভরসা করে বেঁচে থাকে। হাসিন শামির বিরুদ্ধে বিষোদগার বন্ধ করেন না।

'শাকিব একটা দুর্নীতিগ্রস্ত ক্রিকেটার!' টাইমড আউট বিতর্কে মুখ খুললেন প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বরঃ টাইমড আউট বিতর্ক নিয়ে সরগরম ক্রিকেট। ক্রিকেটমহলের একাংশ বলছে, শাকিব আল হাসান এই ঘটনায় ক্রিকেটের স্পিরিট নষ্ট করেছেন। তিনি এমন একটি খেলার সঙ্গে যুক্ত, যাকে জেন্টলম্যান গেম বলা হয়। সোমবার বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার সিনিয়র অলরাউন্ডার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজ দু'মিনিটের মধ্যে ক্রিজে আসতে পারেননি ব্যাটিং করতে। এই নিয়ে বাংলাদেশের অধিনায়ক শাকিব ম্যাচের দুই আম্পায়ারকে টাইমড আউটের আবেদন করেছিলেন। আইসিসি-র প্লেয়িং কন্ডিশনে রয়েছে, কোনও দলের একজন ব্যাটার আউট হয়ে গেলে পরের ব্যাটারকে দু'মিনিটের মধ্যে ক্রিজে আসতে হয়। কিন্তু ম্যাথুজের ক্ষেত্রে সময় বেশি লেগেছে, মত শাকিবের। এই নিয়ে মঙ্গলবার ভারতীয় দলের প্রাক্তন পেসার বেঙ্কটেশ প্রসাদ বাংলাদেশ দলনায়ক সম্পর্কে বলেছেন, ''শাকিব একটা দুর্নীতিগ্রস্ত ক্রিকেটার। ২০১৯ সালে ম্যাচ গড়াপেটায় জড়িয়ে গিয়ে নির্বাসনে চলে গিয়েছিল। শাকিব ভাল ক্রিকেটার হতে পারে, কিন্তু ওর অনেক সমস্যা রয়েছে। এর আগেও আম্পায়ারদের ভয় দেখিয়েছিল। সবসময় খেলার চেয়ে নিজেকে বড় বলে মনে করে। শাকিবের কাছে টাইমড আউট করাটা স্বাভাবিক ঘটনা। ও এরচেয়ে ভাল কিছু ভাবতে পারবে না।'' সব থেকে বড় কথা হল, শাকিব খেলা শেষে এই নিয়ে জানিয়েছেন, ''আমি যুদ্ধ জিততে চেয়েছিলাম। সেটাই জিতেছি। ভাল কি খারাপ, আমি কী করেছি, সেটা আমি জানি না!'' ক্রিকেটমহলে শাকিবকে ঘিরে প্রবল সমালোচনা শুরু হয়েছে। তিনি ক্রিকেটের ঐতিহ্য ধ্বংস করেছেন, সেটাই বলা হচ্ছে বারবার।

শ্রীলঙ্কার বরখাস্ত হওয়া ক্রিকেট বোর্ড আদালতের আদেশে পুনর্বহাল

কলম্বো, ৭ নভেম্বরঃ শ্রীলঙ্কার আপিল আদালত দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের (এসএলসি) অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির কার্যক্রম দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছেন। আজ কমিটির কার্যক্রম স্থগিত চেয়ে করা এক রিট পিটিশনের শুনানির পর আদালত এই অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেন। এর ফলে গতকাল ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরখাস্ত করা ক্রিকেট বোর্ড পুনর্বহাল হয়েছে বলে জানিয়েছে শ্রীলঙ্কার সংবাদমাধ্যম ডেইলি মিরর। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, ক্রিকেট বোর্ডের দায়িত্ব নিতে আজ এসএলসি কার্যালয়ে গিয়েছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির চেয়ারম্যান অর্জুনা রানাতুঙ্গা। তবে আদালতের আদেশের পর তিনি বেরিয়ে গেছেন। এদিকে আজ পার্লামেন্টে ক্রীড়ামন্ত্রী রোশান রানাসিংহে জানান, গতকাল রাতে মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি বিলুপ্ত করতে বলেছেন। রানাসিংহে তাতে রাজি

হননি জানিয়ে বলেন, ''প্রেসিডেন্ট বলেছেন ক্রীড়াঙ্গনকে তিনি তাঁর অধীন নিয়ে যাবেন। আমি তখন বলেছি, আমাকে মন্ত্রিসভা থেকে বের করে দিন।'' শাম্মি সিলভার নেতৃত্বাধীন যে ক্রিকেট বোর্ডকে রানাসিংহে বরখাস্ত করেছিলেন, তাদের ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ''শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট চালাচ্ছে ডাকাতেরা। যে কারণে আমি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি বিলুপ্ত করব না। অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের স্থগিতাদেশের সিদ্ধান্ত স্বার্থের সংঘাত।'' ডেইলি মিররের খবরে বলা হয়, রবিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে ক্রীড়ামন্ত্রী রানাসিংহে প্রেসিডেন্ট ও বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর তোপের মুখে পড়েন। ক্রিকেট বোর্ড বরখাস্তের প্রজ্ঞাপন জারির আগে ক্রীড়ামন্ত্রী প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রিসভার কাউকে জানাননি। এ ছাড়া অন্তর্বর্তীকালীন কমিটিতে তিনজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের অন্তর্ভুক্তি নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

ম্যাথেউজ টাইমড আউট কাণ্ডে কাঠগড়ায় সাকিব ও আম্পায়ার!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

১৪৬ বছরের ক্রিকেটের ইতিহাসে যা কখনও হয়নি, তাই এ বার ঘটতে দেখা গেল। বিশ্বকাপের মঞ্চে টাইমড আউট হলেন শ্রীলঙ্কার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথেউস। ক্রিকেটে সাধারণত ৩ মিনিট সময় থাকে, আউট হওয়ার ব্যাটারের বদলে মাঠে পা দিয়ে নতুন ব্যাটারের খেলতে শুরু করা পর্যন্ত। কিন্তু বিশ্বকাপে সেই সময় রাখা হয়ে ২ মিনিটের। তাতেই দেখা দেয় বিপত্তি। নতুন ব্যাটার হিসেবে মাঠে পা রেখে দু'মিনিটের বেশি সময় নিয়েছিলেন ম্যাথেউস। হেলমেটের সমস্যা থাকায় নতুন হেলমেট আনতে বলেছিলেন। প্রশ্ন হল, মানবিক দিক থেকে কতটা যুক্তিগ্রাহ্য এই টাইমড আউট। সাকিব আল হাসানের আরও ধৈর্য দেখানো উচিত ছিল না? চতুর্থ আম্পায়ার কি কমনসেন্স ব্যবহার করতে পারতেন? খেলায় বিতর্ক দেখা দেয় যখন, তখন উঠে আসে নানা প্রশ্ন। ম্যাথেউসের টাইমড আউট ঘিরে ক্রিকেটের বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন? মাইকেল হাসির মতো

প্রাক্তন ক্রিকেটার ফক্স ক্রিকেটে ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন, ''যদি আমি সাকিব হতাম, বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন হতাম, তা হলে যে আবেদন করেছি, তা কি প্রত্যাহার করে নিতাম? মনে হয় না আমি ওই আবেদনে দাঁড়িয়ে থাকতাম। এই একটা ঘটনার জন্য আমি চিরকাল মনে থেকে যেতে চাইতাম না। সাকিব কিন্তু ওর বাকি কেরিয়ারে এই ঘটনার জন্য মনে থেকে যাবে। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়েই বাঁচতে হবে ওকে।'' সাকিবকে টাইমড আউটের জন্য ওই আবেদন করলেন কেন, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অনেকেই। ক্যারি ও'কিফের মতো প্রাক্তনও হাসির সুরে বলেছেন, ''ও ব্যাটটা মাটিতে রেখে হেলমেট পরছিল। তার মানে ও কোনও ভাবেই তৈরি ছিল না। কিন্তু এই ঘটনার জন্য একা কাউকে দোষ দেওয়া যাবে না। সাকিব, ম্যাথেউস, আম্পায়ার, সবার দোষ রয়েছে। এই তিনের যোগেই এমন একটা ঘটনা ঘটল ক্রিকেটে।'' ব্রেট লি আবার পুরোপুরি আম্পায়ারকেই দায়ী করেছেন। প্রাক্তন অজি পেসারের কথায়, ''সাকিব কিন্তু অ্যাঞ্জেলোকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার দেরি হচ্ছে কেন? অ্যাঞ্জেলো মুখ তুলে কথা বলেনি। হেলমেটের স্ট্র্যাপ যদি ভেঙে গেলে ওর দোষ কোথায়! তখনই আম্পায়ারের উচিত ছিল বলা, এটা একটা সমস্যা। নিয়ম জানি, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে অ্যাঞ্জেলোর কিছু করার নেই। ওর নতুন হেলমেটটা আসুক, খেলা এগোবে। আমার তো মনে হয় পুরো ঘটনাটা আম্পায়ারের দোষেই হয়েছে।''

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501